দশ বর্ষ [বৈশাখ, ১৩৩৬] প্রথম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১৩৬ নং উপন্যাস

ঝোপে ঝোপে নেক্ড়ে

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী কার্য্যালয়-
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা।

ঝোপে ঝোপে নেকড়ে

প্রথম প্রসঙ্গ

পীত ইস্তাহার

ব্রিক্সটনের কারাগারের একটি কক্ষে দুইজন লোক মুখোমুখী উপবিষ্ট। হাজতের আসামীরা বাহিরের লোকের সঙ্গে এই কক্ষেই সাক্ষাৎ করে; সুতরাং এই কক্ষটিকে কয়েদীদের বৈঠকখানা বলা বলা যাইতে পারে। জেলখানায় 'কয়েদীর বৈঠকখানা!'—একথা শুনিয়া পাঠক পাঠিকা হাসিয়া বলিবেন—'পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী?'—কিন্তু তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, ইয়ুরোপের কারাগার আমাদের দেশের জেলখানা নহে, এবং সে দেশের কারাবাসীরা আমাদের দেশের কয়েদী নহে। এ দেশেও চোর সাহেবগুলা জেলখানায় কত সুখে থাকে, জানেন না কি? তাহারা যে রাজকুটুম্ব।

একজন কারারক্ষী সেই কক্ষের দ্বারে পাহারায় ছিল; কক্ষমধ্যে যে দুইজনের আলাপ চলিতেছিল—তাঁহাদের একজন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, দ্বিতীয় ব্যক্তি হাজতের আসামী সেপ্টিমস্ কস্।

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চেয়ারে ঠেস্ দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেবিলের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট আসামীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ বাপু কস্, সাইনস্ বা যাহাই তোমার নাম হউক, যদি তোমার ঘটে এক বিন্দু বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুমি সকল কথাই প্রকাশ করিতে। যতই চালাকি আর ধাপ্পাবাজি কর—শেষে আইনের জয় সুনিশ্চিত। তোমার এক ভাই আত্মহত্যা করিয়াছে, আর একজন ব্যাঙ্ক-লুণ্ঠনে সাহায্য করিতে গিয়া ধরা পড়ায় কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; আবার তোমরা দুই ভাই গ্রেপ্তার হইয়াছ।

তোমাদের পরিবারের অবশিষ্ট যে কয়েকজন কারাগারের বাহিরে আছে, তাহাদিগকেও আমরা—শীঘ্র হউক আর বিলম্বে হউক—জেলে পুরিয়া নিশ্চিন্ত হইব, ইহাও বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।"

আসামী কোন কথা বলিল না; সে টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিতে লাগিলেন, "তোমার পিতা পল সাইনসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; প্রতিহিংসার জন্য সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া তোমার নিজের, তোমার ভ্রাতৃগণের স্বাধীনতা কি জন্য নষ্ট করিতেছ? হাঁ, তোমার পিতা সত্যই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; এ জন্য পুলিশ তাহাকে তাহার কুকর্ম্মের জন্য দায়ী করিতে অনিচ্ছুক। পল সাইনসের মাথায় খুন চড়িয়াছে। তাহার প্রতি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারের পরিবর্ত্তে ড়ডমুরের বাতুলাশ্রমে প্রেরণ করিতে হইবে।—সেখানে তাহার পরিচর্য্যা চলিবে। (he will be well cared for.) কিন্তু পুলিশের এই সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়—আমরা তোমার পিতার সন্ধান পাইতেছি না। তোমার পিতা এখন কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা আমাকে বলিবে কি?—আমার নিকট এই সংবাদ প্রকাশ করিলে বিচারে তোমার দণ্ডের লাঘব হইবে—ইহা আমি অঙ্গীকার করিতে পারি।" (I can promise you that the law will deal lightly with your case.)

প্রোফেসার সেপ্টিমস্ কস্ পল সাইনসের পুত্রগণের অন্যতম। মিঃ ব্লেক তাহাকে কি ভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক পাঠিকাগণের সুবিদিত; সেই ঘটনার বিবরণ 'শকটে শয়তানী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।—সেপ্টিমস কস্ মুখ তুলিয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি অপরাধী কি না—বিচারক তাহা বিচার করিবে, তুমি পুলিশের গোয়েন্দা, আমার দণ্ডের লাঘব হইবে—কোন্ অধিকারে তুমি এরূপ অঙ্গীকার করিবে? বিচারক তোমার মুখ চাহিয়া আসামীর অপরাধের বিচার করিবে? তোমার অন্যায়

অনুরোধও রক্ষা করিবে?—কিন্তু তুমি আমাকে কোন অঙ্গীকারেই প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে কোন কথা বলিব না। পল সাইনস্ আমার পিতা—ইহাও আমি স্বীকার করি নাই; ইহা রবার্ট ব্লেকের অনুমান মাত্র, কিন্তু অনুমান প্রমাণ নহে। তুমি আমাকে এখানে বসাইয়া রাখিয়া সে সকল কথা বলিতেছ তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। নিজের সময় নষ্ট করিতেছ—আমাকেও বিরক্ত করিতেছ। যদি পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিবার ইচ্ছা থাকে, গোয়েন্দা তুমি—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর; আমাকে লোভ দেখাইয়া তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা নির্ব্বোধ ইতরের কাজ। আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি—পল সাইনস্ আজ লণ্ডনেই থাকিবে। হাঁ, সে তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া লণ্ডনের পথে পথেই আজ ঘুরিয়া বেড়াইবে। সাধ্য হয় তাহাকে গ্রেপ্তার কর। তুমি যাহাকে তাহার স্যাঙাৎ বলিতেছ—তাহারই সাহায্যে সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সকল পাকা মাথার সম্মিলিত শক্তি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।—সে পুনঃ পুনঃ পুলিশকে অপদস্থ ও পরাজিত করিয়াছে—এ কথা তুমি স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছ—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স!—কিন্তু এই কাপুরুষসুলভ লজ্জা অপেক্ষা অধিক নির্লজ্জতা কোন ভদ্রলোকের নিকট আশা করা যায় না।"

এই সুতীব্র তিরস্কারে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সেরও বোধ হয় লজ্জা হইল; তিনি মুখ লাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু লজ্জা অপেক্ষা রাগই তাঁহার অধিক হইল; তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়! বেশ, দেখা যাইবে—কে জয়ী হয়।—যুদ্ধের কি এখনই শেষ হইয়াছে? তোমার নিকট কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না, কিন্তু তোমার যে ভাই ম্যাল্‌কম বার্টনের ছদ্ম-নামে একটা বীমা কোম্পানীকে ফেরার করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সে যুক্তি তর্কের খাতির রাখিবে। (will prove more open to reason.) তাহার স্ত্রী পরিবার আছে কি না? তাহাদের মুখের দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে ত?"

সেপ্টিমস্ কস্ পুনর্ব্বার মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহার ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতা বৃথা হইবে না। যদি তুমি ম্যাল্‌কমকে আমার ভাই বলিয়াই মনে কর তাহা

হইলে আমার নিকট যাহা জানিতে পারিলে, তাহার নিকট তাহার অধিক কিছুই জানিতে পারিবে না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুটস ওষ্ঠ দংশন করিয়া মানসিক উষ্মা প্রকাশ করিলেন। সেপ্টিমস্ কসের কথা সত্য—তাহা তিনি তৎপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন; তিনি প্রথমে ম্যাল্‌কম বার্টনকেই জেরা করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার পিতার বিরুদ্ধে একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। পিতার প্রতি ইহাদের ভক্তি ও নির্ভর অসাধারণ। পিতার আদেশে পুত্রগণ বিনা-প্রতিবাদে নির্ব্বিকার চিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে—একদিন ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই মানব-চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল; কিন্তু পুত্রগণের উপর পল সাইনসের প্রভাব এইরূপই অসাধারণ ছিল।

দ্বারপ্রান্তে যে কারারক্ষী উপবিষ্ট ছিল—ইন্‌স্পেক্টর কুটস তাহাকে বলিলেন, “আসামীকে উহার কুঠুরীতে লইয়া যাও।”

কস্ উঠিয়া তাহার হাজত-ঘরের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; সে সেই কক্ষের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে বলিল, “আমার অন্য তিন ভ্রাতার সহিত যদি কখন তোমার সাক্ষাৎ হয়—তাহা হইলে আমার কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিও। তাহাদিগকে এ কথাও বলিও যে, নেক্‌ড়েরা দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিবার সময় যেরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠে, কোন কোন মানুষ-নেক্‌ড়ে একাকীই তাহার শত্রুদলের পক্ষে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক।”

ইন্‌স্পেক্টর কুটস এ কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। তিনি কারাগারের বিভিন্ন কক্ষের দ্বার অতিক্রম করিয়া অবশেষে কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন উইচারের খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। কারাধ্যক্ষ সেই কক্ষে বসিয়া প্রধান ওয়ার্ডারের সহিত কি পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে দেখিয়াই বলিলেন, “মিঃ কুটস, আপনি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন—এইরূপই আশা করিয়াছিলাম। দুইখানি পত্র আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। একখানি সেপ্টিমস্ কসের, এবং অন্যখানি ম্যাল্‌কম বার্টনের নামে আসিয়াছে। উভয় পত্রেরই মর্ম্ম অভিন্ন। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া

আপত্তিজনক মনে হওয়ায় আমি তাহা আসামীদের নিকট পাঠাই নাই।"—তিনি টেবিলের দেরাজ হইতে পত্র দুইখানি বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে দেখিতে দিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস পত্র দুইখানি পরীক্ষা করিয়া উভয় পত্রের মাথায় নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত দেখিলেন; হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাহা পল সাইনসেরই হস্তাক্ষর। পল সাইনসের হস্তাক্ষর তাঁহার সুপরিচিত।

প্রথম পত্রখানিতে লেখা ছিল—"প্রিয় সেপ্টিমস্, কারাগারে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে আপাততঃ যে অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। তুমি বিচারাধীন কয়েদী, এজন্য তোমার সংবাদ-পত্র পাঠের অধিকার আছে; (you are allowed the privilege of news-papers,) আগামী কল্য কাগজ খুলিয়া এরূপ কোন বিষয় দেখিতে পাইবে—যাহা পাঠ করিয়া তুমি খুসী হইবে।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে কারামুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি; এজন্য কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

পল সাইনস্।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস উত্তেজনাভরে নাক ঝাড়িলেন। পল সাইনসের এই স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা তাঁহার অসহ্য মনে হইল। তিনি মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কাপ্তেন উষ্‌চার, এই পত্রের মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "কাল সকালে দৈনিকের 'ব্যক্তিগত স্তম্ভে' (Personal columns.) সম্ভবতঃ এরূপ কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইবে, যাহার সাঙ্কেতিক অর্থ উহাদের দুইজনেরই সুবিদিত; কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না।—এইজন্য আমি কাল উহাদিগকে কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন,"সাইনসের উদ্দেশ্য অত্যন্ত গর্হিত বলিয়াই মনে হয়। আমার বিশ্বাস, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে আবার কোন নূতন চাল আরম্ভ করিবে; তাহা হইলে আমাদের সকলেরই সঙ্কট অপরিহার্য্য। তাহার মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মন অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইল; তিনি মন স্থির করিতে না পারিয়া কারাগারের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি কারাগারের ফটকের বাহিরে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন, এবং ব্রিক্সটন হিল অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি চঞ্চল চিত্তে গোঁফ চুলকাইতে চুলকাইতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সাইনস্ আবার কি শয়তানী চাল চালিবার মতলব করিয়াছে—তাহা জানিতেই হইবে। সে শীঘ্রই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। এবার তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।"

বস্তুতঃ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। আট দিন পূর্ব্বে পল সাইনস্ লণ্ডন নগরে যে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল—তাহার চিহ্ন তখন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই; তখনও লণ্ডনের বিভিন্ন রাজপথের দুই ধারে অনেক প্রকাণ্ড অট্টালিকার কাচের দ্বার জানালাগুলির ভাঙ্গা কাচ মেরামত হয় নাই; অনেক জানালা তখনও কাচহীন। কাঠের ও লোহার ফ্রেমগুলি যেন মুখব্যাদান করিয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল। তখনও রাশি রাশি ভাঙ্গা কাচ পথের চারি দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল।

পল সাইনস্ লণ্ডনের লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি করিলে (hundreds of thousands of pounds' worth of damage.) মিঃ ব্লেক পুলিসের সাহায্যে সাইন্‌সকে তাহার গুপ্ত আড্ডায় গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই সে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার দুই পুত্র ধরা পড়িয়াছিল, এবং তাহার আড্ডায় কাচধ্বংশকারী যন্ত্রটিও তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রোফেসর সেপ্টিমস্ কসের আবিষ্কৃত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি বিধ্বস্ত করিয়া মিঃ ব্লেক লণ্ডনবাসীদের আতঙ্ক দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু পল সাইনসের সাতপুত্রের মধ্যে তখনও কয়েকজন জীবিত ছিল; পল সাইনস্ তখনও ধরা পড়ে নাই। সে লণ্ডনের কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, লণ্ডনে নূতন অরাজকতা বিস্তারের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শক্তিশালী অসংখ্য দস্যু নানা ভাবে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিতে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিল—ইহা

বুঝিতে পারিয়াও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইয়াছিল। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্টিভেরা পল সাইনস্‌কে লণ্ডনের চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

পল সাইনস্‌ শীঘ্রই পুনর্ব্বার সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে—এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু এবার সে কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে? তাহার শত্রুগণের নামের তালিকায় সর্ব্বপ্রথমে এবার কাহার নাম আছে?—এই প্রশ্নই সকলের মন আলোড়িত করিতেছিল। যাহারা ষোল বৎসর পূর্ব্বে পল সাইনসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, বিনা-অপরাধে তাহার কারাদণ্ডের সহায়তা করিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে যাহারা এখন পর্য্যন্ত সাইনসের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহাদের সকলেই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "এইবার আমার পালা, সেই শয়তান এবার আমাকেই চূর্ণ করিবে। হায়, তাহার কবল হইতে আর আমার পরিত্রাণ নাই!"

যাহারা ষোল বৎসর পূর্ব্বে দায়রার মামলায় সাইনসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল—পুলিশ তাহাদের সকলেরই নাম জানিত। পুলিশ তাহাদিগকে অভয় দানও করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছিল পল সাইনস্‌ যাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র-জাল প্রসারিত করিয়াছিল—পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাদের একজনকেও রক্ষা করিতে পারে নাই। সাইনসের কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, বিড়ম্বিত বা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এ অবস্থায় পুলিশের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা পুলিশের অসাধ্য, এ ধারণা সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

পল সাইনস্‌ তাহার গুপ্ত আড্ডা হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা জানিতে পারে নাই। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য কয়েক সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই সেই পুরস্কারের দাবী করে নাই। পল সাইনসের অনুচরবর্গের অনেকেই এই ঘোষণার কথা জানিত; তাহাদের কেহ না কেহ সাইনস্‌কে ধরাইয়া দিতে

পারিত ; কিন্তু তাহাদের কেহই পুরস্কারের লোভে তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহসী হয় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ট্যাক্সিতে চলিতে চলিতে সম্মুখে মুখ বাড়াইয়া ট্যাক্সি-চালককে কি বলিলেন। ট্যাক্সি তখন রিজেন্ট ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। পথের দুই ধারের দোকানগুলির ভাঙ্গা জানালা তখনও সম্পূর্ণরূপে মেরামত হয় নাই ; সেই অবস্থাতেই দোকানগুলিতে ক্রয় বিক্রয় চলিতেছিল। দোকান ও অন্যান্য অট্টালিকার অবস্থা দেখিলে মনে হইত—কেহ বোমা নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল দোকানের দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে!

ট্যাক্সি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অক্সফোর্ড সার্কাসের নিকট হঠাৎ থামিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, সম্মুখে বহুসংখ্যক ট্যাক্সি, লরী, ব'স পথ বন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান, আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইবার উপায় নাই!—সেখানে এই ভাবে পথ-রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গাড়ীতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এক পাশের একখানি ভাঙ্গা দোকানের সম্মুখে বিস্তর লোককে জটলা করিতে দেখিলেন, তাহাদের ভিড় ঠেলিয়া গাড়ীগুলি কোন দিকে যাইতে পারিতেছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কয়েক মিনিট পরে সেই দোকানের দেওয়ালে আঁটা হলদে কাগজে লাল কালীতে ছাপা মোটা মোটা অক্ষরে একছত্র মাত্র লেখা দেখিলেন ; সেই হলদে কাগজখানিতে লেখা ছিল,—

“তুমিই কি পল সাইনস্?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই প্ল্যাকার্ডখানি দেখিয়া নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সমাগত পথিকগণের ন্যায় তিনিও বিস্ফারিত নেত্রে পুনঃ পুনঃ সেই প্ল্যাকার্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই একই লেখা দেখিলেন, “তুমি কি পল সাইনস্?”

ট্যাক্সি ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, প্ল্যাকার্ডখানিও অদৃশ্য হইল ; কিন্তু সেই প্ল্যাকার্ডের অদ্ভুত লেখাগুলি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া রহিল ; তিনি মনে মনে বলিলেন, “এ কি ব্যাপার? ইহা কি কোনও বিজ্ঞাপন-দাতার চাতুরী? সে কি পাগল? এরূপ অদ্ভুত বিজ্ঞাপন ত পূর্ব্বে

কোনও দিন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই! দুর্দান্ত দস্যু পল সাইনসের কথা যাহাতে জনসাধারণ শীঘ্র ভুলিতে পারে—তাহারই চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—'তুমি কি পল সাইনস?'—ইহার কি কোন অর্থ আছে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের গাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বেকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া মিঃ রবার্ট ব্লেকের বহির্দ্বারের সম্মুখে থামিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের বন্ধু। তিনি যখন তখন মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; এজন্য তাঁহাকে অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে হইত না। তিনি দ্বারে ধাক্কা দিলে মিসেস্ বার্ডেল দ্বার খুলিয়া দিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিসেস্ বার্ডেলকে দেখিয়া অভিবাদনের ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়িলেন, তাহার পর কাঠের সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন। মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষ হইতে বেহালার একটি সুমিষ্ট গৎ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কর্ণগোচর হইল। কুট্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বেহালা-হস্তে উপবিষ্ট দেখিলেন। মিঃ ব্লেকের পরিধানে ফিকে লাল ড্রেসিং-গাউন, পায়ে চটি, তিনি বেহালা-খানি চিবুকের নীচে ধরিয়া উৎসাহ ভরে তাহাতে ছড় বুলাইতেছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহাকে সেই ভাবে বেহালা বাজাইতে দেখিয়া দ্বার-প্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি পূর্ব্বে কোন দিন বেহালার এরূপ সুমিষ্ট ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই। দীর্ঘকাল পুলিশের চাকরী করিয়া তাঁহার হৃদয় কঠিন হইয়াছিল, তথাপি বেহালার সেই সুমধুর করুণ স্বর-লহরী তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিল। মিঃ ব্লেকের হস্তে বেহালা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাতে হাসি, অশ্রু আনন্দ ও বিষাদ পরিস্ফুট হইয়া যেন কোমল স্বরতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেক বেহালাখানি টেবিলে রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কুট্‌স, তোমার মত কাজের লোক এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া বেহালা শুনিতেছিল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাকে নিষ্কর্ম্মা দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে চটিতেছিলে। একটা চুরুট 'ইচ্ছা' করিবে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরটি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছ; ইহাতেই দম্ বন্ধ হইবার যোগাড়! (enough to choke a fellow) আবার চুরুট ইচ্ছা করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দোষ কি? তুমিও খানিক ধোঁয়া ছাড়। যদি জলপথে ভ্রমণের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে—বোতল গ্লাস কোথায় থাকে তাহা ত তুমি জান।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে 'জলপথে' চলিবার জন্য কখন দুইবার অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হইত না; তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হুইস্কির ও সোডার বোতল লইয়া আসিলেন, তাহার পর আধ গ্লাস হুইস্কি গলায় ঢালিয়া সশব্দে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং রুমালে মুখ মুছিয়া বলিলেন, "ব্রিক্সটনের জেলখানা হইতে আসিতেছি। পল সাইনসের যে দুই অকালকুষ্মাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিয়াছি—তাহাদের নাম মনে আছে ত?—সেখানে কস ও বার্টনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম; কিন্তু কোন ফল হইল না। তাহাদের বাপের সম্বন্ধে কোন কথা তাহাদের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের নিকট কিছু জানিতে পারিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি নাই। এতদিনেও উহাদের গোষ্ঠিকে চিনিতে পার নাই—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় কুট্‌স! যদি উহারা সকলে সুপথে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে দেশের কত উপকার করিতে পারিত! কিন্তু উহাদের প্রতিভা দেশের সর্ব্বনাশেই নিয়োজিত হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সাইনস্ সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে! সে শীঘ্রই পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিবে। সে তাহার দুই পুত্রকে জেলখানায় যে পত্র লিখিয়াছে—তাহা কারাধ্যক্ষের নিকট দেখিয়া আসিলাম। সে লিখিয়াছে—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিবে; এজন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।—তাহার উদ্দেশ্য কি? সে কি কৌশলে কস্ ও বার্টনকে স্বাধীনতা দান করিবে, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সাইনস্ কস্ ও বার্টনকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছে?—সর্ব্বনাশ!"

ইনস্পেক্টর কুট্স বিরক্তি ভবে বলিলেন, "তাহারা মুক্তিলাভ না করিতেই সর্ব্বনাশ! ব্লেক, তুমি দিন দিন ভয়ঙ্কর কাপুরুষ হইতেছ। সাইনস্কে তোমার এত ভয়? আমি তাহাকে একবিন্দুও ভয় করি না।"—কুট্স সদম্ভে গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ভয়ঙ্কর সাহসী তাহা কি জানি না? কিন্তু তোমার সাহস, বল ও কৌশলে কোন ফল হইবে না। কুট্স! পল সাইনস্ যাহা লিখিয়াছে—তাহা করিবেই। তাহার কথার কখন খেলাপ হয় না—তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবে না। হাঁ, সে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কস্ ও বার্টনকে ব্রিক্সটনের কারাগার হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সে যে অবিলম্বে পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিবে—তাহার প্রমাণ আমিও পাইয়াছি। সে আমাকেও পত্র লিখিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া ইনস্পেক্টর কুট্সের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পত্রেরও মাথায় নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত ছিল; তদ্ভিন্ন হস্তাক্ষর দেখিয়াই ইনস্পেক্টর কুট্স বুঝিতে পারিলেন—পত্রখানি সাইনসেরই স্বহস্ত-লিখিত পত্র।

ইনস্পেক্টর কুট্স রুদ্ধ নিশ্বাসে পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

"রবার্ট ব্লেক, আমি লণ্ডন নগরের সমস্ত কাচের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম,কিন্তু আমার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার পূর্ব্বেই তুমি তাহাতে বাধা দিয়াছ, এবং আমার দুই পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছ। তোমার এই ধৃষ্টতায় আমার সহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হইয়াছে; আর তুমি আমার দয়ার আশা করিতে পার না। আমি বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা স্বাক্ষরিত করিতাম; কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা কি ভাবে পূর্ণ করি—তাহা দেখিবার জন্য তোমার জীবিত থাকা প্রয়োজন বুঝিয়া এখনও তোমার প্রাণদণ্ডের

বিধান করি নাই। তুমি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিয়া আমার শক্তির পরিচয় গ্রহণ কর—ইহাই আমার ইচ্ছা। তুমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অকর্ম্মণ্য কুকুরগুলাকে জানাইতে পার—তাহারা আমাকে ধরিবার চেষ্টা না করিয়া, যে ভাবে সাধারণের অন্ন ধ্বংশ করিতেছে তাহাই করিতে থাকুক, তাহা হইলে তাহাদের সম্ভ্রম বজায় থাকিতেও পারে। আমি একমাত্র তোমাকেই আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বোধে সম্মান করি; কিন্তু তোমার ধৃষ্টতা আমার অসহ্য হইয়াছে। আর বার ঘণ্টার মধ্যে তুমি এবং ইংলণ্ডের জন-সাধারণ জানিতে পারিবে—পল সাইনস্ তাহার সঙ্কল্পের ব্যর্থতা ও অপমান সহ্য করিবার পাত্র নহে। আমি এই সময়ের মধ্যেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এবং বৃটিশ বিচারপ্রণালীকে সমগ্র সভ্যজগতের নিকট উপহাসাস্পদ করিব। যাহারা আমার জন্য কষ্ট সহ্য করিয়াছে—তাহাদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয় নাই, ইহাও অচিরে প্রতিপন্ন হইবে। নেকড়ে তাহার শাবকগণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্যে এখনও বঞ্চিত হয় নাই।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সশব্দে নাক ঝাড়িলেন, তাহার পর হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াইলেন। বোধ হয় পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অবসাদ বোধ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় বার বারুণী-সেবনে মন কিঞ্চিৎ 'চাঙ্গা' করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গোঁফ ফুলাইয়া বলিলেন, "পাগল, নেকড়েটা একদম্ ক্ষেপিয়া গিয়াছে! জেলখানা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে তাহার মস্তিষ্ক বোধ হয় বিকৃত হয় নাই; কিন্তু এখন আর সে কথা বলা চলে না। স্কট স্যাণ্ডার্সের হত্যার অভিযোগে অবিচারে তাহার কারাদণ্ড হইলে তাহার অন্যায় নির্য্যাতনে সকলেই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু সে যাহাদিগকে তাহার দণ্ডের জন্য দায়ী মনে করিয়াছে—তাহাদের প্রত্যেককে অপদস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য যেরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, তাহা জন-সাধারণের মহা উৎকণ্ঠা ও বিভীষিকার কারণ হইয়াছে। এখন তাহাকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হত্যা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।—সাইনস্ আবার কি শয়তানী চাল চালিবে বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা বুঝিতে পারিলে আমরা তাহার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিতে পারিতাম। তাহার পত্র পাঠ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী বুঝিবার উপায় নাই। সে কি কৌশল অবলম্বন করিবে তাহা অনুমান করা অসাধ্য।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কে একজন ফন্দীবাজ ব্যবসাদার সাইনসের নাম ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ে দাঁও মারিবার চেষ্টা করিতেছে!—রাশি রাশি প্ল্যাকার্ড ছাপিয়া তাহাতে লিখিয়াছে—"**তুমি কি পল সাইনস্?**"—এ যে কি রকম ব্যবসাদারী ফন্দী তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিতেছি না!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, "তুমি কি বলিলে? তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না!"

কুট্‌স বলিলেন, "তোমার এখানে আসিতে আসিতে অক্সফোর্ড সার্কাসের কাছে একখানা প্ল্যাকার্ড দেখিলাম; দু'শো লোক পথে দাঁড়াইয়া হা করিয়া সেই প্ল্যাকার্ডের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহাতে মোটা মোটা হরফে লেখা আছে—'তুমি কি পল সাইনস্'?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, এ নূতন রকম বিজ্ঞাপন বটে! বোধ হয় আগামী সপ্তাহে ঐস্থানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে—'যদি তুমি পল সাইনস্ না হও, তাহা হইলে আমাদের 'সিংহ-বিক্রম সালসা' খাও—তাহার ন্যায় বিক্রমশালী হইবে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিজ্ঞাপনে আর কোনও কথা দেখিলে না? কোন্ জিনিসের বিজ্ঞাপন তাহা বুঝিতে পার নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কে পল সাইনস্ তাহাই যাচাই করিবার বিজ্ঞাপন।—অদ্ভুত বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিজ্ঞাপনের নীচে বিজ্ঞাপনদাতার নাম থাকা ত উচিত। প্ল্যাকার্ডখানি দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পোষাকটা বদলাইয়া আসি—তোমার সঙ্গে অক্সফোর্ড সার্কাসে গিয়া এই অপরূপ বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “বেশ, চল। আমার বিশ্বাস, পল সাইনস্‌ আজকাল কি রকম খ্যাতি লাভ করিয়াছে—তাহা সকলেরই সুবিদিত ; এই জন্য কোন ব্যবসায়ী বোধ হয় মনে করিয়াছে—বিজ্ঞাপনে তাহার নাম ব্যবহার করিলে সহজেই সে তাহার ব্যবসায়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সাইনস যে পত্র লিখিয়াছে—উহা পাঠ করিয়া মনে হয়—আর বার ঘণ্টার মধ্যেই জন-সাধারণ উহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনিতে পাইবে। সাইনসের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিবার আশা করা, আর আগ্নেয়গিরির ধারে দাঁড়াইয়া তাহার অগ্ন্যুদ্গমের প্রতীক্ষা করা অনেকটা একই রকম আতঙ্কজনক! তোমাদের চীফ্‌ কমিশনর এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “আমাদের বড় সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমার না শুনাই ভাল মনে হয়। আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি সাইনস্‌ শীঘ্র ধরা না পড়ে তাহা হইলে মান বাঁচাইবার জন্য আমাদের অনেককেই ইস্তফানামা দাখিল করিতে হইবে। লণ্ডনের অধিকাংশ বাড়ীর দ্বার জানালা চূর্ণ হইবার পর আমাদের চাকরী বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে! শুনিতেছি শীঘ্রই হোম-আফিস হইতে তদন্ত আরম্ভ হইবে। সেই তদন্তের ফল আমাদের কাহারও পক্ষে কল্যাণজনক হইবে বলিয়া ত মনে হয় না।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু হোম-আফিস পুলিশের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে কাজটা কি তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কাচ ভাঙ্গা ব্যাপারের তদন্তে যতখানি সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে তাহাই কি যথেষ্ট নহে? সাইনস্‌ যে ভাবে বাধা পাইয়াছে,এবং পুলিশের তাড়া খাইয়া যন্ত্র-পাতি ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে—তাহাতে আশা হয় সে আর কখন ঐরূপ অপকর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতে সাহসী হইবে না।”

মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতীক্ষায় রাখিয়া তাহার ভাড়া বহন করিবেন, কোন দিন তাঁহার সেইরূপ

অপব্যয়ের অভ্যাস ছিল না। তিনি তাহা পূর্ব্বেই বিদায় করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের তিনজনকেই পদব্রজে চলিতে হইল। তাঁহারা অক্সফোর্ড সার্কাস অভিমুখে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে তত দূর যাইতে হইল না। তাঁহারা প্রায় তিনশত গজ অগ্রসর হইয়া বহুসংখ্যক পথিককে পথের উপর দলবদ্ধ দেখিতে পাইলেন, তাহারা অদূরবর্ত্তী গৃহপ্রাচীর-সংলগ্ন একখানি প্ল্যাকার্ড পাঠ করিতেছিল। সেই প্ল্যাকার্ডখানির বর্ণও পীত, এবং তাহার আকার বৃহৎ।—সেই প্ল্যাকার্ডে লালবর্ণ বৃহৎ অক্ষরে লেখা ছিল,—

"তুমি কি পল সাইনস্ ?"

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নির্নিমেষ নেত্রে সেই প্ল্যাকার্ডখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি কারণে বলা যায় না, তাঁহার মন সন্দেহে ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইল। সেই পীতবর্ণ প্ল্যাকার্ড তাঁহার মনশ্চক্ষে বিভীষিকার সঞ্চার করিল। পল সাইনস্ সেইদিনই তাঁহাকে জানাইয়াছিল—সে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। যেদিন সে তাহার পুত্রদ্বয়কে কারাগার হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়াছিল, ঠিক সেইদিনই পীত প্ল্যাকার্ডে তাহার নাম প্রকাশিত হইল; এই উভয় বিষয়ের মধ্যে কোন নিগূঢ় সংস্রব আছে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পল সাইনস্ই লণ্ডনের জন-সাধারণকে আতঙ্কাভিভূত করিবার জন্য এই প্ল্যাকার্ড বাহির করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি জনতা ঠেলিয়া সেই দেওয়ালের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রাচীর-সন্নিবিষ্ট প্ল্যাকার্ডখানি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন "বিজ্ঞাপন-প্রচারক বিলিংস্ কোম্পানী এই প্ল্যাকার্ড প্রচার করিতেছে। কুটস, এই প্ল্যাকার্ড সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্ধান লওয়ার প্রয়োজন—তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিতে হইবে। এই সকল প্ল্যাকার্ড দেখিবার জন্য যেরূপ জনসমাবেশ হইতেছে (the crowds it is attracting) তাহা আপত্তিজনক বলিয়াই মনে হয়; শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছি।"

ইনস্পেক্টর কুটস বলিলেন, "যদি আমাকে এই—কি বলিব, বিজ্ঞাপন না

ইঙ্গিতের—প্রচার বন্ধ করিতে হয়। (to have it suppressed) তাহা তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাকে এই বিজ্ঞাপনের অর্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। আমি ত ইহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি আমার সঙ্গে চল, আগেই বিলিংস্ কোম্পানীর কৈফিয়ৎ লওয়া প্রয়োজন।"

তাঁহারা রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথের ধারে বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ প্ল্যাকার্ড আরও কয়েকখানি দেখিতে পাইলেন, সেখানেও বিস্তর লোক দাঁড়াইয়া সেই সকল প্ল্যাকার্ড দেখিতেছিল। বিপুল জনসমাগমে সেই সকল স্থানে শকটাদির গমনাগমন বন্ধ হইয়াছিল।

স্মিথ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, ওদিকে ও কি ব্যাপার তাহা দেখিয়াছেন কি? বোধ হয় কোন নূতন কাগজ প্রকাশিত হইবে—তাহারই রাশি রাশি অনুষ্ঠান-পত্র বিতরিত হইতেছে!"

মিঃ ব্লেক স্মিথের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পথের অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন ছয় সাত জন লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অদ্ভুত বেশে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে! তাহাদের বুকে পিঠে সুদীর্ঘ তক্তার আবরণ; সেই তক্তায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল :—

"তুমি কি পল সাইনস্?
২০০০ পাউণ্ড পুরস্কার!
বিশেষ বিজ্ঞাপন দেখিতে চাহেন?
'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডে' দেখুন!
প্রথম সংখ্যা বিক্রয় হইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিজ্ঞাপন-শোভিত তক্তার দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আরে বাপের বাড়ী গেল যা! এ আবার কি ব্যাপার? এ কি ফ্লীট্ ষ্ট্রীটের নূতন কোন হুজুগে কাগজের বিজ্ঞাপন? কাগজের নাম 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড!'—এ নামের কোন কাগজ আছে—তাহা ত পূর্ব্বে জানিতাম না! হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড! হাঁ, নামটা জমকালো বটে; অনেক হুজুকে চাষাভুষো নগদ দুই পেনী ফেলিবে আর উহা কিনিবে। তাহার উপর দুই হাজার পাউণ্ড

পুরস্কার !—কচু পোড়া খাও ! পুরস্কার কেন রে বাপু ?"—ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ঘরপোড়া গরুর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "পুরস্কার কেন—তাহা যদি জানিতে চাও তাহা হইলে দুই পেণী ফেলিয়া একখানি কাগজ কিনিয়া লও। দুই হাজার পাউণ্ড পুরস্কারের লোভ না দেখাইলে ও কাগজ কি কেহ কিনিত ? এক টাকার জিনিস বিক্রয় করিতে তিন টাকার ফাউ উপহার দেওয়া হয়—তাহা কি জান না ?—স্মিথ, ঐ কাগজের দোকান হইতে একখান হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড কিনিয়া আন।'

স্মিথ দোকানের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর এক কাপিও নাই কর্ত্তা ! গরম গরম ফুলুরীর মত সব উঠিয়া গিয়াছে।" (they went like hot cakes.)

যাহা হউক, স্মিথ আরও কয়েকখানি দোকানে ঘুরিয়া অবশেষে হল্‌দে মলাটের একখানি পত্রিকা (yellow covered journal) কিনিয়া আনিল ; সে তাড়াতাড়ি কাগজখানির প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করিল, এবং মিঃ ব্লেককে বলিল, "কাগজ বিক্রয়ের জন্য ইহারা চমৎকার ফন্দী বাহির করিয়াছে কর্ত্তা ! ইহারা কুড়িজন লোককে পল সাইনসের মত চেহারায় সজ্জিত করিয়া আজ বেলা বারটা হইতে একটা পর্য্যন্ত পথে বাহির করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের পকেটে একশত পাউণ্ডপূর্ণ এক একটি থলি থাকিবে। সেই টাকাগুলি তাহারা পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যেই পকেটে রাখিবে।—আপনি এই কাগজ একখানি কিনিয়া-লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, এবং তাহা 'একজনের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি কি পল সাইনস্ ?'—যদি আপনি তাহাকে সাইনস্ বলিয়া সন্দেহ করেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পাঁচ পাউণ্ডের একখানি খাসা আন্‌কোরা নোট বাহির করিয়া দিবে।" (hand you a nice new five-pound note.)

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, "কাগজের ব্যবসাটা জম্‌কাইয়া তুলিবার জন্য এ আবার কি রকম ফিকির রে বাবা ! উহারা ফৌজদারীর আসামী পল সাইনস্‌কে লইয়া টানাটানি করিতেছে কেন ?—কাজটা বে-আইনী, ইহা কি

উহারা বুঝিতে পারিতেছে না? এ রকম চালবাজি সরকার হইতে অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু ঐ যে কাগজ—‘হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড’—উহার সম্পাদক তোমার সঙ্গে একমত হইবে কি না সন্দেহ, কুট্‌স!—সে এই সংখ্যাতে আত্ম-সমর্থনের জন্য যাহা লিখিয়াছে—তাহা অযৌক্তিক নহে। সে বলিতেছে—এই কার্য্যে পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জন সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, এবং সাইনসের চেহারার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে। তাহারা এই কার্য্যে পুলিশকে সাহায্যই করিবে, এবং নকলের পরিবর্ত্তে আসল সাইনস্‌ একদিন ধরা পড়িতেও পারে। ঝোপে ঝোপে নেক্ড়ে খুঁজিতে খুঁজিতে কোনও ঝোপে আসল নেক্ড়ে দেখিতে পাওয়াই সম্ভব। আর যদি সে ধরা পড়িবার ভয়ে বাহিরে না আসে—তাহা হইলে তাহার অত্যাচারের আশঙ্কাও হ্রাস হইবে। কেহই তাহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না, এবং যে ব্যক্তি তাহার চেহারার সর্ব্বাপেক্ষা অনুরূপ চেহারার লোককে প্রশ্ন করিবে—সে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে; এজন্য তাহার ঠিক চেহারার দিকেই সকলের লক্ষ্য থাকিবে। যে কুড়িজন সাইনস্‌ সাজিবে—তাহাদের সকলেরই ছদ্মবেশ নিখুঁত হইবে—ইহা অবশ্যই আশা করা যায় না।”

মিঃ ব্লেক নতমস্তকে কয়েক মিনিট কাগজখানি দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, “এই দেখ ইহারা পল সাইনসের একখানি ফটোও প্রকাশ করিয়াছে;—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে পল সাইনসের যে ফটো লওয়া হইয়াছিল—ইহা সেই ফটোর অবিকল প্রতিকৃতি।—এই ফটোতে অসাধারণত্ব নাই, এরূপ চেহারার দুই এক ডজন লোককে প্রতিদিন পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যায়।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “কিন্তু পল সাইনস্‌ একজনের অধিক নাই; যদি হাজার লোক তাহার ছদ্মবেশে পথে বাহির হয়—তাহা হইলেও আমি আসল লোকটিকে তাহাদের ভিতর হইতে চিনিয়া বাহির করিতে পারিব। কাগজ-ওয়ালারা যে ফন্দি খাটাইয়াছে তাহা নিতান্ত মন্দ বলিয়া মনে হইতেছে না! পল সাইনস্‌ যাহাতে ধরা পড়িতে পারে—এ বিষয়ে পুলিশ ইহা দ্বারা কতকটা সাহায্য পাইবে না কি।”

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটু আগে তুমি অন্য সুর বাহির করিয়াছিলে! আসল সাইনস্ ইহাদের এই ব্যবস্থায় উপকৃত হইবে বলিয়া কি তোমার মনে হয় না? পুলিশের কাজ আরও কঠিন হইবে না,—এ কথা কি জোর করিয়া বলিতে পার?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তোমার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার কথার মর্ম্ম এই যে, পল সাইনসের চেহারায় এত লোক লণ্ডনের পথে পথে বিচরণ করিবে যে, আসল সাইনস্ সেই দলে মিশিয়া সরিয়া পড়িলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা অসাধ্য হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভ্রূভঙ্গী করিয়া ওষ্ঠ প্রান্ত এ ভাবে কুঞ্চিত করিলেন যে, তাঁহার গোঁফ সজারুর মত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। (his moustache bristled like a hedge-hog.) তিনি অসাহস্কু ভাবে বলিলেন, "বটেই ত, ওকথা আমার মনে হয় নাই; পুলিশ সারাদিনে কতগুলা সাইনস্‌কে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিবে? তাহাদের কাজ বিস্তর বাড়িয়া যাইবে না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, পুলিশ সারাদিন 'ঝোপে ঝোপে নেকড়ে' দেখিবে, এবং তাহাদিগকে পালে পালে গ্রেপ্তার করিয়া শেষে এরূপ বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হইবে যে (they will get so sick and tired of doing it.) আসল সাইনস্ তাহাদের পাশ দিয়া নিরাপদে প্রস্থান করিবে। তাহার প্রতি আর তাহাদের লক্ষ্য থাকিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তুমি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছ ব্লেক! এই অদ্ভুত হুজুকের সঙ্গে পল সাইনস্ বা তাহার কোন অনুচরের সংস্রব থাকা কি সম্ভবপর বলিয়া তোমার মনে হয় না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনস্ বা তাহার দলের লোকেরাই কোন দুরভিসন্ধিতে এই নূতন হুজুকের সৃষ্টি করিয়াছে—এ কথা নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন; তবে এই নূতন কাগজের মালিককে সতর্কভাবে দুই একটী প্রশ্ন করা অসঙ্গত হইবে না। পল সাইনস্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এই যে কৌশলপূর্ণ অনুষ্ঠানের অবতারণা হইয়াছে—ইহা রহিত করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য

বলিয়াই আমার মনে হয় কুট্‌স ! হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডের অনুষ্ঠাতারা তাহাদের কাগজের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য (to advertise the paper) যে সকল লোককে সাইনসের ছদ্মবেশে সাজাইয়া পথে বাহির করিয়াছে—তাহাদের সকলকে ফিরাইয়া লইবার জন্য উহাদিগকে বাধ্য করাই উচিত।—উহারা পুলিশের কর্ত্তব্য পালনে বাধা দিতেছে—(obstructing the police in the execution of their duty.) এই অভিযোগে উহাদের আরব্ধ কার্য্য বন্ধ করিতে পার।—ও আবার কি ? কি হইল তোমার ?”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ এভাবে লাফাইয়া উঠিলেন যেন কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিয়াছিল ! তাঁহার দুই চক্ষু যেন অক্ষি-কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল ; তিনি উত্তেজিত ভাবে মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, “ব্লেক, দেখ দেখ ! ঐ লোকটা দোকানের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া আছে—দেখিয়াছ ? ঐ লোকটাই আসল পল সাইনস্ ; উহার ছদ্মবেশ যেন সোনার উপর গিল্‌টি ! আমি উহাকে ঠিক চিনিয়াছি।”

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

কুট্‌সের ভাগ্যে পাঁচ পাউণ্ড

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দোকানের সম্মুখস্থিত যে লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলী প্রসারিত করিলেন, মিঃ ব্লেক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই লোকটির মুখের দিকে চাহিলেন। দশ বার গজ দূরে একখানি জহরতের দোকান ছিল,—একজন লোক সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানালাস্থিত জহরতগুলি পরীক্ষা করিতেছিল, তাহার মাথায় রেশমীবস্ত্র-মণ্ডিত টুপি, হাতে গজদন্তের হাতলের ছাতা, উভয় হস্ত দস্তানায় আবৃত। তাহার মুখে দাঁড়ি গোঁফ ছিল না; মুখ বিবর্ণ; বার্দ্ধক্যভরে তাহার দেহ ঈষৎ কুব্জ।

তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লোকটা যে পল সাইনস্—ইহা তিনিও অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, উহার মুখ দেখিলেন কি? আপনার কি মনে হইল? আমারও বিশ্বাস—ঐ লোকটাই আসল সাইনস্; ও সাইনস্ ভিন্ন ছদ্মবেশী অন্য লোক নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "হাঁ, ঐ লোকটাই পল সাইনস্। যদি আমার কথা মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমার কান মলিয়া দিও ব্লেক। সেপ্টিমস্ কস্ আজ জেলখানায় আমাকে বলিয়াছিল—পলি সাইনস্‌কে আজ লণ্ডনের পথে হাঁটিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে। তাহার এ কথা মিথ্যা নহে। আমি এই মুহূর্ত্তেই পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিব। তুমি এখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে পথ পার হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত লোকটি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার ঠিক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সেই

লোকটির দৃষ্টি তখনও জহরতের দোকানের বাতায়নে সন্নিবদ্ধ। একখানি থালায় কয়েকটি স্বর্ণমণ্ডিত ও হীরক-রত্ন খচিত ঘড়ি (wrist watches) সজ্জিত ছিল; সে কৌতুহল ভরে সেই ঘড়িগুলি দেখিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গ্রেপ্তারের ভঙ্গিতে তাহার স্কন্ধে আচম্বিতে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন, "রকম কি হে পল সাইনস্? বেশ!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের এই সম্ভাষণে লোকটির ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না; তাহার মুখে ভয় না বিস্ময়ের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। সে ধীরে ধীরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কঠোর গম্ভীর ক্রূর নেত্রের উপর ভাবসংস্পর্শহীন অচঞ্চল নীল চক্ষু-তারকা স্থাপিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিল, তাহার পর তাঁহার হাতের পীতবর্ণ কাগজখানি লক্ষ্য করিয়া যেন ঈষৎ বিরক্তিভরে মাথা নাড়িল, এবং অস্ফুট স্বরে বলিল, "কথাগুলি যে ভাবে আপনার বলা উচিত ছিল—আপনি তাহা সে ভাবে বলেন নাই; আপনি কাগজখানি কিনিয়াছেন, কিন্তু কি ভাবে প্রশ্ন করিতে হয়—তাহা কি লক্ষ্য করেন নাই? আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল—'তুমি কি পল সাইনস্?'—তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনি বলিলেন, 'রকম কি হে পল সাইনস্?'—যাহা হউক, আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় নিয়মের যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন, আপনার এই ত্রুটি আমি উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন আপনার আরও একটু ত্রুটি হইয়াছে; ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই আপনার ভাগ্য-পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছেন।—বারটা বাজিবার পূর্ব্বে আপনার আসা উচিত হয় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ তাহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন; লোকটি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল—বারটা বাজিয়া দুই মিনিট অতীত হইয়াছে।—সে ঘড়িটি পকেটে রাখিয়া বলিল, "হাঁ, বারটা বাজিয়া গিয়াছে; সুতরাং আপনি নির্দ্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। আমি আমাদের কাগজের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি—আপনি এত শীঘ্র আমাকে পল সাইনসের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া

চিনিতে পারিবেন ইহা আশা করি নাই। আপনার চেষ্টা সফল হইয়াছে, সুতরাং 'হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ডে'র প্রতিশ্রুত পুরস্কার আপনার প্রাপ্য।"

লোকটি পাঁচ পাউণ্ডের একখানি নোট বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুঠার ভিতর গুঁজিয়া দিল।—কুট্‌স হতবুদ্ধি হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই নোটখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।—পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রচুর পুরস্কার লাভের আশা ছিল; ধরা পড়িয়া পল সাইনস্‌ই তাঁহাকে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দিল? অদ্ভুত! অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স লোকটির দস্তানা ঢাকা হাতের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি পল সাইনস্‌ বলিয়া যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিলেন—তাহার বাঁ-হাতের দু'টি আঙ্গুল নাই দেখিলেন। তাহার বাম হস্তে তিনটিমাত্র অঙ্গুলী বর্ত্তমান!—এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পল সাইনস্‌ নহে। সে 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড' নামক নব-প্রকাশিত পত্রিকার কোন প্রতিনিধি, পল সাইনসের ছদ্মবেশধারী কোন কর্ম্মচারী। তাহাকে পল সাইনস্‌ বলিয়া সন্দেহ করা অত্যন্ত লজ্জাজনক ভ্রম—ইহা বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "কি বিড়ম্বনা! আমি ভাবিয়াছিলাম—তুমিই পল সাইনস্‌!"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "তোফা! আমার ছদ্মবেশের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রশংসাপত্র পাইবার আশা করি নাই দারোগা সাহেব! নমস্কার!"—লোকটি তৎক্ষণাৎ একখানি চলন্ত ব'সে লাফাইয়া উঠিয়া ব'সের আরোহীগণের ভিতর বসিয়া পড়িল। ব'সখানি তাহাকে লইয়া পিকাডেলী সার্কাস অভিমুখে ধাবিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতভম্বভাবে পথের অন্য ধারে মিঃ ব্লেক ও স্মিথের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অপদস্থ ভাব দেখিয়া স্মিথ হাসি চাপিতে না পারিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল, মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আসামী পাকড়াইলে না কুট্‌স?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিব্রতভাবে বলিলেন, "এমন ঝক্‌মারীতেও মানুষ পড়ে? লোকটা ছদ্মবেশধারণে পাকা ওস্তাদ! প্রথমে দেখিয়া আমি উহাকে পল সাইনস্‌ বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিলাম,—অবিকল সেই চেহারা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, দূর হইতে দেখিয়া উহাকে পল সাইনস্‌ বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু নিকটে গিয়া প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ভ্রম বুঝিতে পারা যাইত; বিশেষতঃ পল সাইনসের বাঁ হাতের কোন আঙ্গুল কাটা ছিল না।"

স্মিথ বলিল, "আপনার ত আক্ষেপের কারণ কিছুই নাই; আপনি ফাঁকি দিয়া পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার আদায় করিয়াছেন, অথচ যে কাগজ দেখাইয়া নোটখানি পাইলেন, সেই কাগজখানা পর্য্যন্ত আপনাকে কিনিতে হয় নাই! কাগজখানা লইয়া এবার আমি ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এবার আমার পালা।" (It's my turn next.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নোটখানি পকেটে ফেলিয়া বলিলেন, "এ টাকায় আমাদের তিনজনের একরাত্রির খানার জোগাড় হইবে; কিন্তু ব্লেক! তোমার কথাগুলা খুব সঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। ঐ রকম কুড়িজন লোক পল সাইনসের ছদ্মবেশে লণ্ডনের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলে লণ্ডনের পুলিশ প্রহরীদের দলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এক সাইনসে রক্ষা নাই, এককুড়ি সাইনস্‌ লণ্ডনের বিভিন্ন পথে ভ্রাম্যমান! বাপ্‌! লণ্ডনে শান্তি শৃঙ্খলা কিছুই বজায় থাকিবে না। উহাদের মতলবের মধ্যে বিলক্ষণ বদমায়েসী আছে—এবিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নাই। এই হৈ-চৈ কাণ্ডের আফিসটা কোন্‌ দিকে?"

স্মিথ কাগজখানি পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়াছিল, সে তাহা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এই যে ঠিকানা আছে,—নিউটন ষ্ট্রীট—ষ্ট্র্যাণ্ড।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার পাশে বসিলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে স্মিথ বলিল,

"এ রকম হুজুক অল্প দিনের মধ্যে আপনারা দেখিয়াছেন কি? পথ দিয়া যত লোক যাইতেছে—তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের হাতে এক একখানি 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড!' পল সাইনসের ফটোর সঙ্গে যাহাদের চেহারার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য আছে—তাহাদিগকেই উহারা চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—'তুমি কি পল সাইনস্?'—ঐ দেখুন একজন কনষ্টেবল একজন পথিককে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; অথচ যে কোন অন্ধজনেও বলিতে পারে—ও লোকটা সাইনস্ নহে।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন পল সাইনসের চাতুর্য্য-জাল ভেদ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; তাহার ফন্দী ফিকির সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড' নামক পত্রিকার বিপুল প্রচারের জন্য যে কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার মূলে কোন দুরভিসন্ধি আছে—ইহা জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে না বটে, কিন্তু পল সাইনস্ কোন গুপ্ত দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই নূতন কাগজ প্রচারের ছলে এই হুজুকের সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলেই কাগজখানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "পুলিশকে অপদস্থ ও বিব্রত করিয়া পল সাইনসের স্বাধীনভাবে ও অসঙ্কোচে গমনাগমনের ব্যবস্থা করিবার জন্যই এই কাগজখানির আবির্ভাব! পুলিশ ভ্রমক্রমে একদল লোককে পল সাইনস্ মনে করিয়া গ্রেপ্তার করিবে; কিন্তু তাহার ফলে তাহাদিগকে অপদস্থ হইতে হইবে। তখন কাহাকেও দেখিয়া সাইনস্ বলিয়া ধারণা হইলেও পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া সঙ্গত মনে করিবে না। যাহা হউক, এই অদ্ভুত কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। কাজটা তেমন কঠিন হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "নিউটন ষ্ট্রীটের একটা পুরাতন অট্টালিকার তেতালায় তাহার আফিস। তাহার আফিসে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করা কঠিন হইবে না। আমি ভাবিতেছি—সম্পাদকটি পল সাইনসের আর এক পুত্র নয় ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না ; তবে পল সাইনস্‌কে ততদূর নির্ব্বোধ মনে করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।"

তাঁহারা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন।—তেতালার একটি প্রশস্ত কক্ষে একটি যুবতী একটা 'টাইপ-রাইটারের' সম্মুখে বসিয়া 'খটা-খট্' শব্দে একখানি চিঠি 'টাইপ' করিতেছিল। সেই কক্ষের এক কোণে একটি বালক কতকগুলি লেফাপা আঁটিতেছিল ; এবং তাহার কিছু দূরে একটি দীর্ঘদেহ যুবক একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া, কানে পেন্সিল গুঁজিয়া প্রুফ দেখিতেছিল। টেবিলখানি নানা প্রকার কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—যুবকটি ইংরাজ নহে, মার্কিন মুলুকের আমদানী !

যুবকটি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "ওয়াল্ ! অচেনা মহাশয়েরা কি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমি—কি বলে—'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড' নামক নূতন হুজুকে কাগজের—ওর নাম কি—সম্পাদকের দর্শনপ্রার্থী।"

যুবক বলিল, "সম্পাদকের দর্শনপ্রার্থী ? তাঁহার দর্শন লাভ দুর্ঘট নহে, যেহেতু 'অহং' সেই ব্যক্তি—অর্থাৎ সম্পাদক, এবং আমার নাম কেনী—মিল্‌ট-ই কেনী।—শুনিলেন ত আমিই সম্পাদক ; এখন বলুন আমাকে দেখিতে আসিবার কারণ কি ? তাহার পর আস্তে আস্তে খসিয়া পড়ুন, কারণ আজ এখন পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সরোষে বলিলেন, "তোমার সম্পাদকীয় স্তম্ভ চুলোয় যাক্। তুমি সম্পাদক, তোমাদের কাগজের মালিক কে ?"

যুবক বলিল, "স্বত্বাধিকারী কে, তাহাও জানিতে চান ?—আপনার কৌতূহল যে—ওর নাম কি—বেজায় রকম বেশী ! তা আপনার এই কামনা পূর্ণ করিতেও আমার আপত্তি নাই ; আমি মিল্‌ট-ই কেনী এই কাগজের সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী।—একাধারে আমিই সব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমি একজন পুলিশ অফিসার। আমার এখানে আসিবার কারণ—"

কেনী কাগজ কাটিবার নিকেলের লম্বা ছুরীখানি তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তবে কি আমার আর একজন অনুচরও পুলিশের মুঠার ভিতর পড়িয়াছে? পল সাইনস্‌কে লইয়া আমরা যে চালটি চালিয়াছি, তাহাতে আমাদের কাগজ সত্যই চারি দিকে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। এ বড়ই সু-সংবাদ! কিন্তু গত আধ ঘণ্টা হইতে পুলিশের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমি যে লবেজান হইলাম দারোগা সাহেব!—ফোন মুখে লইয়া কেবলই আমাকে জবাবদিহি করিতে হইতেছে আমি বলিয়াছি—পল সাইনস্ আমাদের আফিসে চাকরীতে বাহাল হয় নাই; কোন দিন সে আমাদের চাকর ছিল না—সম্পাদকীয় বিভাগেও নয়, বিজ্ঞাপন বিভাগেও নয়। পুলিশ দেখিতেছে—তাহার মত চেহারার লোককে সাইনস্ সন্দেহে ধরিলেই তাহার নিকট হইতে পাঁচ পাউণ্ডের নোট বকশিস্ মিলিতেছে! কিন্তু সাইনসের সহিত তাহাদের চেহারার সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের একজনও পল সাইনস্ নহে। কাগজখানাকে দাঁড় করাইবার জন্য যে ফিকির খাটাইয়াছি—তাহা সফল হইয়াছে দেখিতেছি;—চারি দিকে সত্যই 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড' আরম্ভ হইয়াছে বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তা' হইয়াছে বটে; কিন্তু আমি তোমাকে একটু সতর্ক করিতে আসিয়াছি। যদি তুমি পল সাইনস্‌কে লইয়া এই রকম হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড চালাইতে থাক—তাহা হইলে তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। (you're going to get yourself into serious trouble.) আমরা তোমাকে সদলে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিব; তোমরা পথে অবৈধ জনতা ঘটাইয়া শান্তিভঙ্গ ও দাঙ্গার সূচনা করিতেছ বলিয়া অভিযুক্ত হইবে। তোমাদের কার্য্যে রাজপথে সাধারণের গমনাগমন বন্ধ হইতেছে। এজন্য আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি। যদি তোমার ঘটে এক বিন্দু বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে আমার উপদেশে তুমি কর্ণপাত করিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া সম্পাদক-প্রবরের চক্ষুতে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট হইল। সে যে কাগজ-কাটা ছুরীখানি হাতে লইয়া আন্দোলিত

করিতে করিতে ইনস্পেক্টর কুট্‌সের কথাগুলি শুনিতেছিল—সেই ছুরী সে ক্রোধ ভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি! কি বলিলে? তোমার উপদেশে আমাকে কর্ণপাত করিতে হইবে? আমি যে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আমার কাগজখানিকে জাঁকাইয়া তুলিতেছি, যেরূপ চটকদার বিজ্ঞাপন এই ফ্লীট ষ্ট্রীটের কোন সম্পাদকের মাথায় গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে স্থান পায় নাই; সেই বিজ্ঞাপন আমি তোমার তাড়ায় বন্ধ করিব? তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ দারোগা সাহেব? আমি তোমার হুমকীতে ভয় পাইব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "হাঁ, বিজ্ঞাপন-প্রচারের কৌশলটা খুব চটকদার বটে, বিলক্ষণ ফন্দীপূর্ণ, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু এই ফন্দীটা কি তোমার মাথা হইতে বাহির হইয়াছে—না কেহ তোমাকে ইহা শিখাইয়া দিয়াছে?"

সম্পাদক বলিল, "হাঁ, আলবৎ আমার মাথায় গজাইয়াছে।—বিজ্ঞাপনের কৌশলে কাগজগুলা কি ভাবে বিক্রয় হইতেছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? কাল সকালে আমি কুড়ি লাখ কাগজ বিক্রয়ের আশা করিতেছি। এরূপ অব্যর্থ ফন্দী আমি আর কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়াছি—ইহাই কি তোমাদের বিশ্বাস?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কোন কথা না বলিয়া নতমস্তকে মিঃ ব্লেকের পায়ের দিকে চাহিলেন। তিনি দেখিলেন—সম্পাদক-নিক্ষিপ্ত কাগজ-কাটা নিকেলের ছুরী-খানা মিঃ ব্লেক মেঝের উপর হইতে তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া জুতার সুকতলার উপর রাখিলেন, তাহার পর জুতা পরিয়া ফিতা বাঁধিলেন।

মিঃ ব্লেক চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "এরূপ অব্যর্থ ফন্দী তুমি আর কাহারও নিকট লাভ করিয়াছ কি না তাহা তুমি ত নিজেই জান; তবে যদি আমাদের বিশ্বাসের কথা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাও তোমাকে বলিতে বাধা নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই ফন্দীটি তুমি চতুর-চূড়ামণি পল সাইনসের নিকট লাভ করিয়াছ।"

মুহূর্ত্তের জন্য সম্পাদকের চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ অবজ্ঞাভরে বলিল, "কে জানিত যে তোমরা এ রকম নিরেট! সাইনস্‌

যাহাতে সহজে ধরা পড়ে—এই উদ্দেশ্যেই আমি পুলিশকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছি ; আর তুমি আমাকেই তাহার দলের লোক ভাবিয়া সন্দেহ করিতেছ, আবার ভয়ও দেখাইতেছ ! পুলিশের অপার মহিমা !"

মিঃ ব্লেক সহজ স্বরে বলিলেন, "তুমি বাজে কথায় আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না। তুমি যে প্রণালীতে কাজ করিতেছ—ইহাতে সাইনসের অপকার না হইয়া উপকার হইবে, এবং পুলিশ যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিবে ; সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিবে।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কেনীর হাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তিনি যাহাদিগকে সাইনসের দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহাদের প্রত্যেকের হাত দেখিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন—সাইনসের প্রত্যেক পুত্রের বামহস্তে উল্কীদ্বারা নেকড়ের মস্তক অঙ্কিত আছে। বিশেষতঃ, পল সাইনসের জীবিতবিশিষ্ট পুত্রেরা কোথায় কি ভাবে বাস করিতেছিল—তাহা তিনি জানিতেন না।

মিঃ ব্লেক সম্পাদকের হাতে উল্কী-চিহ্নের সন্ধান পাইলেন না। সুতরাং সে পল সাইনসের পুত্র নহে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের কথাগুলি শুনিয়া নীরব রহিল দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিচলিত স্বরে বলিলেন, "হুম ! আমার বন্ধুর কথা তোমার বোধ হয় ভাল লাগিল না ; বোবার শত্রু নাই ভাবিয়া মুখ বুঁজিয়া বসিয়া আছ ! কিন্তু আমি তোমাকে বলিয়া যাইতেছি—যদি তুমি ঐ রকম ইস্তাহার বন্ধ না কর—ঐ ভাবে পল সাইনসের পলায়নে সাহায্য কর—তাহা হইলে আমরা আইনের সাহায্যে তোমার বুজরুকি বন্ধ করিয়া দিব। তোমাদের কোন অনুচরকে পল সাইনস্ সাজাইয়া পথে আর বাহির করিতে পারিবে না।"

সম্পাদক বলিল, "তোমার এই হুকুমই বল, আর অনুরোধই বল—আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলাম ; আমি আমার কাগজের প্রচার বৃদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা বে-আইনিও নয়, অসঙ্গতও নয়। আমার কার্য্য-প্রণালী সম্পূর্ণ বৈধ। তোমাদের কোন কোন প্রধান সংবাদ-পত্র এই প্রণালীতে পসার

জমকাইয়া আজ প্রচুর অর্থ ও মান সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াছে। যদি এই ব্যাপার লইয়া কোন বিভ্রাট ঘটে বা শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা হইলে এই দারোগা আর মিঃ ব্লেক তুমিও সে জন্য দায়ী হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে কি তুমি চেন?"

সম্পাদক বলিল, "ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেককে যে না চেনে—লণ্ডনে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। হাঁ, ইংলণ্ডের সকল সম্পাদকই রবার্ট ব্লেককে চেনে। আমরা তোমার নিকট পল সাইনসের দুঃসাহস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাইবার আশা করিতে পারি কি?—প্রবন্ধটিতে এক হাজারের অধিক শব্দ থাকিবে না। তাহার জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, "তোমার কাগজে আমরা প্রবন্ধ লিখিব! তোমার স্পর্দ্ধা ত অল্প নয়! আমরা এখন চলিলাম; কিন্তু স্মরণ রাখিও—এই ভাবে তোমার কাগজের বিজ্ঞাপন-প্রচার বন্ধ না করিলে তোমার বিপদ অনিবার্য্য। আমি তোমার দলের প্রত্যেক লোককে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিব, এবং তুমি যে ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছ—ঐ ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করিব।"

সম্পাদক বলিল, "তোমার যাহা সাধ্য করিও; আমাকে ওভাবে ভয় দেখাইয়া কোন ফল হইবে না। চালবাজি ছাড়িয়া দিয়া দুই একখান কাগজ কিনিয়া একবার নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখ,—পাঁচ পাঁচ পাউণ্ড লাভ হইতেও পারে। আমরা দুই হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছি—তাহা বোধ হয় বিজ্ঞাপনেই দেখিয়াছ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ সক্রোধে বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি; তোমাদের এই জুয়াচুরী ও ধাপ্পাবাজি আমি আজই বন্ধ করিয়া দিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ সবেগে সম্পাদকের আফিস পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিলেন এবং মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "বড় সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ না করিলে চলিতেছে না ব্লেক! এই ইয়াঙ্কিটা সম্পাদক বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। লোকটাকে তুমি চেন কি?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না; তবে উহাকে পূর্ব্বে কোথায় যেন দেখিয়াছি—এইরূপ মনে হইতেছে! (I've got a vague idea that I've seen him somewhere before.) কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছিলাম—তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না; সম্ভবতঃ ফ্লীট ষ্ট্রীটেই দেখিয়া থাকিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "উহার কাগজকাটা ছুরীখান টেবিল ডিঙ্গাইয়া মেঝের উপর পড়িবামাত্র তাহা জুতার ভিতর চালান করিলে! ইহার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অঙ্গুলী-চিহ্নের পরীক্ষা। কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; দাঁড়াও, ছুরীখান বাহির করি।"—তিনি জুতা খুলিয়া ছুরীখানি জুতার ভিতর হইতে বাহির করিলেন, এবং তাহা একখানি রুমালে মুড়িয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাতে দিয়া বলিলেন, "এখানি তোমাদের আফিসে লইয়া যাও। কেনীর অঙ্গুলী-চিহ্ন তোমাদের আফিসের খাতায় আছে কি না মিলাইয়া দেখিও। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রুমাল-মোড়া ছুরীখানি পকেটে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেই অদূরে একটি লোককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি সান্দগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই লোকটি ফ্লীট ষ্ট্রীট হইতে সেই দিকে আসিতেছিল। পল সাইনসের চেহারার সহিত তাহার চেহারার বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কিছুকাল পূর্ব্বে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে যে লোকটির নিকট পাঁচ পাউণ্ডের নোট পাইয়াছিলেন, এ ঠিক সেই লোক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; পরিচ্ছদও সেইরূপ। কিন্তু ইহার হাতে ছাতা বা আঙ্গুল কাটা ছিল না।

স্মিথ লোকটিকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এ লোকটা কি পল সাইনস্, না তাহার ছদ্মবেশে অন্য কেহ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া আগন্তুকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি পল সাইনস্?"

আগন্তুক বাতাসে মাথা ঠুকিয়া তাহার কোটের বোতাম খুলিয়া সার্টে আঁটা ধাতুনির্ম্মিত একখানি পদক দেখাইল; তাহার উপর লেখা ছিল—"হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড।" অনন্তর সে নিম্নস্বরে বলিল, "হাঁ, তুমি পুরস্কার লাভের যোগ্য বটে, কিন্তু

পুরস্কার লইতে হইলে আজকার 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড' দেখাইতে হইবে, সেই কাগজখানি তোমার বাহির করা উচিত ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পকেট হাতড়াইয়া কাগজ পাইলেন না, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কাগজখানি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি।"

তিনি কাগজখানি স্মিথের অনুরোধে তাহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। স্মিথ তাহা লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিল; কিন্তু ট্যাক্সি হইতে নামিবার সময় তাহা সঙ্গে লইতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

আগন্তুক বলিল, "তোমার দুর্ভাগ্য! আজকার তারিখের কাগজ দেখাইতে না পারিলে তুমি পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে না। তোমার প্রশ্ন অসঙ্গত হয় নাই, কিন্তু কাগজের অভাবে পুরস্কারে বঞ্চিত হইলে; আশা করি ভবিষ্যতে তোমার ভাগ্যে পুরস্কার মিলিবে।"

লোকটা পাশ কাটাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ক্ষুব্ধভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িলেন।

স্মিথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "বুদ্ধির দোষে পাঁচ পাউণ্ড হাতছাড়া হইল!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আসল কি নকল তাহা ঠাহর হইল না!"

তৃতীয় প্রসঙ্গ

পিতার আদেশ

পল সাইনস্ নদীতীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া চেয়ারিংক্রশ অভিমুখে চলিতে লাগিল; সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতেছিল; সাফল্য-গর্ব্বের হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের ন্যায় মহাশত্রুর শ্যেনদৃষ্টিকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে (in order to deceive the eagle-eye of his deadly enemy.) সে ছদ্ম-বেশ ধারণের সময় কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক চেহারার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। সে গালের ভিতর রবারের পুঁটুলি (rubber pads) পুরিয়া দিয়াছিল, এবং একপাটী বৃহদাকার কৃত্রিম দন্তও ব্যবহার করিয়াছিল। সে দক্ষিণ দিকের চুয়ালের উপর চর্ব্বিদ্বারা একটি লাল এঁচুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ দূর হইল না; সে আসল কি জাল সাইনস্ তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

সাইনস্ ট্রাফাল্গার স্কোয়ারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দুইজন লোক পর পর তাহার গতিরোধ করিল, এবং কাগজ দেখাইয়া বলিল, "তুমি কি পল সাইনস্?"—সে দুইবার সংবাদ-পত্রের নিয়োগ-চিহ্ন দেখাইয়া ও প্রত্যেককে পাঁচ পাউণ্ডের নোট পুরস্কার দিয়া মুক্তিলাভ করিল। অবশেষে নীল পরিচ্ছদধারী একজন পুলিশম্যান তাহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল, এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল, "মহাশয় আমার ধৃষ্টতা মাফ্ করিবেন, কিন্তু—"

পল সাইনস্ তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "দেখ কনষ্টেবল, আজ সকাল হইতে পর পর ছয়বার আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কিন্তু এই দেখ আমার চাকরীর চিহ্ন। ইহা দেখাইয়া প্রত্যেক বার আমি মুক্তিলাভ

করিয়াছি। ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। এখন বেলা একটা বাজে, আমার কাছে আর একখানি মাত্র পাঁচ পাউণ্ডের নোট অবশিষ্ট আছে; তোমার কাছে যদি আজকার এক কাপি 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড' থাকে, তাহা তুমি দেখাইতে পারিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।"

কন্‌ষ্টেবল তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত পুরিয়া হল্‌দে মলাটের একখানি কাগজ বাহির করিল; পল সাইনস্‌ সেই কাগজখানি দেখিয়া, তাহার হাতে পাঁচ পাউণ্ডের একখানি নোট গুঁজিয়া দিল, এবং হাসিয়া বলিল, "হৈ--হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডের সম্পাদকের সসম্মান উপহার গ্রহণ কর।"

কন্‌ষ্টেবলটা আনন্দে অভিভূত হইয়া হা' করিয়া সেই নোটখানি দেখিতে লাগিল; খবরের কাগজ দেখাইতেই পাঁচ পাউণ্ড বকশিস্‌ মিলিল, ইহা কি অল্প ভাগ্যের কথা!—পল সাইনস্‌ তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া দূরে প্রস্থান করিল।

পল সাইনস্‌ অদৃশ্য হইলে কন্‌ষ্টেবলটা নোটখানি পকেটে ফেলিয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য! দুই পেণীর কাগজ দেখাইলেই যদি পাঁচ পাউণ্ড পাওয়া যায়—তাহা হইলে আমি এই কাগজ কিনিবার জন্য প্রত্যহ দুই পেণী খরচ করিতে রাজী আছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকটা আসল পল সাইনস্‌ নয়। সে আসল পল সাইনস্‌ হইলে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এ রকম শত শত পাঁচ পাউণ্ডের নোট বকশিস্‌ পাইতাম!"

পল সাইনস্‌ আরও কিছু দূরে গিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল, এবং ধূমপান করিতে করিতে মনে মনে বলিল, "অতি চমৎকার কৌশল খাটাইয়াছি! বিপদের আশঙ্কা অল্প ছিল না; কিন্তু সে ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারিয়াছি। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও গোয়েন্দা ব্লেক—দু'জনেরই চোখে ধূলা দিয়াছি। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড একদল নির্ব্বোধের আড্ডা! (Scotland Yard is a hot-bed of fools.) আমার মনে হয় উহাদের অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা (ignorance and stupidity.) জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এইভাবে চেষ্টা করা আমার সময়ের অপব্যয় মাত্র। আজ রাতটুকু কাটিবার পর রাজধানীর সমগ্র পুলিশ-

বাহিনী সমস্ত পৃথিবীর নিকট হাস্যাস্পদ হইবে, (will be the laughing-stock of the world) এবং পল সাইনসের নাম প্রত্যেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে।”

মুহূর্ত্তের জন্য পল সাইনসের চক্ষু ক্রোধে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল; কিন্তু সে মানসিক উত্তেজনা দমন করিয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তখন বেলা একটার পর পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছিল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। পল সাইনস্ জানিত—এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে চলিতে চলিতে একখানি ট্যাক্সি পল সাইনসের সম্মুখে আসিয়া থামিল। শকট-চালক পথের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাইনস্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেই পথে দেখিতে পাইল না; তখন সে গাড়ী হইতে মাথা বাড়াইয়া সাইনসের মুখের দিকে চাহিল। সাইনস্ পথের কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

শকটচালক তৎক্ষণাৎ তাহার গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। পল সাইনস গাড়ীর ভিতর বসিয়া নব বেশে সজ্জিত হইল; অবশেষে গাড়ী যখন বাকিংহাম প্রাসাদের দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল—তখন পল সাইনসের কোট ও টুপি উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইল; তাহার মাথার পাকা চুলের উপর লম্বা পরচুলা কালো চুলের নিশান উড়াইতে লাগিল, এবং তাহার নাকের ডগায় সোনা-বাঁধান চশমার আবির্ভাব হইল। মুহূর্ত্ত-পরে তাহার অধরের নীচে (beneath the lower lip) একদলা দাড়ি এরূপ ভঙ্গিতে আঁটিয়া বসিল যে, সাইনস্ তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি;—তাহাকে পল সাইনস্ বলিয়া চিনিবার কোন উপায় রহিল না!

পল সাইনস্ এই নূতন ছদ্মবেশে ট্যাক্সিতে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে লাগিল; তাহাকে দেখিয়া ইংরাজ বলিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। ট্যাক্সি তাহাকে লইয়া নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে একটি লৌহনির্ম্মিত ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সম্মুখেই কাচের ছাদবিশিষ্ট একটি প্রশস্ত অট্টালিকা। অট্টালিকার দ্বারে একখানি সাইন-বোর্ডে লেখা ছিল :—

"সুইফ ট্ সিওর মোটর ক্যাব কোম্পানী।
দিবা রাত্রি মোটর-গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়।"

প্রকাণ্ড গ্যারেজ; গ্যারেজের ভিতর বহুসংখ্যক শকট সংস্থাপিত। পল সাইনস্ যে গাড়ীতে এই গ্যারেজে প্রবেশ করিল—সেই গাড়ীখানি মাটীর নীচে বিদ্যুতালোকিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে অনেকগুলি শকট শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত ছিল। তাহাদের এক পাশে একখানি ভাঙ্গা গাড়ী; দুইজন মিস্ত্রী সেই গাড়ীখানি নিবিষ্ট চিত্তে মেরামত করিতেছিল। তাহারা পল সাইনসের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না। পল সাইনস্ গাড়ী হইতে নামিয়া হল-ঘরের ভিতর দিয়া কিছু দূরে চলিয়া গেল। সেই কক্ষের দেওয়ালে একটি 'সো-কেস' সংস্থাপিত ছিল; তাহার সম্মুখভাগ কাচ-নির্ম্মিত। সেই 'সো-কেসে' মোটর-গাড়ীর টায়ার, টিউব, হর্ণ, ল্যাম্প প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান পরিপাটীরূপে সজ্জিত ছিল।

পল সাইনস্ তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত ফ্রেমের এক অংশ স্পর্শ করিয়া একটি ক্ষুদ্র বোতামে আঙ্গুলের খোঁচা দিল; তৎক্ষণাৎ সেই 'সো-কেশ' তাহার কেন্দ্রস্থিত দণ্ডের উপর আবর্ত্তিত হইল। (revolved on a central pivot) সঙ্গে সঙ্গে একটি গুপ্তদ্বার বাহির হইয়া পড়িল। পল সাইনস্ সেই দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা রুদ্ধ করিল; তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে একটি চৌকা হল-ঘর বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল। সেই হল-ঘরের চতুর্দ্দিকে দ্বার; সেই সকল দ্বার দিয়া বাহিরে যাওয়া যাইত।

পল সাইনস্ সেই হল-ঘরে একটি ভৃত্যকে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কোট ও টুপি খুলিয়া তাহার হাতে দিল, তাহার পর মাথা হইতে লম্বা কাল পরচুলা খুলিয়া ফেলিয়া একটি দ্বার দিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষটি উক্ত হল-ঘরের সম্মুখে অবস্থিত। গ্যারেজটি দেখিলে অসাধারণ বলিয়া মনে হইত না, এবং তাহার নীচে এই সকল গুপ্ত কক্ষ ছিল তাহাও বুঝিবার উপায় ছিল না। সেখানে কয়েকটি 'ফায়ার-প্রুফ্ ট্যাঙ্ক' ছিল, তাহা পেট্রলে এবং মোটরে ব্যবহারোপযোগী তৈলে পূর্ণ ছিল। সেই কক্ষে যে

সকল ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, তাহা হইতে আলোক-রশ্মি নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছিল। লণ্ডনের পার্ক লেনে কোন কোটীপতির বাসভবন যেরূপ মূল্যবান আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত, পল সাইনসের এই বাস-কক্ষও সেই ভাবে সুসজ্জিত। সেই কক্ষের প্রত্যেক দেওয়ালে মূল্যবান চিত্রসমূহ শোভা পাইতেছিল; এতদ্ভিন্ন বিজ্ঞান ও রসায়ন-সংক্রান্ত অনেক দুর্ল্লভ গ্রন্থরাজিতে বিভিন্ন আলমারি পরিপূর্ণ ছিল; সম্মুখে বিদ্যুতালোকিত একটি সেল্‌ফের উপর ব্রোঞ্জ ধাতু-নির্ম্মিত ন্যায়-দেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত; (bronze statue of Justice) দেবীর চক্ষুদ্বয় বস্ত্রাবৃত, তাঁহার একহস্তে তরবারি, অন্যহস্তে তুলাদণ্ড সংরক্ষিত; কিন্তু তর-বারি ক্ষুরধারবৎ তীক্ষ্ণ, তুলাদণ্ডের উভয় 'পাল্লা' অসমান, এবং চক্ষুর উপর বস্ত্র এরূপ আল্‌গা করিয়া বাঁধা যে, তাহার ভাঁজের নীচ দিয়া দেবীর দৃষ্টি সম্পূর্ণ অব্যাহত! বোধ হয় বর্ত্তমান কালের রাজকীয় বিচার প্রথাকে উপহাস করিবার জন্যই ঐরূপ করা হইয়াছিল।

পল সাইনস্ একটি বৃহৎ ডেস্কের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। তাহার বাম হস্তের অদূরে এক শ্রেণীতে তিনটি গজদন্ত-নির্ম্মিত বোতাম এভাবে সংরক্ষিত যে, অঙ্গুলীর সামান্য চাপেই তাহা বসিয়া যায়। তাহার সম্মুখে তিনটি টেলিফোন পাশা-পাশি সংরক্ষিত, এবং একটি ফ্রেমের ভিতর একখানি 'ভলকানাইট' চক্র, দেখিলে মনে হয় তাহা বে-তারের 'লাউড্ স্পীকার' অর্থাৎ উচ্চ-ধ্বনিকারক যন্ত্র।

সাইনস্ একটি 'সুইচে' অঙ্গুলীর চাপ দিতেই উর্দ্ধাস্থিত 'গ্যারেজ' হইতে সকল প্রকার শব্দই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বহু কণ্ঠের ধ্বনি, মোটরের ঘস্-ঘস্ শব্দ, পথে যে সকল গাড়ী যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের ইঞ্জিনের আওয়াজও—সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। অথচ যে নিভৃত গুপ্ত স্থানে সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—সেখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্যই সুইফ্‌ট্ সিওর মোটর ক্যাব্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কোম্পানীতে যাহারা কর্ম্মচারী ও কারিকর, মিস্ত্রী প্রভৃতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাহারা সকলেই তাহার অনুচর, ছদ্মবেশী দস্যুর দল। কতকগুলি দ্রুতগামী শকট তাহার আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, আর কতকগুলি তাহার আদেশে দিবারাত্রি

লণ্ডনের পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। সেই সকল শকটের সাহায্য সে লণ্ডনের সকল সংবাদ জানিতে পারিত, কারণ প্রত্যেক গাড়ীতে এক একটি 'মাইক্রোফোন' যন্ত্র সুকৌশলে সংগুপ্ত ছিল; সেই যন্ত্রের সাহায্যে মোটর-চালক মোটরের আরোহীগণের সকল গুপ্ত কথাই শুনিতে পাইত। তাহারা প্রত্যহ নানা শ্রেণীর আরোহী সংগ্রহ করিত; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাহাদের ট্যাক্সিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল গুপ্ত পরামর্শ করিতেন—তাহা অন্য কেহ শুনিতেছে—ইহা তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য ধারণা করিতে পারিতেন না; কিন্তু মাইক্রোফোনের সাহায্যে তাঁহাদের প্রত্যেক কথা ট্যাক্সিচালকের কর্ণগোচর হইত; সুতরাং পল সাইনসেরও তাহা অজ্ঞাত থাকিত না। একখানি গাড়ী বেকার ষ্ট্রীটের নিকট সর্ব্বদা ভাড়া খাটিবার জন্য উপস্থিত থাকিত; এবং সেই গাড়ীর ড্রাইভার মিঃ ব্লেককে পাইলে অন্য কোন আরোহী লইত না। অন্যান্য গাড়ীর চালকেরা তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত—মিঃ ব্লেককে খুসী করিতে পারিলে তাঁহার নিকট প্রচুর বক্‌শিস্ পাওয়া যায়; এ কথা সত্য, কিন্তু সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে পাইলেও অন্য আরোহী গ্রহণ করিত না—যদিও সে জানিত ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কখন কাহাকেও এক ফাদিং পুরস্কার দিতেন না, বরং সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট ন্যায্য ভাড়া আদায় করাও কঠিন হইত।

পল সাইনসের আশ্রিত দস্যুদল এই সকল গাড়ী যখন ইচ্ছা ব্যবহার করিত, তাহারা ইঙ্গিত করিলেই শকটচালকেরা বিনা প্রতিবাদে এবং বিনা ভাড়ায় তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিত, অথবা তাহাদের সদর আড্ডায় লইয়া যাইত। বস্তুতঃ ভক্সহল ব্রীজ-রোডের অদূরবর্ত্তী সেই গ্যারেজটি পল সাইনসের অর্থে ও ইঙ্গিতে পরিচালিত হইলেও কেহই তাহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না। পল সাইনস্ আধ ঘণ্টার মধ্যে অসংখ্য দস্যুকে তাহার নিকট আহ্বান করিয়া লণ্ডনের সকল স্থানেই প্রেরণ করিতে পারিত, এবং কোন অপকার্য্যেই তাহারা কুণ্ঠিত হইত না।

পল সাইনস্ এই গুপ্ত গৃহে বসিয়া নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা করিত, এবং তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে অতি অল্প সময়েই তাহা কার্য্যে পরিণত করা সহজ

হইত। সে যাহাদিগকে শত্রু মনে করিত, সুদীর্ঘ ষোল বৎসর পূর্ব্বে যাহাদিগের প্রতিকূলতায় তাহাকে বিনা-অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল—তাহাদিগকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে যে সকল ষড়যন্ত্র করিত—তাহা সে এই স্থানে থাকিয়াই কার্য্যে পরিণত করিত; কেহই ইহা জানিতে পারিত না। সে এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই প্রস্তুত ছিল; এমন কি, তাহার পুত্রগণের জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে।

পল সাইনস্ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ডেস্কের নিকট বসিয়া ছিল; তাহার মুখ বিমর্ষ, ললাটে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। স্কট্‌লাণ্ড ইয়ার্ডের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিবার জন্য সে প্রচণ্ড আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছিল, (He was on the eve of delivering a smashing blow that would shake the prestige of Scotland Yard to its very foundation.) কিন্তু সে দুশ্চিন্তার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। সে বুঝিয়াছিল—সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য সে যাহাই করুক, ভবিষ্যতে তাহাকে তাহার পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সে পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিলেও তাহার শেষ পরাজয় ও পতন অপরিহার্য্য। অন্যায় চিরদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, অধর্ম্মের ক্ষয় অনিবার্য্য—ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা—তাহার শত্রুগণকে বিধ্বস্ত না করিয়া সে ধরা দিবে না, বা মৃত্যুকে বরণ করিবে না, দানবের মত সে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে।

পল সাইনস্ প্রায় এক ঘণ্টা স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় সে বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ টিপিয়া পাখা চালাইয়া দিল। পাখা তাহার মাথার উপর বন্-বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিলে, সে একটি রিসিভার তুলিয়া লইল। একজন টেলিফোনে বলিল, "কনোলী জাল গুটাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সে পাঁচ নম্বর হইতে সংবাদ পাইয়াছে—স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। সে কে, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে।"

সাইনস্ বলিল, "কিরূপে জানিল ?"

উত্তর হইল, "রবার্ট ব্লেকের কৌশলে।"

সাইনস্ হুঙ্কার দিয়া সক্রোধে বলিল, "আবার রবার্ট ব্লেক! এই লোকটাকে সাবাড় করিতে না পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিবার উপায় নাই! আমাকে আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী-পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় রবার্ট ব্লেককে আমার কোন কাজে হস্তক্ষেপণ করিতে দেওয়া হইবে না। আজ রাত্রেই তাহার অনধিকার চর্চ্চা বন্ধ করিতে হইবে। তাহার মত প্রতিভাসম্পন্ন ডিটেক্‌টিভকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পদদলিত করিয়া চূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু উপায় কি? সে তাহার ধৃষ্টতার ফলভোগ করিতে বাধ্য, তাহার আর পরিত্রাণ নাই; সে বিলম্বে মরিত, কিন্তু নিজের দোষেই মৃত্যুকে সে এত শীঘ্র ডাকিয়া আনিল।"

অতঃপর সাইনস্ তারের একটি ফাইল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া লইল; সেই কাগজখানিতে কতকগুলি নাম ছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি নাম লাল কালী দিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই তালিকার একটি নাম পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছিল; সাইনস্ একটি পেন্সিল লইয়া প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের নামের পাশেও একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই ব্যক্তিকেই সে কিঞ্চিৎ ভয় ও শ্রদ্ধা করিত।

পল সাইনস্ অস্ফুটস্বরে বলিল, "আজ রাত্রে আমার এক ঢিলে দুইপাখী মরিবে। রবার্ট ব্লেক ও বৃদ্ধ সোয়েন উভয়েই তাহাদের ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে। ব্লেক কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে আমি সুখী হইতাম; সে আমার ক্ষমতার পরিচয় পাইত, আমার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইত; কিন্তু তাহা হইবার নহে, আজই তাহাকে মরিতে হইবে—ইহা সত্যই ক্ষোভের বিষয়।"

পল সাইনস্ সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে তাহার ডেস্কের কাছে বসিয়া রহিল, টেলিফোনে অনেকের সঙ্গেই তাহার পরামর্শ চলিল। তাহার ভাবভঙ্গি

দেখিলে ও কথাবার্ত্তা শুনিলে মনে হইত—সে সেই আফিসের অধ্যক্ষ, এবং তাহার আদেশেই সকল কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ সেই কক্ষে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল; তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া অবনতমস্তকে তাহার উপদেশ অথবা আদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহার পর টেলিফোনে লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীতে, লাইম হাউসে, স্যাড্‌ওয়েল, ওয়াপিং এবং সহরতলীর বিভিন্ন অংশে যে সকল সংবাদ প্রেরিত হইল তাহা বাহিরের যে কোন লোক শুনিতে পাইলে মনে করিত সেই সকল সংবাদ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহাতে কেহ কোন অসাধু উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে পারিত না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পল সাইনস্ সেই সাঙ্কেতিক ভাষায় তাহার দলভুক্ত বিভিন্ন স্থানবাসী দস্যুদের যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিল। (it was a call to arms.) রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহারা রাজবিধান ও শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আদেশ পাইল।

রাত্রি নয়টার সময় পল সাইনস্ চেয়ার হইতে উঠিয়া অগ্নিকুণ্ড-সন্নিহিত কৌচে শয়ন করিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল; কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাত্রি দশটার সময় একজন ভৃত্য তাহাকে এক পেয়ালা কাফি ও কিছু খাবার আনিয়া দিল। কয়েক মিনিট পরে একটি খর্ব্বকায় বিদেশী চেহারার লোক চর্ম্মনির্ম্মিত একটি 'এটাচি কেস' লইয়া পল সাইনসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ডেস্কের উপর সেই ব্যাগটি রাখিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকটি চর্ব্বিনির্ম্মিত রঙ্গীন বাতি, তরল রঙ্গের কয়েকটি কৌটা, পরচুলা, দাড়ি গোঁফ, পাউডার, রবারের কয়েক খানি চাক্তি বাহির করিল।

পল সাইনস্ জামা খুলিয়া আলোর ঠিক নীচেই একখানি চেয়ারে বসিল, এবং আগন্তুককে বলিল, "মাস্কোলো, আজ তোমার শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হইবে; তোমার দক্ষতার উপর আজ রাত্রে আমাদের কার্য্যের সাফল্য কি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাহা জানিতে পারিলে তুমি বিস্মিত হইবে।"

সাইনসের কথা শুনিয়া আগন্তুক দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, সে মাথা নাড়িয়া সাইনসের উক্তির সমর্থন করিল; তাহার পর তাহার ব্যাগের ভিতর হইতে একখানি রঙ্গীন 'ফটো' বাহির করিল। এই ফটোখানি যাঁহার—তিনি ইংলণ্ডের জনসমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি; তাঁহার সেই দাড়ি গোঁফ-সমলঙ্কৃত মুখ লণ্ডনের অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ পুলিশ-কর্ম্মচারী মাত্রেরই সুপরিচিত। আগন্তুক সেই ফটো সম্মুখে রাখিয়া পল সাইনস্‌কে ছদ্মবেশে সজ্জিত করিতে লাগিল। সাইনসের চেহারা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া ফটোর চেহারা ধারণ করিল; সাইনস্‌ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার লাভ করিল। ফটোর সহিত তাহার চেহারার বিন্দুমাত্র পার্থক্য রহিল না। বিবিধ বর্ণে, স্পিরিট-সংযুক্ত গঁদে,তুলির প্রত্যেক টানে এবং পূর্ব্বোক্ত রবারের চাক্তিগুলির সাহায্যে আগন্তুক অসাধ্য সাধন করিল। অবশেষে সে তুলি ফেলিয়া একটু দূরে সরিয়া-দাঁড়াইয়া সদম্ভে বলিল, "আমার যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটি করি নাই; আপনি আয়নায় আপনার মুখখানি দেখিলে আমার ক্ষমতার তারিপ্‌ করিবেন কর্ত্তা!"

পল সাইনস্‌ আয়না লইয়া ফটোর সহিত নিজের চেহারা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। উভয় চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; দিবসে উভয় চেহারা মিলাইয়া দেখিলে সামান্য কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হয় ত কাহারও কাহারও তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না, কিন্তু রাত্রিকালে তাহা ধরিবার উপায় ছিল না।

পল সাইনস্‌ মানসিক উল্লাস গোপন করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "হুঁ, তোমার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে—একথা বলিতে পারি না। এ বেশ বোধ হয় অচল হইবে না। তোমাকে যে পুরস্কার দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা তুমি অবশ্যই পাইবে। এখন তুমি যাইতে পার মাস্‌কোলো!"

মাস্‌কোলো তাহার জিনিসপত্রগুলি ব্যাগে পুরিয়া-লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সাইনস্‌ও ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিল,

এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে তাহার ডেস্কের নিকট ফিরিয়া আসিল।

এইবার সে লণ্ডনের একখানি মানচিত্র খুলিয়া মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সেই মানচিত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করিয়া কতকগুলি স্থানের উপর নীলবর্ণ এক একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক বৃত্তে এক একটি সংখ্যা লিখিয়া সেগুলি একটি রেখাদ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

সাইনস্ অস্ফুট স্বরে বলিল, "ঠিক একই সময়ে সকল স্থানে কার্য্যারম্ভের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আমার আদেশ ঠিক ভাবে পালন করিলে চেষ্টা বিফল হইবার আশঙ্কা নাই।"

সাইনস্ সেই মানচিত্রখানি আরও কিছুকাল নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর ঘড়িতে এগারটা বাজিল। মুহূর্ত্তপরে নীলপরিচ্ছদধারী একজন সোফেয়ার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সাইনসের নূতন রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, সমস্তই প্রস্তুত; এখন আপনার আদেশেরই প্রতীক্ষা।"

সাইনস্ মানচিত্রখানি মুড়িয়া রাখিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ ওভারকোটে সজ্জিত হইল, তাহার পর টুপি মাথায় দিয়া গ্যারেজে প্রবেশ করিল। গ্যারেজের দীপালোক ম্লান; সাইনস্ সেই ম্লান দীপালোকে দেখিতে পাইল—কুড়িখানি মোটর-কার গ্যারেজে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক কারের ড্রাইভার স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। তাহারা সকলেই নিস্তব্ধ, এবং সাইনসের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। সাইনস্ জানিত প্রত্যেক কারে দুইজন আরোহী উপবিষ্ট ছিল, তাহার ইঙ্গিত পাইলেই কারগুলি আরোহীসহ দ্রুতবেগে স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইবে; তাহার পর কারের আরোহীরা কি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা সহজে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না।

গ্যারেজের মধ্যস্থলে যে কার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং সুদৃশ্য। তাহার মাথায় উজ্জ্বল আলো দপ্ দপ্ করিতেছিল, এবং তাহার

ইঞ্জিন হইতে 'ঘসর-ঘস্' শব্দ উত্থিত হইতেছিল। তাহাতে যে চিহ্ন ছিল, সেই চিহ্ন লণ্ডনের আর একখানি মাত্র কারে দেখা যাইত। তাহার ড্রাইভার স্যুইচ্ টিপিবামাত্র তাহার নম্বর-প্লেট উল্টাইয়া গেল, এবং অন্য একটি নম্বর সেই স্থান অধিকার করিল। তাহার সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকেরই নম্বর একসঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইল।

পল সাইনস্ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এই শেষোক্ত কারে প্রবেশ করিল। সোফেয়ার দ্বার রুদ্ধ করিল। অতঃপর সে তাহা চালাইতে আরম্ভ করিয়া নিঃশব্দে পথে উপস্থিত হইল।

সাইনস্ যে দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা আরম্ভ হইল। সে গাড়ীতে ঠেস্ দিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া লইল। তাহার হাত সম্পূর্ণ অকম্পিত। তাহার পাশে চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি ছিল—সেই থলির দিকে চাহিয়া তাহার মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ অধিক ঝাঁকুনী লাগিলে সেই কার ও কারের আরোহীরা চূর্ণ হইয়া ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে,ইহা সে জানিত।

সাইনসের কার ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট অভিমুখে ধাবিত হইল। সোফেয়ার গাড়ীর মোড় ঘুরাইবার পূর্ব্বেই 'স্যুইচ' টিপিল.; তৎক্ষণাৎ গাড়ীর নম্বরের প্লেটখানির নম্বরগুলি ঘুরিয়া গেল, এবং নূতন নম্বর তাহাদের স্থান অধিকার করিল।

পথের মোড়ে একজন কন্‌ষ্টেবল দাঁড়াইয়া ছিল। বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত কারের নম্বর প্লেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং গাড়ী তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবামাত্র সে আরোহীর মুখের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল। সেই দোদুল্যমান সাদা দাড়ির নিশান লণ্ডনের কোনও পাহারাওয়ালার অপরিচিত নহে।

ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবির বিশাল গম্বুজ নৈশ আকাশে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইল। বিগ্ বেনের বিরাট ঘটিকা-যন্ত্র আকাশের কোলে পরিস্ফুট হইল, এবং তাহার সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কাঁটাদুটি আলোকোজ্জ্বল 'ডায়ালের' উপর একটি সরল রেখার আকার ধারণ করিয়া জানাইয়া দিল—রাত্রি এগারটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে।

সাইনসের শকট বাঁধের নিকট আসিলে তাহার গতি মন্দীভূত হইল; তাহার পর তাহা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দেউড়ির ভিতর দিয়া প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

একজন পুলিশম্যান রোঁদে বাহির হইয়া ক্যানন-রো অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়ীখানি সম্মুখে থামিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইল,এবং শকটের আরোহীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। সে জানিত রাত্রি এগারটার সময় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কেবল একজন মাত্র পাহারাওয়ালা পরদিন বেলা আটটা পর্য্যন্ত সেখানে পাহারায় থাকে; তাহার পর আফিসের কাজ কর্ম্ম যথানিয়মে আরম্ভ হয়।

পাহারাওয়ালা একবার আরোহীর মুখের দিকে, আর একবার সেই গাড়ীর নম্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল,"এ যে বড় সাহেবের গাড়ী! সাহেব এ অসময়ে হঠাৎ আফিসে চলিলেন কেন?—বোধ হয় কোথাও কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে!"

পাহারাওয়ালা বড় সাহেবের চিরপরিচিত সাদা দাড়ির দিকে চাহিয়া সসম্মান অভিবাদন করিল; দাড়ি কিন্তু তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেও পাহারাওয়ালাটা দাঁড়াইয়া রহিল। বড় সাহেব কি উদ্দেশ্যে অসময়ে আফিসে আসিলেন তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রবল কৌতূহল হইয়াছিল।

পাহারাওয়ালা চীফ্ কমিশনরের খাস-কামরায় হঠাৎ আলো জ্বলিতে দেখিয়া বুঝিল—বড় সাহেব খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়াছেন। সে ধীরে ধীরে ক্যানন-রোর দিকে চলিয়া গেল।

পল সাইনস্ গাড়ী হইতে নামিবার সময় কন্‌ষ্টেবলটাকে দেখিতে পাইয়াছিল; পাহারাওয়ালাকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিয়া উঠিল; কিন্তু পাহারাওয়ালা তাহাকে অভিবাদন করায় তাহার আশঙ্কা দূর হইল।—সে দ্বারের সম্মুখে গিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল।

অল্পক্ষণ পরে একজন দীর্ঘদেহ পুলিশ কর্ম্মচারী দ্বার খুলিয়া সাইনসের সম্মুখে দাঁড়াইল। পল সাইনস্ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শন্নি।"

পুলিশ কর্ম্মচারী বলিল, "পাঁচ নম্বর।"—সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলে সাইনস্ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

এই পুলিশ কর্ম্মচারী যুবকটি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট সিবর্ন, নাম সার্ল প্রকৃত। সে পল সাইনসের কর মর্দ্দন করিয়া বলিল,"আপনার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছে। আমার জানা না থাকিলে আমি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইতাম। কিন্তু আমরা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি! বাহিরে যে গাড়ী খানি—"

পল সাইনস্ বলিল, "চীফ্ কমিশনরের গাড়ী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে কেন —এ কথা কি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিবে? সার হেনরী ফেয়ারফক্সের গাড়ীর সহিত আমার গাড়ীর বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই; তাহার গাড়ীর ও আমার গাড়ীর নম্বরও অভিন্ন। আমাকে দেখিয়া কাহারও সন্দেহ না হইলে আমার গাড়ী দেখিয়াও কাহারও সন্দেহ হইবে না। আমার সোফেয়ার মাওসন্‌কে জেরা করিয়া কেহ কোন কথা জানিতে পারিবে না; কিন্তু এখন আমাদের আর এক মুহূর্ত্তও বাজে কথায় নষ্ট করিবার উপায় নাই। আমাদের সঙ্কল্পানুযায়ী সকল কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। সময়ের মুহূর্ত্তমাত্র ব্যতিক্রম হইলে আমার সমস্ত কাজ নষ্ট হইবে, এবং তাহার ফল সাংঘাতিক হইবে।"

সার্ল সাইনস্ বিবর্ণ মুখে ও অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তাহার পিতাকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া সেই নিস্তব্ধ অট্টালিকায় উঠিতে লাগিল। সে দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত পুলিশের চাকরী করিয়াছে, কর্ত্তব্য পালনে সে কখন ত্রুটি করে নাই, কখন বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই; কিন্তু আজ সে তাহার পিতার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সকলই করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। পিতার আদেশ সে অলঙ্ঘনীয় মনে করিত। পিতৃভক্তির তুলনায় সে কর্ত্তব্য-জ্ঞান, তাহার দায়িত্ব তুচ্ছ মনে করিত; কিন্তু পিতার আদেশে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার হৃদয়

বিদীর্ণ হইল। তাহার নিষ্ঠুর পিতা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে যে বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহার ফল কিরূপ ভীষণ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল; সে চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে সমাজদ্রোহী, পুলিশের মহাশত্রু পল সাইনস্ ও তাহার পুত্র—পুলিশের সুদক্ষ কর্ম্মচারী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সার্ল সাইনস্ স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের ঘরে উপস্থিত হইল। পল সাইনস্ প্রফুল্ল চিত্তে টেলিফোনের সুইচ্-বোর্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল—সে ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তে লণ্ডনের প্রত্যেক পুলিশ-ষ্টেশনে তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী সংবাদ প্রেরণ করিতে পারে; কেহই তাহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারিবে না।

ডিটেক্টিভ সার্জেণ্ট সিবর্ণ যে ডেস্কের নিকট বসিয়া ছিল, সেই ডেস্কের উর্দ্ধে একটি আলো জ্বলিতেছিল। তাহার সম্মুখে একখানি খাতা খোলা ছিল; রাত্রিকালে বিভিন্ন থানা হইতে যে সকল সংবাদ টেলিফোনের সাহায্যে স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে রিপোর্ট করা হইত—তাহা সেই খাতায় লিখিয়া রাখা হইত। পরদিন প্রভাতে আটটার সময় আফিস খুলিলে স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ সেই সকল রিপোর্ট পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন।

পল সাইনস্ তাহার হস্তস্থিত ভারি চামড়ার ব্যাগটা পাশে রাখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, "তোমার বড় সাহেবের খাস-কামরার আলোটা এই মুহূর্ত্তেই জ্বালিয়া দাও। উহা পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া রাখিবে। তাহার পর, আলো নিবাইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট সিবর্ণ (সার্ল সাইনস্) তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। পল সাইনস্ ডেস্কের নিকট বসিয়া পড়িল। সে রিপোর্ট বহিখানি কৌতূহল ভরে পাঠ করিতে লাগিল; সেই রাত্রের কোন কোন দুর্ঘটনার সংবাদ তাহাতে লিখিত ছিল।

"দীর্ঘকালের একজন ফেরারী আসামী উত্তর লণ্ডনে ধরা পড়িয়াছে।" "ষ্ট্রাটফোর্ডে একটি দুর্ভাগিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছে।"—এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া পল সাইনস্ প্রফুল্ল চিত্তে দোয়াত কলম লইয়া সেই পাতায়

তাড়াতাড়ি কি কতকগুলি কথা লিখিয়া রাখিল, এবং তাহার নীচে নিজের নাম লিখিল।—সে যখন খাতাখানি বন্ধ করিল, ঠিক সেই সময় তাহার পুত্র সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। সাইনস্ উঠিয়া তাহার পুত্রকে সেই আসনে বসিতে আদেশ করিল; তাহার পর পকেট হইতে কয়েকখানি কাগজ বাহির করিল। সেই কাগজগুলি 'টাইপ'-করা। পল সাইনস্ সেই কাগজগুলি টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, "এখন কি করিতে হইবে তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। ইহাতে যাহা যে ভাবে লেখা আছে —তাহা ঠিক সেই ভাবেই পর পর টেলিফোন করিয়া দাও। সিডেন্হাম হইতে আরম্ভ কর।"

সার্জেন্ট সিবর্ণ সেই কাগজগুলি পাঠ করিল। তাহার মুখ ভয়ে নীল হইয়া গেল; কিন্তু সে তাহার পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া সিডেন্হামের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিল, বলিল, "আপনি কি সিডেনহামের থানা অফিসার? আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নৈশ কর্ম্মচারী; (night officer) এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল—পলাতক আসামী পল সাইনস্ আপনার এলাকায় লুকাইয়া আছে! আপনি যতগুলি পুলিশ কন্‌ষ্টেবল সংগ্রহ করিতে পারেন—তাহাদিগকে লইয়া ৫৪ নং সিল্‌ভেষ্টার রোডের বাড়ী আক্রমণ করুন। হাঁ, সেই বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করা চাই। চীফ্ কমিশনর স্বয়ং এই আদেশ জানাইতে বলিলেন।"

এক মিনিট পরে সার্জ্জেন্ট সাইনস্ আর একটি থানায় ঠিক এই সংবাদ প্রেরণ করিল; কেবল ঠিকানাটি স্বতন্ত্র। থানার কর্ম্মচারীকে আরও বলা হইল—পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে সাত হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া যাইবে —ইহা বড় সাহেবেরই অঙ্গীকার।

ডিটেক্‌টিভ সার্জেন্ট সিবর্ণ টেলিফোনে যে সকল কথা বলিল, পল সাইনস তাহা সকলই শুনিল। তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। সে বুঝিতে পারিল সে স্থইফ্‌ট সিওর গ্যারেজ হইতে যে সকল ট্যাক্সি সহ অনুগত দস্যুদলকে উত্তর

পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে যাত্রা করিবার আদেশ দিয়াছিল—তাহারা অবিলম্বে লুণ্ঠন আরম্ভ করিতে পারিবে। সকল থানার পুলিশের প্রহরীরা সদলে বিভিন্ন আড্ডায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবে, সুতরাং নগরের বিভিন্ন অংশ অরক্ষিত থাকিবে; তাহার অনুচরদের দস্যুবৃত্তিতে কেহই বাধা দিতে পারিবে না।

পল সাইনসের পুত্র বিভিন্ন থানায় টেলিফোন করিয়া এই একই সংবাদ জানাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় প্লাবিত হইল, তাহার ললাট হইতে টস্-টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া, ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া তাহার পিতাকে বলিল,"আপনার আদেশ পালন করিলাম; এখন আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন।"

পল সাইনস্ পুত্রের কাতরতা লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "তুমি এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন মূর্খ! মন স্থির কর। আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। এখন উপরের ঘরে কাজ আছে; হাঁ, যে কুঠুরীতে বে-তার-যন্ত্র পরিচালনের ব্যবস্থা আছে, সেই ঘরে যাইতে হইবে।"

তাহারা উভয়ে সিঁড়ি দিয়া উপর তালায় চলিল। কয়েক মিনিট পরে তাহারা যে কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই কক্ষটি বে-তারের নানাবিধ যন্ত্রাদিতে আচ্ছন্ন। (covered with wireless apparatus.) সেই সময় বিগ বেনের ঘড়িতে বারটা বাজিল।

তাহারা সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া আর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের দেওয়ালগুলি ধাতুমণ্ডিত; কারণ সেই কক্ষে যে সকল যন্ত্রাদি ছিল, তাহা এরূপ সূক্ষ্ম যে, সেই কক্ষটি ওভাবে সুরক্ষিত না হইলে বাহিরের বৈদ্যুতিক প্রভাবে তাহাদের কার্য্যোপযোগিতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। নগরের বিভিন্ন অংশে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভ্রাম্যমান পুলিশ ফৌজকে তাহাদের চলন্ত গাড়ীতে এই কক্ষ হইতে সংবাদ দিয়া তাহাদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা হইত।

পল সাইনস্ সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমার বিশ্বাস, আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে নিস্তব্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব।"

অনন্তর সে সেই কক্ষের যন্ত্রগুলির দিকে চাহিয়া তাহার হস্তস্থিত চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগটি খুলিয়া ফেলিল, এবং তাহার ভিতর হইতে ধাতুনির্ম্মিত একটি আধার বাহির করিল—সেই আধারটি একটি ক্ষুদ্র 'গ্যাস-মিটারের' অনুরূপ। (that resembled a miniature gasmeter.) তাহার সম্মুখে ঘড়ির মুখের মত একটি চাকা; সেই চাকাতে যে দুইটি কাঁটা ছিল, তাহা দেড়টার ঘরে সংস্থাপিত। সাইনস্ সেই যন্ত্রটির একটি দণ্ডে ঈষৎ চাপ দিতেই সেই যন্ত্রের ভিতর হইতে টিক্-টিক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে পল সাইনস্ ও তাহার পুত্র সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। নীচের তালায় আসিয়া সাইনস্ ঘড়ি দেখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, "স্মরণ রাখিও আজ রাত্রি একটার পূর্ব্বে তোমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সদর আড্ডায় যাইতে হইবে; হাঁ, একটার পূর্ব্বেই যাইবে, এবং সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিবে।"

সার্ল সাইনস্ কোন কথা বলিল না। সে তাহার পিতার মুখের দিকে অভিমানপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার পিতার কোন অবৈধ আদেশেরই প্রতিবাদ করিবার তাহার শক্তি ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশে সে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল, এবং আত্মসম্মান নষ্ট করিয়া কি ভাবে নিজের ভবিষ্যতের সকল আশা বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহা চিন্তা করিয়া ক্ষোভে অভিমানে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

পল সাইনস্ পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; কিন্তু পুত্রের সর্ব্বনাশ করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। সে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যান্য পুত্রেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। তাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছিল। সে-সঙ্কল্প পথ হইতে বিচলিত হইল না; পুত্রের মঙ্গলকামনা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে তাহার শত্রুগণের বুকের উপর দিয়া 'জগন্নাথের' (Juggernaut) রথ টানিয়া লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প।

পল সাইনস্ তাহার পুত্রের কর মর্দ্দন করিল; কিন্তু তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সে বিস্মিত হইল না। সে জানিত—সে তাহাকে আর জীবিত

দেখিতে পাইবে না; তাহার স্বার্থের যূপমূলে তাহার আর একটি পুত্রের জীবন উৎসর্গ হইবে। সে দ্বার খুলিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাহিরে আসিল, এবং তাহার শকটের দিকে অগ্রসর হইল।

পল সাইনস্ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে গাড়ী হোয়াইট হলের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু কিছু দূরে গিয়াই তাহার গাড়ীর নম্বরগুলি হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। তাহার গাড়ীতে পুলিশ কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফ্যাক্সের মোটর-গাড়ীর নম্বর ছিল, সেই নম্বর পরিবর্তিত হওয়ায় তাহা পুলিশ কমিশনরের গাড়ী বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। তাহার কাজ শেষ হইয়াছিল; তাহার অনুচরবর্গ ঠিক একই সময়ে শান্তিভঙ্গ করিয়া আইনের মর্য্যাদায় দণ্ডাঘাত করিতে পারে (Striking a blow at the prestige of the law) তাহার সুব্যবস্থা সে করিয়া আসিয়াছিল। তাহার ষড়যন্ত্রের সাফল্য বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

পল সাইনস্ তাহার সোফেয়ারকে নূতন আদেশ দানে উদ্যত হইয়া মনে মনে বলিল, "এইবার আমার মহাশত্রু গোয়েন্দা ব্লেক ও বুড়া শয়তান সোমেনের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করি। প্রভাতের পূর্ব্বেই এই এক জোড়া প্রধান শত্রুর নাম শত্রুপক্ষের নামের তালিকা হইতে সংসাধিত করিতে হইবে।"

চতুর্থ প্রসঙ্গ

কুট্‌সের আক্কেল-সেলামী

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথসহ পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন—একখানি ট্যাক্সি দৈবক্রমে অথবা কাহারও গুপ্ত ইঙ্গিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

ট্যাক্সিখানি খালি, কিন্তু তাহা যে 'সুইফ্‌টসিওর' গ্যারেজের গাড়ী—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা জানিতে পারিলেন না; তাহা জানিতে পারিলেও সন্দেহের কারণ ছিল না। সকল ট্যাক্সিই তাঁহার নিকট সমান। তিনি সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন; মিঃ ব্লেক ও স্মিথ মুহূর্ত্তপরে তাঁহার পাশে বসিলে—তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখ ব্লেক, ঐ যে 'হৈ-হৈ' না 'হৈ-চৈ' কাগজের সম্পাদক-বেটার (editor fellow)—কি যেন নাম বলিল—কেনী না ফেনী,—উহার রকম-সকম আমার বড় ভাল বোধ হইল না! সে যে লোকগুলাকে পল সাইনসের সাজে সাজাইয়া রাস্তা দিয়া চালান করিতেছে—তাহাদিগকে যদি ফিরাইয়া লইয়া না যায়—তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করিয়া গারদে পুরিব। দেখ, ঐ দলের আর এক বেটা ভিলিয়ার্স ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। উহার পশ্চাতে একদল লোক—যেন ফুটবলের বাজী দেখিতে চলিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সকলের আগে ঐ সম্পাদক মিঃ মিলট-ই কেনীকে পাকড়াইবার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে অঙ্গুলী-চিহ্নের খাতায় উহার সন্ধান পাইবে। সে যে কাগজ-কাটা ছুরী ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহার সাহায্যে উহাকে সনাক্ত করা কঠিন হইবে না। অঙ্গুলী-

চিহ্ন মিলিলেই জানিতে পারিবে—লোকটা কে! পল সাইনসের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে রহস্য ভেদ করা অনেকটা সহজ হইবে।—আরে, ট্যাক্সিওয়ালা কি আমাদিগকে পগারে ফেলিয়া জখম করিবে?"

ট্যাক্সিওয়ালা হঠাৎ এত জোরে ট্যাক্সি চালাইতে লাগিল যে, তাঁহারা আসন হইতে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন; শেষে সে সেই প্রচণ্ড বেগ সংযত করিয়া হোয়াইট হলের দিকে চলিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মাথার সহিত স্মিথের মাথার ঠকর লাগিয়াছিল; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স শিরঃভ্রষ্ট টুপিটা তুলিয়া লইয়া, সোজা হইয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "উঃ, মাথাটা যে ফুলিয়া উঠিল ছাই!—কিন্তু কেনীর অঙ্গুলি-চিহ্ন আমাদের আফিসের খাতায় থাক না থাক—ঐ পাগলামীপূর্ণ বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে আমি তাহাকে বাধ্য করিব। হাঁ, আমি উকীল-সরকারের (Public prosecutor) সাহায্যে উহার বিরুদ্ধে 'ইন্‌জংসন্‌' বাহির করিব।"

ট্যাক্সি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মুখে আসিয়া থামিল। 'ড্রাইভার' ন্যায্য ভাড়া ও দুই পেনী বক্‌শিস লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল; কিন্তু সে অধিক দূর না গিয়া অদূরবর্ত্তী ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনে (uuder-ground station) উপস্থিত হইয়া গাড়ী থামাইল, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট যে দুই পেনী বক্‌শিস পাইয়াছিল, তাহা টেলিফোনের কলে খরচ করিল।

সে টেলিফোনে সাড়া দিয়া বলিল, "আমি জ্যাকোবি—কথা বলিতেছি। সতর্ক হউক, আপনাকে সন্দেহ করা হইয়াছে।—পনের মিনিটের মধ্যেই আপনার পশ্চাতে হুড়ো চালাইবার চেষ্টা হইবে।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করিয়া কুট্‌সের খাস্‌-কামরায় উপস্থিত হইলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পূর্ব্বোক্ত ছুরীখানি একখানি লেফাপায় পুরিয়া তাঁহাদের ফৌজদারী-মহাফেজখানায় (Criminal Record-Department) পাঠাইয়া দিলেন। ফৌজদারীর আসামীদের অঙ্গুলি-চিহ্ন সেই স্থানে রক্ষিত হয়।

প্রায় পনের মিনিট পরে সেই ছুরীর সহিত একখানি রোকা (memo.) ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হস্তগত হইল। সেই রোকাখানি পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের দুই চক্ষু কপালে উঠিল! তিনি বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নয় ব্লেক! অঙ্গুলি-চিহ্ন দপ্তর হইতে রোকায় কি লিখিয়া পাঠাইয়াছে শোন—'কেনেথ মিল্টন ওরফে ছিপ্‌ছিপে কনোলীর অঙ্গুলি-চিহ্ন। পরিচয়—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অধিবাসী; নরহত্যা ও জালিয়াতী অপরাধে বাউমের বিধানানুসারে আজীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ফেরারী আসামী'।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উঃ! ছিপ্‌ছিপে কনোলীর অঙ্গুলি-চিহ্ন?—ঠিক হইয়াছে কুট্‌স! কনোলী পল সাইনসের দলভুক্ত দস্যু। এখন সে লণ্ডনে আসিয়া ঐ হুজুকে কাগজের সম্পাদক সাজিয়াছে! অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে—সে সাইনসের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই হুজুকের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই উহাদের উদ্দেশ্য।"

স্মিথ বলিল, "বাউমের বিধানটা কি কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের ফৌজদারী আইনের একটি নূতন বিধান। পুরাতন অপরাধীদের দমনের জন্যই এই বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন চোর তিনবার চৌর্য্যাপরাধে শাস্তি পাইবার পর, যদি চতুর্থ বার কোন অপরাধ করে—তাহা হইলে এই বিধান অনুসারে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। এই চতুর্থ বার তাহার অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্ব লক্ষ্য করা হয় না; অর্থাৎ সে সেই চতুর্থ বার জালই করুক, নরহত্যারই চেষ্টা করুক, বা কোন ডাকঘরে ঢুকিয়া চারি পয়সার একখানি টিকিটই চুরি করুক, (stealing a penny stamp from a post office) তাহাকে চিরজীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যদি আমি কনোলীর হাতে হাতকড়ি দিতে পারি; আর যদি সে বুঝিতে পারে—দেশে ফিরিলে অবশিষ্ট জীবন তাহাকে জেলে কাটাইতে হইবে—তাহা হইলে আমি তাহার মুখ হইতে কোন কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব। উহাকে একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সাইনসের

ঠিকানা জানিয়া লইতে পারিব ; সে কি ভাবে আমাদের বিপন্ন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে—তাহাও জানিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িলেন ; তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। যদি কনোলী পল সাইনসের বিরুদ্ধাচরণের সাহস করিত—তাহা হইলে পূর্ব্বেই সে পুলিশকে তাহার গুপ্ত আড্ডায় সন্ধান দিয়া গবর্মেণ্টের প্রতিশ্রুত সাত হাজার পাউণ্ড পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিত ; কিন্তু দস্যু তস্করেরা পরস্পরের স্বার্থরক্ষা করিয়া চলে বলিয়া পুলিশ সহজে তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। যাহা হউক, যখন তাঁহাদের মধ্যে এই তর্কবিতর্ক চলিতেছিল সেই সময় ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট ব্রাউন একখানি ট্যাক্সি লইয়া সবেগে নদীতীরবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইল। ক্ষণকাল পরে মিঃ ব্লেক ফায়ার-ইঞ্জিনের ঢং-ঢং শব্দ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নিউটন ষ্ট্রীটের দিকে ধাবিত হইলেন। কিছুদূর গিয়াই তাঁহারা পথে বিপুল জনতা দেখিতে পাইলেন।

ট্যাক্সি আর চলিতে পারে না, পথ বন্ধ—দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ট্যাক্সি হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন, এবং দুই হাতে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে সম্মুখে চলিলেন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াই জনতা ও কোলাহলের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তখন অদূরবর্ত্তী একটি তেতালার দ্বার জানালা ভেদ করিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম ও লোহিত অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। তাঁহারা প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে যে সংবাদপত্রের আফিসে আসিয়া সম্পাদক-প্রবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই আফিসেই আগুন লাগিয়াছিল! নবপ্রকাশিত 'হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড'র আফিসে সম্পাদকের খাস-কামরাটি তখন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিয়া বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "না, আর রক্ষা নাই! আমরা ছিপ্‌পিপে কনোলীর সহিত দেখা করিতে আসিলে সে বুঝিতে পারিয়াছিল—আমরা তাহাকে সন্দেহ করিয়াছি, এবং তাহার প্রকৃত পরিচয় শীঘ্রই জানিতে পারিব। সুতরাং পুলিশের কাজে লাগিতে পারে—এরূপ প্রমাণ সমস্তই নষ্ট করিবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল ;—এই অগ্নিকাণ্ড তাহারই ফল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তুমি কি মনে কর সে স্বেচ্ছায় তাহার আফিসে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"—তিনি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জনতা ভেদ করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং দ্বারের সম্মুখে একটি ক্ষীণাঙ্গী যুবতীকে দেখিয়া সসঙ্কোচে তাহার হাত ধরিলেন। তিনি তাহাকে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে টানিয়া আনিলে মিঃ ব্লেক দেখিলেন—যে যুবতী সেই সংবাদ-পত্র সম্পাদকের আফিসে বসিয়া চিঠিপত্র 'টাইপ' করিতেছিল—এ সেই যুবতী। যুবতী 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ' সম্পাদকের 'টাইপিষ্ট'।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই যুবতীকে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন; "তোমাদের কর্ত্তাটি কোথায় পলাইয়াছে বল।"

যুবতী বলিল, "কর্ত্তা কে ? কাহার কথা বলিতেছেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "মিঃ কেনী বলিয়া যে নিজের পরিচয় দিয়াছিল ; কিন্তু উহা যে তাহার আসল নাম নয়—তাহা এখন জানিতে পারিয়াছি। সেই পাজী বদমায়েসটা কোথায় পলাইয়াছে বল। এই ঘরে কি রকমে আগুন লাগিল, তাহাও তোমার কাছে শুনিতে চাই।"

যুবতী আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিল ; তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।—ভয়ে তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

সে পড়িয়া যায় দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও।"

যুবতী অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলিল, "ঐ ঘরে কিরূপে আগুন লাগিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই ; মিঃ কেনী কোথায় তাহাও আমি জানি না। আমি টিফিনের সময় বাহিরে গিয়াছিলাম ; টিফিন করিয়া আফিসে আসিলে দেখি ঘরে আগুন লাগিয়াছে ! মিঃ কেনীর সন্ধান পাইলাম না ; বোধ হয় তাহার পূর্ব্বেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই যুবতীকে জেরা করিয়া কোন কথা বাহির করিতে পারিলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন—সে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে একখানি দৈনিক সংবাদ-পত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া 'টাইপিষ্টে'র চাকরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ায় সে 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডে'র আফিসে টাইপিষ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে এক সপ্তাহের বেতন পাইয়াছে, আর এক সপ্তাহের বেতন এখনও বাকি। দ্বিতীয় সপ্তাহ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এই অগ্নিকাণ্ড!

যে বালকটি 'বেয়ারা'র পদে নিযুক্ত হইয়াছিল—সে অদূরে দাঁড়াইয়া দমকলের সাহায্যে অগ্নিনির্ব্বাণের কৌশল লক্ষ্য করিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকেও মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ধরিয়া আনিলেন; কিন্তু তাহাকেও জেরা করিয়া সম্পাদকের সন্ধান জানিতে পারিলেন না। সেই বালক বলিল—সম্পাদক মিঃ কেনী এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহাকে আফিসের 'বেয়ারা' নিযুক্ত করিয়াছিল; তাহার এই এক সপ্তাহের বেতন বাকী আছে, তদ্ভিন্ন সে সম্পাদকের আদেশে নিজের পকেট হইতে পাঁচ সিলিং খরচ করিয়া ডাক-টিকিট কিনিয়া আনিয়াছিল। সম্পাদক কেনী তাহার নিকট হইতে টিকিটগুলি লইয়াছিল—কিন্তু মূল্য বাকি রাখিয়াছে। সুতরাং হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডের আফিসে চাকরী করিয়া তাহার এক সপ্তাহের বেতন ও নগত পাঁচ সিলিং দণ্ড লাগিয়াছে। খবরের কাগজের আফিস পুড়িয়া গেল, সম্পাদক ফেরার; সুতরাং টাকাগুলি উদ্ধারের আশা নাই বুঝিয়া সে কেনীকে গালি দিতে লাগিল।

ফায়ার-ইঞ্জিনগুলি অগ্নিনির্ব্বাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে 'হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডে'র আফিসের ছাদ অগ্নিদগ্ধ হইয়া হুড়মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। চারি দিকে যে সকল লোক জমাট বাঁধিয়া অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিল—তাহারা প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিল। তাহারা বুঝিল হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডে'র নাম সফল হইয়াছে।

সার্জেণ্ট ব্রাউন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আফিস ত ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ডের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইল। উহার প্রথম,

সংখ্যাই শেষ সংখ্যা ; দ্বিতীয় সংখ্যা আর বাহির হইবে না। এ রকম হুজুকে কাগজের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে ! পল সাইনস্ কি মতলবে এই কাগজ বাহির করিয়াছিল—তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "পল সাইনস্ কি মতলবে কোন্ কাজ করে—তাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। আজ সকালে আমি যখন সেই হলদে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম—তখনই বুঝিয়াছিলাম—কোন একটা কাণ্ড কারখানা ঘটিবেই ঘটিবে।" (some thing was going to happen.)

সার্জেণ্ট ব্রাউনের নাকে মুখে ধোঁয়া প্রবেশ করায় সে কাশিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, "ধোঁয়ার চোটে গলা শুকাইয়া গিয়াছে ; গলাটা একটু ভিজাইয়া লইতে না পারিলে শরীর চাঙ্গা হইবে না।"

কি উপায়ে শরীর চাঙ্গা হয় তাহা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অজ্ঞাত ছিল না, তাঁহারও গলা শুকাইয়া গিয়াছিল ; এজন্য তিনি সার্জেণ্ট ব্রাউনের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিলেন, "কয়েক গজ দূরেই মদের দোকান আছে ; এবং আমার পকেটে পাঁচ পাউণ্ডের একখানি নোটও আছে ; সুতরাং আমাদের পিপাসা শান্তি করা কঠিন হইবে না। ছিপ্‌ছিপে কনোলী ধরা পড়িবার ভয়ে চম্পট দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে যে পাঁচ পাউণ্ডের নোট আদায় করিয়াছি, তাহা দিয়া স্যাম্পেন কিনিয়া আমরা গলা ভিজাইতে পারিব—ইহাও মন্দের ভাল।"

স্মিথ বলিল, "ও পল সাইনসের টাকা, হজম করিতে পারিবে না বাবা ! একবার তাহার টাকায় 'ম্যাগ্‌নিফিসেণ্টে' খানা খাইতে গিয়া অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল ; এবার কি হয় বলা যায় না ! আমি উহার মধ্যে নাই।"

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অদূরবর্ত্তী মদের দোকানে উপস্থিত হইলেন। কুট্‌স মহানন্দে স্যাম্পেনের বোতল খুলিলেন, মিঃ ব্লেক চুরুট টানিতে টানিতে পল সাইনসের স্বাক্ষরিত অদ্ভুত পত্রখানির কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন পল সাইনস্ অসার দম্ভ ভালবাসিত না, সে পত্রে যাহা লিখিত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিত ; মিথ্যা কথায় কাহাকেও প্রতারিত করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু সে পত্রে যে কথা লিখিয়াছিল—

তাহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। বার ঘণ্টার মধ্যে সে তাহার শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করিবে —ইহা অসঙ্কোচে তাঁহার গোচর করিয়াছিল;—কিন্তু কোথায় কি ভাবে সে তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে—তাহা সে ভিন্ন অন্য কাহারও ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। মিঃ ব্লেক কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন—পল সাইনসের প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যর্থ, এবং তাহার সুতীব্র রোষানল উদ্যত বজ্রের ন্যায় অবিলম্বে তাহার শত্রুগণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স শ্যাম্পেনের গ্লাস খালি করিয়া বলিলেন, "চল এই মুহূর্ত্তেই ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাই। কনোলীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে; যতগুলি লোক হাতে পাই সকলকে চারি দিকে তাহার সন্ধানে পাঠাইয়া দিব। কনোলী তাহার কাগজের পসার বৃদ্ধির জন্য যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল—তাহার সহিত পল সাইনসের ষড়যন্ত্রর সম্বন্ধ আছে; সাইনসের সেই গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে। কিন্তু—ও আবার কি?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দোকানের আর্দ্দালী একখানি 'ট্রে'র উপর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স-প্রদত্ত পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানি রাখিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল। এই নোটখানি তিনি সাইনস্‌-বেশধারী পূর্ব্বোক্ত লোকটির নিকট পাইয়াছিলেন, এবং তাহা দিয়া তিনি স্যাম্পেনের বোতল ক্রয় করিয়া বাকি টাকা ফেরত চাহিয়াছিলেন।

আর্দ্দালী বলিল, "ম্যানেজার এই নোট লইতে পারিবেন না বলিলেন, এই জন্য আমি ইহা ফেরত আনিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, "গোল্লায় যাক্ তোমাদের ম্যানেজার! সে এ নোট লইতে পারিবে না কেন?—নোটের অপরাধ কি? আমাকে কি করিতে হইবে বল। উহার পিঠে কি আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিতে হইবে?"

আর্দ্দালী বলিল, "ঐ কার্য্যটি সুবিবেচনার কাজ হইবে না মহাশয়। অনর্থক কেন ফ্যাসাদে পড়িবেন? এ নোট খারাপ।" (the note is a bad one.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কি বলিলে?"—তিনি তৎক্ষণাৎ নোটখানি

টানিয়া লইয়া তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সার্জেন্ট ব্রাউন ইনস্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া নোটখানি দেখিতে লাগিল। ব্রাউন্ জাল ও জালিয়াৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল; কোন জালিয়াৎ তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিত না। জাল নোট সে এক মাইল দূ'র হইতে দেখিলেও চিনিতে পারিত বলিয়া অহঙ্কার করিত। (it was his boast he could spot a 'dud' note a mile away.) ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যখন এই নোট পুরস্কার পাইয়াছিলেন—সেই সময় সে ইহা দেখিলে জাল নোট বলিয়া চিনিতে পারিত।

ব্রাউন্ বলিল, "আর্দ্দালীটা সত্য কথাই বলিয়াছে মহাশয়! আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। এ জাল নোট। এই অচল নোট কে আপনার কাছে চালাইয়া গিয়াছে? দোকানদার ইহা লইয়া আপনাকে বাকি টাকা দিবে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছিল; তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তিনি বহুদর্শী ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর, তাঁহার কাছে একটা বাজে লোক জাল নোট চালাইয়া গিয়াছে! স্যাম্পেনের দাম এখন তাঁহাকে নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে? কি বিড়ম্বনা!—মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন; তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিলেন না।

স্মিথ বলিল, "দুই পেণীর কাগজ দেখাইয়া যখন ঐ পাঁচ পাউণ্ড মূল্যের উপহার লাভ করিয়াছিলেন—তখনই বুঝিয়াছিলাম উপহারে গলদ আছে। আপনি নোটখানি পাইয়াই বুঝি আনন্দে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিলেন? উহা আসল কি জাল—তাহা পরীক্ষা করিবারও ফুরসৎ হয় নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি থামো হে ছোক্‌রা! দুই পেণী দামের কাগজ দেখাইয়া যে নোট পাওয়া গিয়াছিল—তাহা সচল কি অচল ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য কাহার আগ্রহ হয়? না, ইহা তখন আমি পরীক্ষা করি নাই। এই অচল নোট কি আমি ঘরে তুলিব ভাবিয়াছ?—সেই

ছিপ্‌ছিপে কনোলীটাকে একবার হাতে পাইলে হয়; জাল নোট চালাইবার মজা তাহাকে বুঝাইয়া দিব। আমার সঙ্গে গোস্তাকি? বেটা চোর, ধাপ্পাবাজ, জালিয়াৎ, খুনে!"

সার্জেণ্ট ব্রাউন বলিল, "সে পরের কথা পরে হইবে, এখন পকেট হইতে স্যাম্পেনের দামটা দিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়ুন। আপনি পুলিশের লোক; একে জাল নোট তাহার উপর মদ কিনিয়া মদের দোকানে তাহা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা —ইহা ত আপনার পক্ষে প্রশংসার কথা নয়!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে টাকার থলি (wallet) বাহির করিয়া অত্যন্ত বিরাগ ভবে দোকানদারের প্রাপ্য টাকা প্রদান করিলেন। মিঃ ব্লেক ব্যাঙ্ক-নোটখানি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, নোটখানি জাল-নোট হইলেও জালিয়াতিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় ছিল। যে উহা জাল করিয়াছিল, সে যে প্রথম শ্রেণীর জালিয়াৎ, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন; কিন্তু কে তাহা জাল করিয়াছিল তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন? তিনি ভাবিলেন, পল সাইনস্‌ নানা প্রকার অপকর্ম্মে অভ্যস্ত, অবশেষে সে জালিয়াতিও আরম্ভ করিয়াছে না কি? প্রত্যেক দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতেছিল। সুতরাং পল সাইনস্‌ নোট জালও আরম্ভ করিয়াছিল—বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; বিশেষতঃ সে দিন যে সকল পাঁচ পাউণ্ডের নোট বিতরিত হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই জাল নোট—ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "কনোলী ওরফে মিণ্ট-ই কেনী জাল নোট চালাইয়া জনসমাজকে প্রতারিত করিয়াছে; সে বুঝিয়াছিল তাহার প্রতারণা ধরা পড়িতে অধিক বিলম্ব হইবে না, এ জন্য সে ঘরে আগুন লাগাইয়া আজই সরিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু এই এক দিনেই তাহার দুরভিসন্ধি সফল হইয়াছে। তাহার এই দুরভিসন্ধিটি কি—তাহাও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি!"

স্মিথ বলিল, "এই ভাবে সে তাহার মুরুব্বি পল সাইনসের পলায়নে সাহায্য করিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রাউনকে সঙ্গে লইয়া এখন ইয়ার্ডে চলিলাম ব্লেক ; পুলিশ কমিশনরের নিকট আমাদের তদন্ত-ফল রিপোর্ট করিতে হইবে। আমাদের তদন্ত-ফল শুনিয়া তিনি খুব খুসী হইবেন।—সময়ান্তরে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বেকার ষ্ট্রীটে যাত্রা করিলেন। পথে আসিয়া স্মিথ তাঁহাকে বলিল, "কর্ত্তা, পল সাইনস্ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই একটা উড়ো দমবাজিতে পুলিশকে থ বানাইয়া দিবে। আজ কয়েক ঘণ্টায় সে যে হাত দেখাইয়াছে—তাহার ধাক্কা সাম্‌লাইতেই তাহারা লবেজান!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ স্মিথ, তোমার অনুমান সত্য। পুলিশ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই ; সাইনস্ ঝড়ের মত বেগে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বাতাসের আমদানী করিয়া এ রকম একটা বিকট হৈ-চৈ কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে যে, সেই ধাক্কা সাম্‌লাইয়া উঠা কঠিন হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আমরা যখন সম্পাদকের আফিসে গিয়াছিলাম—সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কনোলীকে গ্রেপ্তার করিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হইত কর্ত্তা! বোধ হয় সাইনসের গুপ্ত-সঙ্কল্পে কিছু বাধাও পড়িত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে কুট্‌স কনোলীর নিকট কোন কথা জানিতে পারিত না। পল সাইসনের দলে বোধ হয় একজনও বিশ্বাসঘাতক নাই। যদি তাহার কোন অনুচর তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিত তাহা হইলে সাত হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা বিফল হইত না ; সাইনস্‌কে ধরা পড়িতে হইত। কনোলী পুরাতন পাপী, সে তিনবার জেল খাটিয়াছে, এই চতুর্থবার সে অপরাধ করায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভয়ে এদেশে পলাইয়া আসিয়াছে। নিউ ইয়র্কের পুলিশ তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিত না ; লণ্ডনের পুলিশ, এমন কি, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাহার মুখ হইতে একটি কথাও কোনও উপায়ে বাহির করিতে পারিবে না।" (there's nothing Scotland Yard could do to get a word out of him.)

মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তামাকের ধূমে সেই কক্ষ যেন আঁধার হইয়া গেল; তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন! কিন্তু দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও পল সাইনসের নূতন ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন না। সে কোন্ শত্রুকে চূর্ণ করিবার জন্ম কি কৌশল অবলম্বন করিবে, অথবা সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্ম কি নূতন পন্থা অবলম্বন করিবে—তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। সাইনসের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারা অধিকতর কঠিন ছিল। সে ইচ্ছা করিলে বহুস্থানেই ঠিক এক সময়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়া লোমহর্ষণ ধ্বংশলীলা আরম্ভ করিতে পারিত: ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার নোট-বহি খুলিয়া পল সাইনসের অপরাধের আমূল বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। সে পার্কমুর কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর একাল পর্য্যন্ত যে সকল অপকর্ম্ম করিয়াছিল, এবং কর্ত্তৃপক্ষকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্ম যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল—তাহার ধারাবাহিক বিবরণ আলোচনা করিয়া, তিনি তাহার শত্রুগণের নামের তালিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিঃ ব্লেক সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি সাইনসের দুইজন প্রধান শত্রুর নাম দেখিতে পাইলেন—একজন তাহার কারবারের বখরাদার জাবেজ নোল্যাণ্ড, দ্বিতীয় ব্যক্তি সার চারলি জেম্‌স।—এই দুই ব্যক্তিকে তাহার ষড়যন্ত্রে চূর্ণ হইতে হইয়াছিল; কিন্তু সে তখন তাহার অনেক শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ম কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার অনেকগুলি শত্রুর পরিচয় জানিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় হউক বা ঘটনাচক্রে পড়িয়াই হউক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সাইনস্ এবার তাঁহাদের মধ্যে কাহার সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল—তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন?

মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, পল সাইনসের কোন কোন শত্রু পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; কেহ কেহ তাহার কবল হইতে

মুক্তিলাভের আশায় দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল,—তাহারা বহু দূরদেশে বাস করিতেছিল। অনেকে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; এজন্য তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার উপায় ছিল না। পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করাও তাহার অসাধ্য হইয়াছিল।

পল সাইনস্ মিঃ ব্লেককেও মহাশত্রু মনে করিত, এবং মিঃ ব্লেকেরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং পল সাইনস্ সুযোগ পাইলেই যে তাঁহাকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে—তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি নিজের অনিষ্টাশঙ্কায় মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হন নাই; এমন কি, সেই দিন প্রভাতে তিনি পল সাইনসের স্বাক্ষরিত যে ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলেন—তাহার কথাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চুরুট টানিতে টানিতে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক একথাও বুঝিতে পারিলেন যে, এবার পল সাইনস্ তাহার কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে সে যাহার সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করিত, তাহার নাম প্রকাশ করিত, তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করিত; কিন্তু এবার সে সঙ্কল্প গোপন রাখিয়াছে। তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প প্রকাশিত হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন হইবে, এবং মিঃ ব্লেক ও পুলিশ তাহা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবেন; অধিকন্তু তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে,—পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিতে পারিয়া সে সতর্ক হইয়াছিল।

স্মিথ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, এবং ব্যগ্রভাবে জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সে মিঃ ব্লেককে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, কাগজ-বিক্রেতারা পল সাইনসের নাম করিয়া কি হাঁকিয়া যাইতেছে। সান্ধ্য দৈনিকে কি তাহার সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে?"—স্মিথ দুই এক মিনিট কান পাতিয়া কি শুনিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়া পথ হইতে একখানি সান্ধ্য দৈনিক কিনিয়া আনিল।—সেই দৈনিকখানি সে

রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিতেছিল। সে কাগজখানি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া কৌতূহল ভরে বলিল, "কর্ত্তা, 'ইভ্‌নিং নিউজে' কি খবর বাহির হইয়াছে পড়িয়া দেখুন। অদ্ভুত ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি বাহির হইয়াছে?"

স্মিথ বলিল, "পল সাইনসের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র।—এই পত্রে সে পুলিশকে কঠোর ভাষায় গালি দিয়াছে; সদম্ভে লিখিয়াছে—আজ মধ্যাহ্নে সে পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল স্বাধীনভাবে পুলিশের চক্ষুর উপর বিচরণ করিয়াছে; কেবল তাহাই নহে—সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছে, এবং লণ্ডনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভের সম্মুখ দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া গিয়াছে;—কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারে নাই!"

স্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইল; তিনি কাগজখানি খুলিয়া প্রথমেই একখানি হাতে-লেখা পত্রের অবিকল নকল দেখিতে পাইলেন। পল সাইনস্ যে পত্রখানি লিখিয়াছিল—তাহার ফটো প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহা যে পল সাইনসের স্বহস্ত-লিখিত পত্র ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। পত্রের নীচে তাহার স্বাক্ষর ছিল। সেই হস্তাক্ষর মিঃ ব্লেকের সুপরিচিত। মিঃ ব্লেক রুদ্ধ নিশ্বাসে পল সাইনসের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

পত্রখানি এইরূপ:—

"জন সাধারণের নিকট স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড সত্য কথা গোপনের চেষ্টা করিলে তাহা কি তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? না, সত্য গোপনের অধিকার তাহাদের নাই। কিন্তু আজ বার ঘণ্টার মধ্যে তাহারা ঐরূপ চেষ্টা করিবে—এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, এবং 'ইভ্‌নিং নিউজ' ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করিতেছি—তাঁহারা আগামী কল্য বেলা নয় ঘটিকার সময় সদলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মুদ্রাযন্ত্র বিভাগে (press department) উপস্থিত হইয়া সেখানে দাবী করিবেন—স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড যে সকল লোমাঞ্চকর ঘটনার কথা জানিতে পারিয়াছে—তাহা বিস্তারিত ভাবে তাঁহাদের নিকট

প্রকাশ করা হউক; কারণ সেই সকল ঘটনার বিবরণ তাঁহাদের জানিবার অধিকার আছে।

"পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন, সুনিয়ন্ত্রিত পুলিশ বলিয়া যাহারা দম্ভ প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয় না—সেই লণ্ডন-পুলিশ যদি শান্তি রক্ষায় অসমর্থ হয়, জনসাধারণকে রক্ষা করিতে অকৃতকার্য্য হয়, (failure to protect the public) তাহা হইলে তাহাদের সেই অসামর্থ্য ও অপদার্থতার পরিচয় গোপন করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসঙ্গত; এবং প্রকৃত সত্য জনসাধারণের গোচর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পল সাইনস্ পুনর্ব্বার যে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন—তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে জয়লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি পুলিশের শক্তি ও সম্ভ্রমের বনিয়াদ পর্য্যন্ত (the very foundations of its power and prestige.) আলোড়িত করিবার জন্য যে কঠোর দণ্ডাঘাত করিবেন—তাহার বিবরণ জনসাধারণের নিকট গোপন করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে (Scotland Yard will make every attempt to keep the nation in ignorance…)—এ কথা আমি—পল সাইনস্ দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেছি।"

পঞ্চম প্রসঙ্গ

নৈশ-আহ্বান

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের স্বাক্ষরিত সেই স্পর্দ্ধাপূর্ণ পত্রখানি 'ইভ্‌নি নিউজে' পাঠ করিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহা কি পল সাইনসের অসার ধাপ্পাবাজি, না স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার জন্য অব্যর্থ দণ্ডাঘাত—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পুলিশকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য পল সাইনস্‌ যে কোন বিরাট ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং বিপন্ন পুলিশ অপদস্থ হইয়া তাহাদের লাঞ্ছনার কথা সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণের নিকট গোপন করিবে, বুঝিয়া সে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়াছে—এ কথা মিঃ ব্লেক অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন—দেশের লক্ষ লক্ষ লোক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে তাহাদের 'মুস্কিল আশান' বলিয়া মনে করে, বিপদে সঙ্কটে তাহার অসাধারণ শক্তির উপর নির্ভর করে;—সেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে যদি দেশের জনসাধারণের নিকট অসার, অপদার্থ, পঙ্গু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়—তাহা হইলে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে সে বিশ্বের সম্মুখে উপহাসাস্পদ করিতে পারিবে। দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতা আরম্ভ হইবে, সবেগে লুঠ-তরাজ চলিবে। পল সাইনসের কার্য্যে প্রতিপন্ন হইবে—গবর্মেণ্টের নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী পুলিশ অপেক্ষা পল সাইনস্‌ অধিকতর বলবান! তাহার নেতৃত্বের নিকট সকলেরই মস্তক অবনত হইবে!

কিন্তু মিঃ ব্লেক এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সাইনস্‌ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া নানা স্থানে গোপনে বাস করিতেছিল, সে পুলিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের অপদস্থ করিতে সাহস করিবে—ইহা তাহার অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তিনি তাঁহার হাতের কাগজখানি অবজ্ঞাভরে

টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সাইনস্ বোধ হয় ক্ষেপিয়া গিয়াছে! সে পুলিশকে অপদস্থ করিয়া জনসমাজকে আতঙ্কাভিভূত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, এবং সংবাদপত্রে নিজের ঢাক বাজাইয়া (self-advertisement) সমাজে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। আজ রাত্রে সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নিকট হয় ত কোন রকম 'নাটুকে ভড়ং' (dramatic coup) প্রকাশ করিবে; তাহার ফলে কাল সকালে সকল ঘটনার কথা জানিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

স্মিথ বলিল, "তা বটে, কিন্তু পল সাইনসের এরূপ ষড়যন্ত্রের ফল অনিষ্টজনক হইবে বলিয়াই মনে হয়। সাইনস্ কি মতলবে এই চাল চালিতেছে তাহা জানিতে পারিলে বোধ হয় আমাদের ততদূর দুশ্চিন্তা হইত না; কিন্তু আমরা অন্ধকারে বসিয়া থাকিয়া কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমাদের নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই; তবে এ কথা সত্য যে, সাইনস্ যখনই ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তখনই কোন না কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে! সেই সকল কথা আপনারও বোধ হয় স্মরণ আছে। সে চিঠি লিখিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ডকে চূর্ণ করিয়াছিল। সাইনস্ প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিয়াছিল—সে নেশন্যাল বৃটীশ ব্যাঙ্কের দশ লক্ষ পাউণ্ড লুঠ করিবে। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে দেখা গেল—সাইনসের চেষ্টা প্রায় সফল হইয়াছিল। তাহার পর সে যখন ষ্টেড্‌ফাষ্ট লাইফ্ ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানীকে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল—তখন তাহা তাহার অসাধ্য বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে তাহার সেই সঙ্কল্প প্রায় সফল করিয়াছিল—ইহা আমরা সকলেই জানি। এইবার আবার সে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এক হুজুকে সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়া এরূপ কৌশলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, সে লণ্ডনের রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াই লও কেহ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিল না! সে নির্ব্বিঘ্নে অন্তর্দ্ধান করিয়া উৎকট দম্ভে পুলিশের মনে আতঙ্ক সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছে, জাল

নোট চালাইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মত চতুর গোয়েন্দাকেও প্রতারিত ও অপদস্থ করিয়াছে !”

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন ; তিনি কি বলিবেন—তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পল সাইনস্‌ ছদ্মবেশে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহাকে ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে প্রতারিত করিয়াছিল—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না ; অথচ সে সময় তাহাকে সাইনস্‌ বলিয়া গ্রেপ্তার করিতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই ! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে কাগজ দেখাইয়া পাঁচ পাউণ্ডের জাল নোট লইয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ‘ইভ্‌নিং নিউজে’ সাইনস্‌ যে কথা লিখিয়াছিল—তাহা ত মিথ্যা নহে। সে দয়া করিয়া তাঁহার ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নাম উল্লেখ করে নাই ; তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলে তাঁহারা অধিকতর অপদস্থ হইতেন।

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের স্পর্দ্ধার পরিচয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সেই রাত্রে সাইনসের সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া তাঁহার অসাধ্য মনে হইল। লণ্ডনের কোন্‌ অংশে সে কখন কি ভাবে তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিবে—তাহা তিনি কি উপায়ে জানিতে পারিবেন ?

রাত্রি এগারটা বাজিল। মিঃ ব্লেক তখনও চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্মিথ তাঁহার অদূরে বসিয়া কাগজ হাতে লইয়া পুনঃ পুনঃ হাঁই তুলিতে লাগিল, তাহার পর বিরক্ত হইয়া শয়ন করিতে চলিল।

আরও দশ মিনিট পরে বহির্দ্বারে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ঝন্‌ঝনি শুনিয়া মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলেন ; অত রাত্রে কে দেখা করিতে আসিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া তিনি রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “কে তুমি ?”

উত্তরের পরিবর্ত্তে বাহিরে দাঁড়াইয়া কে শিষ দিল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার সঙ্গে দ্বিতলে চলিলেন। কুট্‌স চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চারি দিকে চাহিলেন,

তাহার পর হুইস্কির বোতল ও গ্লাস টানিয়া লইয়া আধ গ্লাস নির্জ্জলা হুইস্কি গলাধঃকরণ করিলেন! এই ভাবে গলা ভিজাইয়া লইবার পর তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। মদ না গিলিলে অনেক মাতালের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ব্লেক, আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম—এখনও তুমি জাগিয়া আছ। আমি রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত আফিসেই ছিলাম। এগারটার সময় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দরজা বন্ধ হইলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসময়ে যখন আসিয়াছ—তখন নিশ্চয়ই কোন জরুরি সংবাদ আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের টেবিল হইতে একটি চুরুট লইয়া বলিলেন, "ইভ্‌নিং নিউজে পল সাইনসের একখান পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা দেখিয়াছ কি? সেই পাজীটা আজ রাত্রে কি কাণ্ড করিয়া বসিবে বুঝিতে না পারায় আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, 'ইভ্‌নিং নিউজ' দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সাইনসের পত্রের মর্ম্মটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই; তবে তাহার কথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। আজ রাত্রে কি ঘটিবে না ঘটিবে তাহা আমি বলিতে না পারিলেও—এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, লণ্ডনের অধিকাংশ সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার কাল সকালে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া সাইনসের পত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য তোমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে। সংবাদ-পত্রগুলি অনেক সময় পুলিশকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু কখন কখন বিড়ম্বনাজনকও (nuisance) হইয়া উঠে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এই ব্যাপারে আমি ভয়ঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি; আজ রাত্রে আমি ঘুমাইবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। পল সাইনস্ কিরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমি আমার এক বৎসরের বেতন ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের পক্ষ হইতে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যতটুকু করা যাইতে পারে—তাহাই করা হইয়াছে; প্রত্যেক থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ ত সর্ব্বত্রই সতর্ক আছে; এ অবস্থায় তাগিদ দিয়া আর কি অধিক সুফলের প্রত্যাশা করা যাইবে? সাইনস্ লণ্ডনের কোন্ পল্লীতে উপদ্রব আরম্ভ করিবে—তাহা জানিতে পারিলে আমরা সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিতে পারিতাম। (extra men could be detained for duty.)—তুমি কি কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি; অনুমানে নির্ভর করিয়া কি সিদ্ধান্ত করিব বল। সাইনস্ এবার তাহার মতলবের কথা ত প্রকাশ করে নাই। আমরা এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি—সে লণ্ডনের কোন স্থানে লুকাইয়া আছে।—ছিপ্‌ছিপে কনোলী নিউটন ষ্ট্রীটের আফিসে আগুন লাগাইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "না, সে একদম্ ফেরার! আমি তাহার সম্পাদিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের সহিত দেখা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কনোলী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিল না। আমি আরও জানিতে পারিয়াছি—সেই প্রতারক সম্পাদকের আফিস হইতে যে সকল পাঁচ পাউণ্ডের নোট উপহারস্বরূপ বিতরণ করা হইয়াছিল—সেগুলি সমস্তই জাল নোট!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তুমি ত নিজেই একজন ভুক্তভোগী। সাইনসের চাতুরী ভেদ করা কিরূপ কঠিন তাহাও তুমি জান।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নিস্তব্ধভাবে চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন; ক্রমে রাত্রি বারটা বাজিল, তখনও তিনি উঠিলেন না। মিঃ ব্লেকও তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পল স্মাইনস্

সেই রাত্রে লণ্ডনের কোন্ অংশে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে—এই চিন্তায় তাঁহাদের চক্ষুতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল না। (the thought was not one to induce sleep.)

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া টেলিফোনের কলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে—এরকম অসময়ে কে আমাকে টেলিফোনে ডাকিতেছে? এ সময় আমি সাড়া দিতে চাহি না। লোকটা ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হউক।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "না, তোমার সাড়া না দেওয়া সঙ্গত হইবে না, বিশেষতঃ আজ রাত্রে। কে কি উদ্দেশ্যে এই অসময়ে তোমার সন্ধান করিতেছে—তাহা জানিতে হইবে বৈ কি!"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া 'রিসিভার' তুলিয়া লইলেন, এবং র‍ং করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট স্বরে সাড়া দিলেন।

প্রশ্ন হইল, "মিঃ ব্লেক! আপনিই কি মিঃ ব্লেক?"—কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ও ব্যাকুলতার অভাব ছিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি বিপদ! আমি ত বলিয়াছি—আমিই রবার্ট ব্লেক, আপনি কে?" (who are you?)

উত্তর হইল, "আমি—বিচারপতি সোয়েন্ কথা বলিতেছি;—হাঁ, আমার নাম বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন। আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাই মিঃ ব্লেক! আপনি দয়া করিয়া আসুন। আমার বিশ্বাস, অবিলম্বে কোন সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা অপরিহার্য্য!"

"বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন এই রাত্রি বারটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে উৎসুক! কে তিনি? পল সাইনসের সঙ্গে তাঁহার কি কোন সম্বন্ধ আছে?"—মনে মনে এই কথা বলিয়া মিঃ ব্লেক বাঁ-হাতে নোট-বহিখানি টানিয়া লইয়া খুলিলেন, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন—ষোল বৎসর পূর্ব্বে পল সাইনস্ নরহত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপরদ্দ হইলে, যে বিচারক

নিরপরাধ পল সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—তিনিই বিচারপতি এনড্রু সোয়েন! ভ্রান্ত জুরিদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হওয়ায় সেই বিচার-বিভ্রাটের জন্য তিনিও আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন। সুতরাং পল সাইনস্ যে তাঁহার নাম শত্রু-তালিকাভুক্ত করিয়া তাঁহাকেও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পল সাইনস্ সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার দণ্ড উত্তোলিত করিলেও বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। মিঃ ব্লেক সেই গভীর রাত্রে টেলিফোনের তারের ভিতর দিয়া বিচারপতি সোয়েনের কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার আভাস পাইয়া বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; তাঁহার ধারণা হইল—এবার বিচারপতি সোয়েনের পালা! পল সাইনস্ এতদিন পরে তাঁহাকেই চূর্ণ করিবার জন্য সংহারাস্ত্র উদ্যত করিয়াছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, এখন অত্যন্ত অসময়; আপনার কি আশঙ্কার কোন কারণ আছে?"

বিচারপতি সোয়েন অধীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আশঙ্কার কারণ না থাকিলে এই রাত্রি বারটার সময় আপনাকে বিরক্ত করিতাম? হাঁ, আমার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই নবপিশাচ পল সাইনসের নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা অত্যন্ত আতঙ্কদায়ক। সে আমাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, প্রভাতের পূর্ব্বেই সে আমার সর্ব্বনাশ করিবে; বোধ হয় আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। আপনি দয়া করিয়া আসুন, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না।"

ইনস্পেক্টর কুট্স বিচারপতির কথা শুনিতে না পাইলেও মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বুঝিলেন—মিঃ ব্লেক টেলিফোনে কোন দুঃসংবাদ পাইয়াছেন। তিনি ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক!—টেলিফোনে নিশ্চয়ই কোন মন্দ সংবাদ পাইয়াছ। কে তোমাকে ডাকিয়া কি কথা বলিল?"

মিঃ ব্লেক ইনস্পেক্টর কুট্সকে নিস্তব্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া—টেলিফোনের রিসিভারের নিকট ওষ্ঠ স্থাপন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি বলিলেন, পল

সাইনসের নিকট হইতে আপনি সংবাদ পাইয়াছেন!—কি সংবাদ পাইয়াছেন বলুন ত। সে আপনাকে কিরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছে?"

বিচারপতি বলিলেন, "তাহা আমি ঠিক বলিতে পারিব না, কারণ আমি নিশ্চিত কিছুই জানিতে পারি নাই; তবে টেলিফোনে যে সংবাদ পাইয়াছি—তাহা অত্যন্ত আতঙ্কজনক! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, দয়া করিয়া শীঘ্র—এই মুহূর্ত্তেই আসুন মিঃ ব্লেক! আপনি এখানে আসিলে সকল কথা আপনাকে বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিব। টেলিফোনে সেই সকল কথা আপনাকে বলিতে আমার সাহস হয় না। আপনি আমার বাড়ীর ঠিকানা জানেন না কি? আমার বাড়ীর ঠিকানা—ডলউইচ পল্লীর রেড্ হাউস।—আপনি এই মুহূর্ত্তেই আসিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"তা আসিতে পারি, তবে কি না"—কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই খট্ করিয়া শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে 'লাইন্' বন্ধ হইয়া গেল। মিঃ ব্লেক আর কোন সাড়া পাইলেন না। বিচারপতির ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ নীরব!—মিঃ ব্লেক অগত্যা রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্সের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্স অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "এই রাত্রি বারটার পর কে—"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বড় যে-সে লোক নহে! যিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন—তিনি বিচারপতি এন্‌ড্রু সোয়েন। ষোল বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারই বিচারে—অথবা অবিচারে পল সাইনসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। উনি আজ রাত্রে পল সাইনসের নিকট হইতে অতি ভীষণ সংবাদ পাইয়াছেন; পল সাইনস্ উঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে! এ জন্য বিচারপতি আতঙ্কে অধীর হইয়া আমাকে উঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, অর্থাৎ উনি বোধ হয় আশা করিয়াছেন—পল সাইনসের পিস্তলের গুলী আমি 'গোল্লা খা-ডালা' করিয়া উঁহার প্রাণরক্ষা করিব!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হাত বাড়াইয়া টুপিটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম!—এতক্ষণ পরে পল সাইনসের মতলব বুঝিতে পারা গিয়াছে। এইবার জজ সাহেবকে সে সাবাড় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে! এই জজটি 'ঘটিরাম' না হইলে কি আমাদের এত দুর্গতি হয়? যদি তিনি অবিচারে পল সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে পল সাইনস্‌ ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত সমাজের বুকে বসিয়া এ ভাবে রক্ত পান করিত না; আমাদেরও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিবা রাত্রি প্রাণ হাতে করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইতে হইত না। কিন্তু বেচারার প্রাণরক্ষার উপায় করিতে হইবে ত? তোমার মতলব কি?—তুমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলে যে! কি স্থির করিলে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জজ সোয়েনের কণ্ঠস্বর আমার অপরিচিত। তিনিই যে টেলিফোনে আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন—এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে কৃতনিশ্চয় হওয়া প্রয়োজন। দেখ কুট্‌স, টেলিফোনের আহ্বানে কখন কখন প্রতারিত হইতে হয়—ইহা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে না; আমি একাধিক বার ঠেকিয়া শিখিয়াছি। বিপদে পড়িয়া বিচারপতি সোয়েনই এই রাত্রে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন—ইহার অকাট্য প্রমাণ না পাইলে আমি রাত্রিকালে বাহিরে যাইব না। বক্তার কণ্ঠস্বরে যে আতঙ্ক ও বিহ্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা কৃত্রিম বলিয়া মনে হইল না; সুতরাং বিচারপতি সোয়েনই যে আমার সাহায্য-প্রার্থী, এ বিষয়ে সন্দেহের তেমন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; বিশেষতঃ, পল সাইনস্‌ বিচারপতি সোয়েনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে সে সংবাদ অবিশ্বাসেরও যোগ্য নহে; তথাপি এ বিষয়ে আমাকে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।"—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টেলিফোনের রিসিভারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং টেলিফোনের 'অপারেটর'কে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাঁহার সহিত তিনি অল্পকাল পূর্ব্বে আলাপ করিলেন—তাঁহার ঠিকানা কি?

প্রায় দুই মিনিট পরে 'অপারেটর' তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল; তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক 'রিসিভার' রাখিয়া টেলিফোনের 'ডাইরেক্টরী' দেখিতে লাগিলেন। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সোয়েন—এন্‌ড্‌—রেড্‌ হাউস, ডল্‌উইচ্‌ পল্লী।—শোন

কুট্‌স, বিচারপতি সোয়েনের বাড়ী হইতেই টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অন্য কেহ কোন দুরভিসন্ধিতে তাঁহার টেলিফোন ব্যবহার করিয়াছে ইহা বিশ্বাস হয় না; সুতরাং বোধ হয় ইহার মধ্যে প্রতারণা নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "বিচারপতি সোয়েন বিপদের আশঙ্কায় তোমার সাহায্য প্রার্থনায় টেলিফোন করিয়াছেন; সাইনস্ আজ রাত্রে তাঁহার সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি সেখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারিব? আমরা সেখানে গিয়া দেখিব—বিচারপতি হয় নিরুদ্দেশ, না হয় নিহত হইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিচারপতি সোয়েন যদি জানিতে পারিতেন—তাঁহার বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—তাহা হইলে তিনি আমাকে টেলিফোনে সংবাদ দেওয়ার পূর্ব্বেই স্থানীয় থানায় সংবাদ দিয়া পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। আমার সেখানে উপস্থিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই পুলিশ তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিত। বিচারপতি সোয়েন আমাকে কি জন্য টেলিফোন করিলেন—তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে আমি তাঁহাকে পুলিশের অপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারিব না—ইহা তিনি কি জানেন না? তথাপি তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিলেন। স্মিথ তখন তাহার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত ছিল; মিঃ ব্লেক তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাকে ডাকিলেন না। তাঁহারা পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি পাওয়ায় তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক যে ট্যাক্সিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন, ইহা সেই ট্যাক্সি!—ট্যাক্সিওয়ালা যেন জানিতে পারিয়াছিল—তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে যাইবেন, এবং তাঁহার প্রতীক্ষাতেই সে যেন গাড়ী লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু পূর্ব্বপরিচিত ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ

করিলেন না। তিনি ট্যাক্সিতে উঠিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের পাশে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ট্যাক্সি দ্রুতবেগে নদী পার হইয়া লণ্ডনের দক্ষিণাংশে ধাবিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবসন্ন পদদ্বয় ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ ব্লেক, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছিলাম। তোমার বাড়ীতে না আসিলে আমি কি জানিতে পারিতাম—শয়তান সাইনস্ আজ কাহার সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছে? বৃদ্ধ বিচারপতি সোয়েনের বয়স এখন প্রায় আশি বৎসর; অনেক দিন পূর্ব্বে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে এত দিন পরে নির্য্যাতনের চেষ্টা করিয়া সাইনস্ কিরূপ হীনতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেছে—ইহা চিন্তা করিয়া আমি কেবল বিস্মিত নহি, অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সাইনস্ কি মানুষ? সে এখন শোণিত-লোলুপ নেক্‌ড়ে; তাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই। বিচারপতি সোয়েনের বয়স এখন আশি বৎসরেরও অধিক, কারণ যোল বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি পল সাইনসের মামলার বিচার করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি বোধ হয় সাইনসের পিতার সমবয়স্ক। তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়া সাইনস্ যদি আনন্দ লাভ করে—তাহা হইলে তাহার প্রকৃতি কিরূপ তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আমার মনে হয়—"

মিঃ ব্লেক সহসা নীরব হইলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়?—কথাটা শেষ না করিয়া হঠাৎ চুপ করিলে কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার মনে হয় এই বৃদ্ধ বিচারপতিকে উৎপীড়িত করিবার জন্যই সাইনসের এসকল যোগাড়-যন্ত্র ও ষড়যন্ত্র হইয়া থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে 'মশা মারিতে কামান পাতা!' জাবেজ নোল্যাণ্ড ও সার হারলি জেম্‌সকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে যে বিরাট আয়োজন করিয়াছিল, যেরূপ চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল—তাহার সহিত তুলনা করিলে মনে হয় এবার তাহার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে ভাবিয়াছে যদি সে বৃদ্ধ বিচারপতিকে হত্যা করিতে পারে—তাহা হইলে তাহার গৌরব-বৃদ্ধি হইবে! লণ্ডনের সংবাদ-পত্র সমূহে প্রকাশিত হইবে—ষোল বৎসর পূর্ব্বে বিচারপতি সোয়েন বিনা-অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করায় সে এই দীর্ঘকাল পরে তাঁহার অবিবেচনার প্রতিফল দিয়াছে। বিচারপতি সোয়েন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবন-সায়াহ্নেও তাহার প্রতিহিংসা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না।—এই সংবাদ পাঠে সে ও তাহার অনুচরেরা আনন্দিত হইবে, এবং মনে করিবে ব্রিটীশ বিচার-পদ্ধতির উপর প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিয়াছে।"

ট্যাক্সি ব্রিক্সটন অতিক্রম করিয়া হার্ণি হিল অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার পর নানা পথ ঘুরিয়া ডল্‌উইচ পল্লীতে প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্র পল্লী তখন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন; সেই গভীর নিশীথে সেই শান্তিময় পল্লীতে উপস্থিত হইয়া পল সাইনস্ কোন নিষ্ঠুর কার্য্য করিবে—ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

সেই পল্লীর পথ ঘাট ট্যাক্সিওয়ালার সুপরিচিত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল, কারণ সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বিচারপতি সোয়েনের বাসগৃহের সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া গাড়ী থামাইল। বিচারপতির অট্টালিকার বহির্দ্বারে একখানি তাম্রফলকে খোদিত ছিল—'দি রেড্ হাউস' অর্থাৎ লাল কুঠী।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গাড়ী হইতে নামিয়া ট্যাক্সিচালককে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি সেই অট্টালিকার দিকে চাহিয়া কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মানসিক উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর হইল। অনন্তর তিনি মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং দেউড়ী পার হইয়া গৃহদ্বারের সম্মুখীন হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমরা ঠিক সময়েই এখানে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে ব্লেক! এখানে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ঐ দেখ জানালা দিয়া ঘরের আলো দেখা যাইতেছে। —তুমিই আগে চল ব্লেক! কারণ বিচারপতি সোয়েন তোমাকেই আহ্বান করিয়াছেন। আমার স্মরণ আছে—লোকটির প্রকৃতি উদ্ধত। আমাকে দেখিয়া

তাঁহার মেজাজ গরম হইতে পারে; আমি পুলিশের লোক,বিনা-আহ্বানে আমাকে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিলে তিনি হয় ত ক্ষেপিয়া উঠিয়া আমাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিবেন। আমি আগে যাইব না।"

মিঃ ব্লেক অগ্রবর্ত্তী হইলে কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারী একটি ক্ষীণকায় প্রৌঢ় দ্বার খুলিয়া দিল। সে তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত হল-ঘরে লইয়া চলিল। লোকটির বিনীত ব্যবহারে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আশ্বস্ত হইলেন। সেই ব্যক্তি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনিই ত মিঃ ব্লেক? জজ সাহেব আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন মহাশয়!—তিনি আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবেন। আমার সঙ্গে আসুন।"

মিঃ ব্লেক তাহার সহিত অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও তাঁহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু সেই কক্ষে তাঁহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের বাহিরের বারান্দা দিয়া কিছু দূরে আর একটি কক্ষ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই কক্ষটির দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, উভয় পার্শ্বস্থ বাতায়ন পর্দ্দা দ্বারা আচ্ছাদিত। অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার দিয়া তাঁহারা সেই কক্ষে একটি বৃদ্ধের তুষারশুভ্র কেশরাশি এবং একখানি হাতমাত্র দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেও বৃদ্ধ সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সাড়া শব্দ না পাইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দুই এক পা অগ্রসর হইলেন, এবং কাশিয়া সাড়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আশা করি আপনিই মিঃ জষ্টিস্ গোয়েন?"

বৃদ্ধ তথাপি কথা কহিলেন না; তাঁহার কোন অঙ্গ নড়িল না। সেই কক্ষে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত; কেবল ঘড়ির টিক্‌-টিক্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেকের মন হঠাৎ গভীর সন্দেহে পূর্ণ হইল। বৃদ্ধটি চেয়ারের হাতায় মাথা গুঁজিয়া বসিয়া ছিলেন; মিঃ ব্লেক সেই চেয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে একটি ধাক্কা দিলেন। সেই ধাকায় চেয়ার কাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের মস্তক চেয়ার হইতে মেঝের গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন ; ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "বিচারপতি নিহত হইয়াছেন!—আমরা আসিয়াছি বটে, কিন্তু বড়ই বিলম্বে আসিলাম!" (we're too late.)

সেই মুহূর্ত্তে বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "না মিঃ ব্লেক, একটুও বিলম্ব হয় নাই ; ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। হাঁ, ঠিক দরকারের সময়টিতেই।"

কি সর্ব্বনাশ! এ স্বর যে মিঃ ব্লেকের পরিচিত! মিঃ ব্লেক সেই কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া পর্দ্দা দ্বারা অর্দ্ধাবৃত একটি বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; সেখানে তিনি পল সাইনস্‌কে ঈষৎ কুব্জভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহার দৃষ্টি স্থির, তাহাতে নিষ্ঠুরতা ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে কঠোর হাসি ; কিন্তু তাহা পিশাচের হাসির ন্যায় ভীষণ! তাহার অস্থিসার শিরাবহুল শীর্ণ হস্তে একটি পিস্তল, সে সেই পিস্তলটি মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক পল সাইনস্‌কে সেই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া চক্ষুর নিমেষে বুকের পকেটে হাত তুলিলেন ; কিন্তু তিনি পকেট স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সাইনস্ দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, না, ঐ কার্য্যটি করিও না, পকেটে হাত পুরিয়াছ কি তোমরা দু-জনেই মরিয়াছ। তোমরা উভয়েই শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাক। আমি আশা করিয়াছিলাম—এক ঢিলে দুই পাখী মারিব ; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এক ঢিলে তিন পাখী (three birds with one stone.) বধ করিবার সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে! আমার এ পিস্তল নিঃশব্দে গুলীবর্ষণ করে ; আমি তোমাদিগকে এক ইঞ্চি নড়িতে দেখিলেই গুলী করিয়া মারিব। তোমরা বোধ হয় এতদিনে জানিতে পারিয়াছ—পল সাইনসের কথার কখন অন্যথা হয় না।" (always keeps his word.)

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

সাইনসের হাত সাফাই

মৃত্যু অপরিহার্য্য দেখিয়া সম্মুখ-মৃত্যুকে সদম্ভে আলিঙ্গন করিলেই যে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করা হয় এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। তরবারি আস্ফালন করা অপেক্ষা তাহা কোষে আবদ্ধ করিয়া রাখাই অনেক সময় বীরত্বের নিদর্শন। যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট ভাবে বিপদের মুখে জীবন বিসর্জ্জন করে—তাহাকে বীর না বলিয়া মূঢ় বলাই সঙ্গত। (is less a hero than a fool) মিঃ ব্লেক পল সাইনসের গুলীতে নিহত হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি ও ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সাইনসের আদেশে তৎক্ষণাৎ উভয় হস্ত মাথার উপর তুলিলেন। কিন্তু তিনি মাথার উপর হাত তুলিয়াও নিশ্চিন্ত রহিলেন না; কি কৌশলে সাইনসের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সাইনসের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার বিন্দুমাত্র অসতর্কতার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (waiting for the slightest relaxation of caution.) পল সাইন্‌স এরূপ অতর্কিতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া দূরের কথা—আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কাও সামলাইতে পারেন নাই। তথাপি সাইন্‌সের এইরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব ইহাও মিঃ ব্লেক মনে করিতে পারেন নাই। তিনি যে মুহূর্ত্তে বিচারপতি সোয়েনের নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—বিচারপতি সোয়েন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—ইহা একটু অস্বাভাবিক, ভিতরে কোন রহস্য আছে। তিনি বিপন্ন হইয়া থাকিলে নিকটস্থ থানায় সংবাদ না দিয়া বহুদূরবর্ত্তী লণ্ডনে টেলিফোন করিয়া মিঃ ব্লেকের সাহায্য-প্রার্থী হইবেন কেন?—তিনি এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া যথেষ্ট সতর্কতাও

অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিচারপতির বাড়ী হইতে টেলিফোন করা হইয়াছিল—ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে পল সাইন্‌সেরই কবলে পড়িতে হইল। এখন তাঁহাদের অবস্থা—‘ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।’

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষে মেঝের উপর নিপতিত বিচারপতি সোয়েনের প্রাণহীন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাইন্‌সকে কঠোর স্বরে বলিলেন, "ওরে ইতর নরহন্তা, এই অপরাধে তোকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে হইবে। ইহার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড।"—কিন্তু ক্রোধে কাঁপিতে থাকিলেও মাথার উপর হইতে তিনি হাত নামাইতে সাহস করিলেন না।

পল সাইন্‌স তাঁহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না ইন্‌স্পেক্টর, বিচারপতি সোয়েনের হত্যাপরাধে আমার ফাঁসি হইবে না। তোমার অনুমান সত্য নহে। বিচারপতি সোয়েনকে আমি হত্যা করি নাই; এই হতভাগ্য বৃদ্ধ স্বাভাবিক ভাবেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আমি উহার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলীও উত্তোলন করি নাই। আমাকে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উহার মনে যে আতঙ্ক হইয়াছিল, সেই আতঙ্কে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতেই উহার মৃত্যু হইয়াছে। (he died of heart-failure.) উহার শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা আমার উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্ তোমার এখানে হঠাৎ উপস্থিতি! উনি জানিতেন, উঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। উনি তোমার নিকট হইতে আতঙ্কজনক সংবাদ পাইয়া যখন মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন আমি মিঃ ব্লেকের ঘরে উপস্থিত ছিলাম। হাঁ, উনি ব্লেককে জানাইয়াছিলেন—তোমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই উনি আতঙ্কে অধীর হইয়াছিলেন।"

পল সাইন্‌স তাহার হাতের পিস্তল উভয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বাগাইয়া ধরিয়াই মাথা নাড়িয়া বলিল, "না গো ইন্‌স্পেক্টর সাহেব! তোমার কথা সত্য নয়। বিচারপতি সোয়েন তোমার বন্ধু মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে কোন কথা

বলে নাই, এখানে উহাকে আসিতেও অনুরোধ করে নাই। বেকার ষ্ট্রীটে টেলিফোন করিয়া যিনি মিঃ ব্লেককে এখানে আহ্বান করিয়াছিলেন—তিনি মিঃ পল সাইনস্, অর্থাৎ স্বয়ং আমি,—এই অধম। বিচারপতির ঐ টেলিফোন আমিই ব্যবহার করিয়াছিলাম; নতুবা আমি কি আমার দুই মহাশত্রুকে এভাবে ফাঁদে ফেলিতে পারিতাম?—তোমরা কোন্ কীটস্য কীট যে, বিচারপতি সোয়েন তোমাদের সাহায্য প্রার্থনায় লণ্ডনে টেলিফোন করিবে?—আমার এই সামান্য চালাকি বুঝিতে পার না, অথচ মাদার গাছে দাদ চুল্‌কাইতে তোমাদের সাধ হয়!"

পল সাইনসের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ঝাঁটার মত কণ্টকিত গোঁফ মনস্তাপে ঝুলিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক ঈষৎ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, এ চালাকি আমাদের বুঝিতে পারা উচিত ছিল। আমাদের এই নিব্বুদ্ধিতার মার্জ্জনা নাই। বিচারপতি সোয়েন চেষ্টা করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেন; এ অবস্থায় লণ্ডনে আমাকে কেন সংবাদ দিবেন—ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পল সাইনস্‌কে বলিলেন, "আমাদের নিব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া তোমার মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়াছে। উত্তম,এখন বল—তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছ।"

পল সাইনস্ বলিল, "তোমাদিগকে?—না, আমি তোমাকে এখানে আহ্বান করি নাই। তোমাকে আমি মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করি না, আমার নিকট তুমি একটা তুচ্ছ পতঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আমি কেবল মিঃ ব্লেককেই এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম। তুমি তাহার লেজ ধরিয়া আসিয়া আমার কৈফিয়ৎ চাহিতেছ কেন? তোমাকে কি আমি ডাকিয়াছি? তোমার নির্লজ্জতা ও স্পর্দ্ধার পরিচয় পাইয়া হাসিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। হাঁ, আমি মিঃ ব্লেককেই বিচারপতি সোয়েনের নামে এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম; তবে তুমিও স্বেচ্ছায় আসিয়া জুটিয়াছ—ইহাতে আমি অসুখী হই নাই, বরং আনন্দিতই হইয়াছি। তোমাদিগকে অনেক কথাই

বলিবার ছিল, কিন্তু সে অবসর আমার নাই ; প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাকে কিছু কাজ শেষ করিতে হইবে, এজন্ত আমাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিতে হইতেছে। যদি তোমরা ম্যান্টল্‌পিসের ঐ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে রাত্রি এখন একটা বাজিয়া নয় মিনিট হইয়াছে। একটা বাজিয়া বার মিনিট হইলে এই কক্ষে একটির পরিবর্ত্তে তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া থাকিবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই আমি কার্য্যারম্ভ করিয়াছি। আমি মনের কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে অভ্যস্ত নহি ; এইজন্ত সরলভাবে বলিতেছি—তোমাদের দু'জনকে আর তিন মিনিটের মধ্যেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ তোমরা এখনই মরিবে।"

পল সাইনস্ এভাবে কথাগুলি বলিল, যেন সে তাঁহাদের সঙ্গে তামাসা করিতেছিল ! কিন্তু মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—সে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের উভয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প। ইহা তাঁহাদিগকে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন নয়। সে নিঃসন্দেহে নিশ্চিতই তাঁহাদিগকে গুলী করিয়া মারিবে। আর তিন মিনিট মাত্র সময় আছে ! এখন কর্ত্তব্য কি ?

পল সাইনসের চক্ষুতে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিল, সে অধর দংশন করিয়া পিস্তলের নল আর একটু উঁচু করিয়া লক্ষ্য স্থির করিল। তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটসের সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল,(ট্রাউজারের অবস্থা কি হইল—তাহা অন্তের অজ্ঞাত) তবে তাঁহার দুই চক্ষু ভয়ে কপালে উঠিল, মুখ চূন হইয়া গেল। তিনি আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিলেন, "অঁা, তুমি বলিতেছ কি ? তুমি আমাদিগকে গুলী করিয়া মারিবে ? স্বেচ্ছায় নরহত্যা করিবে ? ইচ্ছা করিয়া ফাঁসির দড়ি গলায় পরিবে ? না, না, তুমি তত নির্ব্বোধ নহ ; আমাদিগকে তুমি ভয় দেখাইয়া কাহিল করিতে চাহিতেছ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটসের কথা শুনিয়া পল সাইনস্ ক্ষিপ্তের ন্যায় হী-হী করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, দুই মিনিট কাটিয়া গেল ; কিন্তু তোমার কথার উত্তর না দিয়া গুলী করিলে তোমার মনে একটু আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে। আমার দয়ার শরীর, তোমার মৃত্যুকালে ঐ আক্ষেপটুকু

থাকিতে দিব না।—আমি তোমাদিগকে বৃথা ভয় দেখাইতেছি না। সত্যই তোমাদিগকে গুলী করিব। আমি জানি এই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু প্রাণদণ্ডের মত কাজ অনেক করিয়াছি। একবারের বেশী দুইবার ফাঁসী হইবে কি? মিঃ ব্লেক, আমার শত্রুগণের নামের যে তালিকা আছে—সেই তালিকার অনেক নীচে তোমার নাম ছিল; কিন্তু তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমার অনেক কাজ নষ্ট করিয়াছ, আমার অনেক সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছ। আমার যে অনিষ্ট করিয়াছ তাহার প্রতিকার নাই; সে কিরূপ সাংঘাতিক ক্ষতি—তাহা তুমিও জান। এই সকল কারণে তোমার নাম তালিকার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে; এইবারই তোমার পালা। তোমাকে হত্যা করিলে আমার অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। তোমাকে আমি অনেকবার সতর্ক করিয়াছি, অনধিকার-চর্চ্চা করিতে নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই। এখন তাহার ফলভোগ কর; আর তোমার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঐ বেহায়া কুকুরটাও মরুক।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই পল সাইনস্ তাহার হাতের পিস্তলটা ঈষৎ নামাইয়া মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিল; তাহার পর সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "তোমারই অনধিকার-চর্চ্চার ফলে আমার একটি পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে, আর তিনজন আজও জেলে পচিতেছে! আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন কুকুরকে গ্রাহ্য করি না; কিন্তু তোমার শত্রুতায় আমার যে ক্ষতি হইয়াছে—তাহা পূরণ হইবার নহে। এজন্ত আমি নূতন কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে হত্যা করিতেছি। তোমার ধৃষ্টতার ফলভোগ কর।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—আর রক্ষা নাই, পল সাইনস্ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; সে মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার বক্ষঃস্থলে গুলী করিবে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইহজীবনের অবসান হইবে। কিন্তু তিনি আত্মরক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। পল সাইনস্ তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে একটু হটিয়া গিয়া গুলী করিবে—সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক সম্মুখস্থ চেয়ারখানি উভয় হস্তে উর্দ্ধে তুলিলেন, পিস্তলের শব্দ হইল না, কিন্তু গুলী চেয়ার বিদীর্ণ করিয়া অন্ত দিকে চলিয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চিৎকার করিয়া বলিলেন,"ব্লেক উহার গুলী ব্যর্থ হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, তাহার পর পল সাইনস্‌কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ মেঝের উপর পড়িয়া ছিল, তাহাতে বাধিয়া তিনি সেই মৃতদেহের উপর আছাড় খাইলেন। মিঃ ব্লেক এক লম্ফে সাইনস্‌কে আক্রমণ করিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার কণ্ঠ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে বিদ্যুদ্বেগে সরিয়া গেল, এবং তাহার হাতের পিস্তলটা উর্দ্ধে তুলিয়া সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক বাতির ফানুষের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিল।

বাতিটা কড়ি-কাঠের সঙ্গে ঝুলিতেছিল। পল সাইনসের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। বাতিটা সেই আঘাতে চূর্ণ হইল, এবং কাচগুলা ভাঙ্গিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িল। দীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত কক্ষ সহসা নিবিড় অন্ধকারে (ebony blackness) আচ্ছন্ন হওয়ায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও পল সাইনস্ তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। সে তখন একটি জানালার অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়াই সেই জানালা খুলিয়া ফেলিল, এবং সেই দিকের বাগানে প্রবেশ করিল।

পল সাইনসের আশা ছিল—সে সেই কক্ষেই মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে; কিন্তু আশাপূর্ণ না হওয়ায় সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। সেই অট্টালিকায় আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা সে নিরাপদ মনে না করিয়া ডলউইচ পল্লী ত্যাগের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বিচারপতি সোয়েনের বাগানের বাহিরে আসিল।

পল সাইনস্ পথে আসিয়া, পকেট হইতে ফেল্টের টুপি বাহির করিয়া মাথায় আঁটিয়া দিল, এবং একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী একখানি মোটর-কারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই গাড়ীতেই বিচারপতি সোয়েনের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

এই গাড়ীখানি সুইফ্‌টসিওর কোম্পানীর আড্ডার গাড়ী—ইহা পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। পল সাইনসের আদেশেই এই গাড়ীর ড্রাইভার যথাসময়ে বেকার ষ্ট্রীটে মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল।

মোটর-চালক পল সাইনস্‌কে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া দিল। পল সাইনস্ গাড়ীতে উঠিয়া তাহার পাশেই বসিয়া পড়িল। মোটর-চালক সেই মুহূর্ত্তে গাড়ী চালাইয়া তাহাকে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি খুব সাফাই-হাতে কাজ শেষ করিয়াছেন। পিস্তলের আওয়াজ হয় নাই; কাজেই গোয়েন্দা হুটো বুড়ো জজের ঘরে অক্কা লাভ করিয়াছে—ইহা কেহই জানিতে পারিবে না। কি চমৎকার পিস্তল,হাজার টাকা পাইলেও আমি কখন উহা হাতছাড়া করিব না।"

পল সাইনস্ যে পিস্তলটি লইয়া গিয়াছিল,তাহা এই মোটর-চালকেরই পিস্তল। মোটর-চালকটি যে-সে লোক নহে; ইহারই নাম 'চট্‌পটে' হ্যারিস্।—চিকাগো হইতে সে লণ্ডনে আসিয়া পল সাইনসের দলে যোগদান করিয়াছিল। পিস্তলটি তাহার বড় সখের জিনিস ছিল। পল সাইনস্ সেই পিস্তল-নিক্ষেপে বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিতে গিয়া পিস্তলটি হারাইয়া আসিয়াছে; তাহা মিঃ ব্লেক বা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হস্তগত হইয়াছে—ইহা সে 'চট্‌পটে' হ্যারিসের নিকট প্রকাশ করিল না। সে বুঝিল—তাহা উদ্ধার করিতে হইলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে।

পল সাইনস্ যে সময় পিস্তল নিক্ষেপ করিয়া বিজলি-বাতির ফানুসটি চূর্ণ করিয়াছিল—সে সময় মিঃ ব্লেক সেই আলোকাধারের ঠিক নীচেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আলোকাধারের কাচগুলি তাঁহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার গাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কোন্ দিকে যাইবেন—তাহাও বুঝিতে পারিলেন না; যাহা হউক, অবশেষে অগ্নিকুণ্ডের মৃদু আলোকে তিনি দিক্ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন,"কুট্‌স্ কোথায় তুমি! তোমার সাড়া পাইতেছি না কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অন্ধকারে চতুর্দ্দিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন,—"এই যে আমি, আছাড় খাইয়াছি! সাইনস্ কোথায়?—সে কোন্ দিক দিয়া পলায়ন করিল? তোমার কাছে বিজলি-বাতি নাই?"

খোলা জানালা দিয়া বাতাসের একটা দমকা আসিয়া মিঃ ব্লেকের চোখে মুখে লাগিল; তিনি বুঝিলেন সাইনস্ সেই পথে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তিনি পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার আলোকে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ ভিন্ন সেই কক্ষে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের প্রান্তবর্ত্তী সেই খোলা জানালা দিয়া পার্শ্বস্থ বাগানের দিকে চাহিয়া, সাইনসের পলায়ন সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সে আবার আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে?—কিন্তু সে আর অধিক দূর পলায়ন করিতে পারিবে না ব্লেক! তুমি বাগান দিয়া তাহার অনুসরণ কর, আমি সম্মুখের পথে যাইতেছি। আজ তাহাকে গ্রেপ্তার করাই চাই।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই খোলা জানালা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষ হইতে সম্মুখস্থ হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ! (the hall was locked on the outer side.)

দ্বার রুদ্ধ দেখিয়াই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন, যে লোকটি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াছিল সে বিচারপতি সোয়েনের পরিচারক নহে, সে শঠ সাইনসেরই কোন অনুচর। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অসহিষ্ণু ভাবে রুদ্ধ দ্বারে দুম্‌দাম্ শব্দে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। কয়েক বার পদাঘাতের পর দ্বারের অর্গল দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুক্তদ্বার দিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া চক্ষুর নিমেষে পথে নামিয়া আসিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পথে আসিয়াই দেউড়ীর অদূরে মিঃ ব্লেককে দণ্ডায়মান

দেখিলেন। মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া পথের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি ধাবমান মোটর-গাড়ীর পশ্চাতের লোহিতালোক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—পল সাইনস্‌ সেই গাড়ীতে উঠিয়া চম্পটদান করিয়াছে! মোটর-কারের ইঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ দূর হইতে বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে বলিলেন, "পল সাইনস্‌ আমাদেরই গাড়ী লইয়া পলায়ন করিল! সে এই গাড়ীতে উঠিয়া-বসিয়া সোফেয়ারকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাইয়াছিল; সে প্রাণভয়ে সাইনসের আদেশ পালন করিয়াছে।"—সোফেয়ার যে সাইনসেরই অনুচর—ইহা মিঃ ব্লেক তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিল, "সাইনস্‌ এখানে একাকী আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, যে লোকটা আমাদিগকে বিচারপতি সোয়েনের সঙ্গে দেখা করাইতে লইয়া গিয়াছিল—সে সাইনসের দলভুক্ত দস্যু।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে একটি হুইশ্‌ল বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিলেন; তিনি ক্রমাগত পাঁচ মিনিট বোঁ-বোঁ শব্দে বংশীধ্বনি করিয়াও কাহারও সাড়া পাইলেন না। কোন পাহারাওয়ালা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল না। সেই রাত্রে সে অঞ্চলে কোন পাহারাওয়ালা রোঁদে বাহির হইয়াছিল—ইহারও কোন প্রমাণ মিলিল না।

যাহা হউক, সেই হুইশ্‌ল শুনিয়া সেই পল্লীর অনেক লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহারা ঘরের জানালা খুলিয়া মাথা বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে লাগিল। গৃহবাসীরা ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া বংশীধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কেহ কাহারও নিকট সদুত্তর পাইল না। অবশেষে একটি বৃদ্ধ চটি পায়ে দিয়া পায়জামার উপর একটা ভারী ওভার-কোট চাপাইয়া ফটাকট্‌ শব্দে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে পুলিশ-হুইশ্‌ল মুখে গুঁজিয়া নিস্তব্ধ রাজপথে দণ্ডায়মান দেখিয়া বৃদ্ধ বিস্মিত হইলেন, কুট্‌সকে বলিলেন, "কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে কি?

আমি চিকিৎসক ; যদি প্রয়োজন হয়—তাহা হইলে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা বিচারপতি সোয়েনের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন যে!—হাঁ, উহা মিঃ সোয়েনেরই বাড়ী। বুড়া জজ পেন্সন লইয়া বহুদিন হইতে এই বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। আমি অনেকবার তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছি ; তিনি অসুস্থ হইলে মধ্যে মধ্যে আমাকে ডাকাইতেন। বুড়া মানুষ, ইদানী প্রায়ই অসুখে ভুগিতেছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আপনারই রোগী? দুঃখের বিষয় আপনাকে আর তিনি ডাকিবেন না ; আর তাঁহার চিকিৎসাও আপনাকে করিতে হইবে না।"

ডাক্তার বিস্ফারিত নেত্রে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন, "অর্থাৎ তিনি শিঙ্গা ফুঁকিয়াছেন ; কিন্তু আমি যে ভাবে শিঙ্গা ফুঁকিতেছি—এ ভাবে নয়। তিনি এখন আরও বড় বিচারপতির আদালতের আসামী। আপনি ত তাঁহার চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার চিকিৎসা করিতেন বলিলেন ; তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র কি দুর্ব্বল ছিল?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল। বয়স খুব বেশী হইয়াছিল কি না। হঠাৎ মারা পড়িবেন—আশ্চর্য্য কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সাইনস্‌-বোধ হয় সত্য কথাই বলিয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি সোয়েন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিলেও তাঁহার মৃত্যুর জন্য নরপিশাচ সাইনস্‌ই দায়ী ; হত্যার অপরাধ তাহারই ঘাড়ে চাপিয়াছে। সাইনস্ তাঁহাকে হাতে না মারিলেও তাহার হুম্‌কীতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ অঞ্চলের পুলিশের সন্ধান নাই কেন? সব-বেটা পাহারাওয়ালাই মরিয়াছে না কি? না, সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে?—বিচারপতির বাড়ীর টেলিফোনটা কোথায় আছে বলিতে পার?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার হল-ঘরে আছে—দেখিয়া আসিয়াছি।"—তিনি

সেই ডাক্তারটিকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার বিচারপতির বাস-ভবনে প্রবেশ করিলেন ; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নিঃশব্দে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টেলিফোনের রিসিভার লইয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। মিঃ ব্লেক বৈদ্যুতিক দীপের একটা ফানুষ (bulb) সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ আলোকিত করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন নাই, আমার মত বিচারপতি সোয়েন হৃদ্‌রোগেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি হঠাৎ মনে ভয়ঙ্কর আঘাত পাইয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সম্ভব বটে ; পল সাইনস্‌কে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলে ভয়েই প্রাণ ত্যাগ করে—এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নহে।"

কুট্‌স সবিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বটে একজনও কন্‌ষ্টেবল উপস্থিত নাই ; কারণ এদিকে যত পাহারাওয়ালা ছিল —সকলকেই কোন জরুরী কার্য্যে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সেই জরুরী কাজটা কি বুঝিয়াছ ব্লেক? স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়াছিল— পল সাইনস্ আজ রাত্রে এই অঞ্চলে আসিয়া লুকাইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঠিক বাড়ী সনাক্ত করিতে না পারিয়া সিডেনহাম হিলের এক বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছিল ; সুতরাং তাহারা পল সাইনসের সন্ধান পায় নাই। সেই বাড়ীতে জনমানবের সমাগম ছিল না, একদম খালি বাড়ী!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনস্‌কে সেই বাড়ীতে পাওয়া যাইবে—এ সংবাদ পুলিশ কোথায় পাইয়াছিল?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতেই না কি এই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল—অথচ আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই! আমি রাত্রি এগারটার সময় ইয়ার্ড হইতে তোমার বাড়ী গিয়াছিলাম, তখন পর্য্যন্ত পল সাইনস্-সম্বন্ধে কোন সংবাদ ইয়ার্ডে প্রেরিত হয় নাই। সে সময় ইয়ার্ডে একজন ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, তাহারই উপর স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের

স্থায় ছিল; সুতরাং এই সংবাদ সে ভিন্ন অন্য কেহ পাঠাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।”

মুহূর্ত্ত পরে একখানি মোটর-গাড়ীর ইঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন, “এই পথে মোটরে কে আসিতেছে সন্ধান লইতে পার?”

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে পথ পর্য্যন্ত যাইতে হইল না; মোটরখানি বিচারপতি সোয়েনের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর একজন সার্জ্জেণ্ট ও দুইজন কনষ্টেবল সহ সেই মোটর হইতে নামিয়া বিচারপতির অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটস নবাগত ইন্‌স্পেক্টরকে বিচারপতি সোয়েনের আকস্মিক মৃত্যুসংক্রান্ত সকল কথা বলিলেন; তাঁহারা কি উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পল সাইনস্ কি উপায়ে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা শুনিয়া স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর মিঃ কুটসকে বলিলেন, “আমরা পল সাইনসেরই সন্ধানে আসিয়া অনর্থক হয়রান হইয়াছি—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। সে যে এই লাল কুঠীতে আসিয়া এরূপ ভীষণ কাণ্ড করিয়া গিয়াছে—ইহা কি একবারও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম?—পল সাইনসের পলায়নের পূর্ব্বে যদি আমি সদলে এখানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ নিশ্চয়ই তাহাকে ধরা পড়িতে হইত। কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে উপদেশ পাইলাম—”

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বাধা দিয়া বলিলেন, “আপনি কোন্ সময় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে কি উপদেশ পাইয়াছিলেন?”

স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “রাত্রি বারটা বাজিবার আট মিনিট পূর্ব্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নৈশভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী (the officer on night-duty.) টেলিফোনে আমাকে জ্ঞাপন করেন আজ রাত্রে সিডেনহাম হিল পল্লীর একখানি বাড়ীতে পল সাইনস্ লুকাইয়া থাকিবে—এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদে নির্ভর করিয়া তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন—আমি যেন আমার থানার সমস্ত পাহারাওয়ালাগুলিকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই, এবং সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করি। কিন্তু আমার সকল শ্রমই বিফল

হইল; কারণ সেই বাড়ী খালি পড়িয়া ছিল। গত দুইমাসের মধ্যে সেই বাড়ীতে কোন লোক প্রবেশ করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়া অনর্থক হয়রান করা হইয়াছে—এ কথা আপনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে 'রিপোর্ট' করিয়াছেন ?"

স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "না, তাহার অবসর পাই নাই। আমি মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সে কথা জানাইতে উদ্যত হইয়াছি, ঠিক সেই সময় আপনি টেলিফোনে আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে আসিতেছি। এখানে আসিবার সময় আমার থানার সার্জ্জেণ্টকে বলিয়া আসিয়াছি —সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নৈশ কর্ম্মচারীকে আমাদের থানাতল্লাসীর সংবাদ জ্ঞাপন করিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমিই স্বয়ং স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিব। পল সাইনসের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আপনি যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক ইহা ত বলা যায় না— কেবল বাড়ী ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড এ সংবাদ কোথায় পাইয়াছিল—তাহাই আমি সর্ব্বাগ্রে জানিতে চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন; কিন্তু দুই এক মিনিট তাহা লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া তিনি বিরক্তি ভরে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিলেন, এবং ব্যাকুল ভাবে গোঁফ টানিতে টানিতে (tugging uneasily at his moustache) স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। বোধ হয় 'লাইন' খারাপ হইয়াছে; কিন্তু 'অপারেটর' তাহা স্বীকার করিল না। আমরা আপনাদের সঙ্গে থানায় যাইব—ইন্‌স্পেক্টর! আপনি একজন সার্জ্জেণ্টের উপর এই বাড়ীর ভার দিয়া যাইতে পারেন। আজ রাত্রে এখানে আমাদের আর কিছুই করিবার নাই; পল সাইনস্ এতক্ষণ বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বেন্‌সন বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যু সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন

তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি—হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

পল সাইনস্‌ সেই রাত্রির মত কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই রাত্রে সে আর কোন স্থানে কোনরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হইল—সে আরও নানাপ্রকার ফন্দী লইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে, এবং নূতন করিয়া যখন পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—তখন বিচারপতি সোয়েনের অপমৃত্যুতেই তাহার সকল চেষ্টার নিবৃত্তি হইবে না। সে সংবাদ-পত্রের সাহায্যে যে দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিল—বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যুতেই যে তাহার অবসান হইয়াছে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যু হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যদি হৃদ্‌রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে—তাহা হইলে পল সাইনসের শত্রুধ্বংশজনিত এই বিজয় তাহার পৌরুষ বা শক্তির পরিচায়ক নহে; তাহার একজন প্রধান শত্রুর আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার যে বিজয় লাভ হইল,তাহা শোণিতপাত-রহিত রণজয় (bloodless victory.)—ইহা বুঝিয়া সে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না। ডল্‌উইচ পল্লীর লাল কুঠী নামক ভবনে উপস্থিত হইয়া সে যে সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ও মিঃ ব্লেকের জীবন যে ভাবে বিপন্ন করিয়াছিল, তাহাতে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশ কোন চেষ্টা করিতে পারে নাই; কিন্তু সেজন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে অপরাধী করা সঙ্গত নহে। পরদিন সকালে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিবর্গ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া যে সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে—এবং স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড পুলিশের অক্ষমতা ও কলঙ্ক প্রচার-ভয়ে যে সকল কথা তাহাদের নিকট গোপন করিতে বাধ্য হইবে—তাহা বিচারপতি সোয়েনের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ অপেক্ষা অনেক অধিক লোমহর্ষণ ও ভীষণতর ঘটনায় পূর্ণ—এইরূপই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল!

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "পল সাইনস্‌ যদি আমাকে ও তোমাকে বিচারপতি সোয়েনের অনুসরণে পাঠাইতে

পারিত তাহা হইলে সেই সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশের যোগ্য হইত বটে, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ সে সংবাদ সংবাদ-পত্রসমূহের প্রতিনিধিগণের নিকট গোপন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। এ অবস্থায় পল সাইনস্ কি উদ্দেশ্যে সংবাদ-পত্রে ঐরূপ স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাণী প্রচারিত করিয়াছিল—তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না! তবে একথা সত্য যে, এখন হইতে আগামী কল্য বেলা নয়টা পর্য্যন্ত এরূপ কোন কার্য্য ঘটিতেও পারে—যাহার বিবরণ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জনসাধারণের নিকট গোপন করাই সঙ্গত মনে করিবে।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর রোসির মোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোটরখানি তাঁহাদিগকে লইয়া নিস্তব্ধ রাজপথ দিয়া সবেগে ধাবিত হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মানসিক উত্তেজনা দমন করিতে না পারিয়া গোঁফ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন! তিনি তাড়াতাড়ি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই রাত্রে পল সাইনসের সহিত তাঁহাদের সজ্বর্ষণ-কাহিনী কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্মই তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল এরূপ নহে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী পল সাইনসের গতিবিধির সংবাদ কিরূপে জানিতে পারিল—তাহা জানিবার জন্মও তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহাদের গতিরোধ হইল, এবং তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে যে বিলম্ব হইল তাহা যেমন আকস্মিক, সেইরূপ বিস্ময়াবহ। সহসা পুলিশ-হুইস্লের তীব্র স্বরে নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতি ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি পথের এক পাশ হইতে পথের মধ্যস্থলে লাফাইয়া পড়িল! সেই লোকটি পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ট্যাক্সি থামাইবার জন্ম ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

ট্যাক্সির মাথার সম্মুখে যে দুইটি উজ্জ্বল আলো ছিল (head lights) তাহা সম্মুখস্থ পথের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিতেছিল; মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেই আলোকে পথিমধ্যবর্ত্তী আগন্তুককে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—সে পুলিশ কন্‌ষ্টেবল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান ও বিবর্ণ। তাঁহারা তাহার

মস্তকে শিরস্ত্রাণ দেখিতে পাইলেন না ; তাহার পরিচ্ছদ ধূলি-ধূসর ও স্থানে স্থানে কর্দ্দমাক্ত! তাহার অবস্থা দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সে কোন কারণে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনায় গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিতেছিল।

ট্যাক্সি পূর্ণ বেগে চলিতেছিল, ট্যাক্সিচালক তাহাকে দেখিয়া গাড়ী থামাইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই সে সবেগে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "থামাও, গাড়ী থামাও ; রাজার দোহাই দাঁড়াও!"

ইন্‌স্পেক্টর রোসি গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া সেই কন্‌ষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ও যে আমারই থানার কন্‌ষ্টেবল কাইলী!—ব্যাপার কি?"

ট্যাক্সি অচল হইলে ইন্‌স্পেক্টর রোসি কন্‌ষ্টেবলটিকে বলিলেন, "খবর কি কাইলী? তোমার এরূপ দুর্গতির কারণ কি?"

কাইলী স্খলিত পদে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে ট্যাক্সির দরজার হাতল দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, গাড়ীতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কোন রকমে সাম্‌লাইয়া লইল : সে তাহার উপরওয়ালা ইন্‌স্পেক্টরকে সেই গাড়ীতে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল, এবং আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "ডাকাতি, কর্ত্তা! ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে! ডাকাতেরা মেট্রপলিটান ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা লুট করিয়া চম্পট দিয়াছে। তাহারা ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা ট্যাক্সিতে চড়িয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। ট্যাক্সিতে দুইজন ডাকাত—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্‌ কন্‌ষ্টেবলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কি বলিলে? দুইজন ডাকাত ট্যাক্সিতে চাপিয়া ডাকাতি করিতে গিয়াছিল?"—পল সাইনস্‌ ও তাহার অনুচরের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি এই প্রশ্ন করিলেন।

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "হাঁ হুজুর! দুইজন ডাকাত ট্যাক্সিতে ছিল ; আর একজন ট্যাক্সি চালাইতেছিল,—সে-ও ডাকাত কি না বলিতে পারি না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্‌ বলিলেন, "ডাকাত দু'টোর চেহারা কিরূপ—লক্ষ্য করিয়াছিলে কি?"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ, তাহাদের চেহারা দেখিয়াছিলাম।—দু'জনেরই ছোকরাটে চেহারা। আমি রোঁদে বাহির হইয়া ব্যাঙ্কের কোণে আসিয়া তাহাদের ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়াছিলাম ; তাহা তখন ব্যাঙ্কের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। অত রাত্রে ব্যাঙ্কের সম্মুখে ট্যাক্সি দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইল,—ট্যাক্সির আরোহীরা হাওয়া খাইতে আসিয়া ওখানে ট্যাক্সি দাঁড় করায় নাই, উহাদের মতলব খারাপ। আমি দৌড়াইয়া ট্যাক্সির কাছে চলিলাম ; কিন্তু ট্যাক্সির কাছে আসিতে না আসিতে দুইজন লোক ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া ট্যাক্সির দিকে দৌড়াইয়া গেল। তাহারা দু'জনে চামড়ার একটা ব্যাগ বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা ট্যাক্সিতে উঠিয়া ব্যাগটা ভিতরে ফেলিবামাত্র ট্যাক্সিচালক আমাকে দেখিয়াই ট্যাক্সি চালাইয়া দিল।

"আমি ট্যাক্সি থামাইবার জন্ম তাহাদিগকে আদেশ করিলাম, ট্যাক্সির গতিরোধ করিবার জন্ম পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুইহাত ঊর্দ্ধে তুলিলাম ; কিন্তু তাহারা লুঠ করিয়া পলাইতেছিল—আমার কথা শুনিবে কেন ? আমার ঘাড়ের উপর গাড়ী তুলিয়া দেওয়ার উপক্রম করিল ! আমি গাড়ী-চাপা পড়ি দেখিয়া এক লাফে ট্যাক্সির 'ফুটবোর্ডে' উঠিয়া দুই হাতে দরজা চাপিয়া ধরিলাম ; ট্যাক্সির আরোহী দু'জনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দুই বেটারই ছোকরাটে চেহারা। (youngish looking fellows.) আমাকে ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটা ডাকাত পকেট হইতে লোহার দাণ্ডা কি হাতুড়ী কি ঐ রকম আর কিছু—বাহির করিয়া আমার মাথায় খুব জোরে এক ঘা মারিল। উঃ, মনে হইল মাথায় আমার বজ্রাঘাত হইল ! তাহার পর কি হইল—আমার স্মরণ নাই। যখন আমার জ্ঞান হইল—তখন আস্তে আস্তে ঘাড়ে হাত দিয়া বুঝিতে পারিলাম ঘাড় ভাঙ্গে নাই বটে, কিন্তু পড়িয়া কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে। পথের ধূলায় ও কাদায় পোষাকের এই অবস্থা হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়া পথের দিকে চাহিলাম—কিন্তু ট্যাক্সিখানা তখন নিরুদ্দেশ !

ইন্‌স্পেক্টর রোসি বলিলেন, "ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কোথায় ? তিনি কি ব্যাঙ্কের বাড়ীতে রাত্রিবাস করেন না ?"

কনষ্টেবল বলিল; "হাঁ, তিনি ব্যাঙ্কের বাড়ীতেই বাস করেন বটে, কিন্তু যে সময় দস্যুরা ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছিল—সেই সময় তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ডাকাত ছুটো ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙ্গিলেও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে নাই! অবশেষে আমার হুইস্লে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; তিনি ব্যাঙ্কে আসিয়া এখন টেলিফোনে থানায় সংবাদ পাঠাইতেছেন।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ট্যাক্সিতে দু'জন লোক ছিল, তবে কি পল সাইনস্ ও তাহার সঙ্গীই এই কর্ম্ম করিয়া গিয়াছে! কিন্তু ডাকাত-ছুটো যে দেখিতে অল্প-বয়স্ক; কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!"—তিনি ইন্স্পেক্টর রোসি ও মিঃ ব্লেকের সহিত ব্যাঙ্কের অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। অট্টালিকার দ্বার খোলা ছিল; তাঁহারা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই একটা উগ্র গন্ধ পাইলেন। ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙ্গিবার জন্য যে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার তীব্রগন্ধী বাষ্প তখনও সেই কক্ষের বায়ু-মণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্স চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ব্লেক, ইহা ত পল সাইনসের কাজ বলিয়া মনে হয় না। সে যখন লাল কুঠী হইতে পলায়ন করে, তখন সিন্দুক ভাঙ্গিবার কোন উপকরণ তাহার সঙ্গে ছিল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার অথবা তাহার অনুচরের সঙ্গে উহা ছিল কি না তাহা আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু ইহাই প্রধান কথা নহে। যদি কনষ্টেবলটার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে সাইনস্ বা তাহার অনুচর এই ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সাইনসের যে অনুচর লাল কুঠীতে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহার চেহারা ছোকরার মত নহে; আর সাইনসের বয়স ত ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার মাথার একটি চুলও কালো নাই।"

ব্যাঙ্কের ভিতর ডাকাতির বহু চিহ্ন বর্ত্তমান। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা বিরাজিত। বিভিন্ন আলমারি ও কাবোর্ড চূর্ণ বিচূর্ণ। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন; তাঁহার পরিধানে নৈশ

পরিচ্ছদ, পায়ে চটি জুতা। বিশৃঙ্খল কেশগুলি তাঁহার ললাট আচ্ছাদিত করিয়াছিল; তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু আতঙ্ক-বিস্ফারিত।

ম্যানেজার ইন্‌স্পেক্টর রোসি ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন, মহাশয়, এ অতি ভীষণ ব্যাপার! কোষাগারের দ্বার উড়াইয়া দিয়া ডাকাতেরা সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সিন্দুকের সমস্ত টাকাই লুট করিয়াছে। কাল যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়াছিলাম—তখন ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের অধিক অর্থ সিন্দুকে গচ্ছিত ছিল। দস্যুরা বোধ হয় শেষ পেণীটি পর্য্যন্ত লুট করিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর রোসি বলিলেন, "তবে কি আপনি এখনও সিন্দুকটি পরীক্ষা করেন নাই?"

ম্যানেজার বলিলেন, "না, পুলিশের অনুপস্থিতিতে সিন্দুকে হাত দেওয়া সঙ্গত মনে করি নাই। আপনাদের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলাম; এখন তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক কোষাগারের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—কোন বহুদর্শী দস্যু ভিন্ন অন্য কেহ তাহা সে ভাবে ভাঙ্গিতে পারিত না। কোষাগারের ইস্পাত-নির্ম্মিত দ্বার খুলিয়া একখানি কব্জায় ঝুলিতেছিল, এবং তাহার একপাশ ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল। দস্যু কোষাগারের ভিতর প্রবেশ করিয়া সিন্দুকটি সাধারণ টিনের ক্যানেস্তার মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ভাঙ্গা সিন্দুকের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সভয়ে আর্ত্তনাদ করিলেন। সিন্দুকের ভিতর হইতে গিনি নোট প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল। খোলা সিন্দুক খালি পড়িয়া ছিল।

ম্যানেজার হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, শেষ পেণীটি পর্য্যন্ত লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে! দস্যুরা নোটে ও নগদে একত্রিশ হাজার চারিশত পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একত্রিশ হাজার চারিশত পাউণ্ড বলিতেছেন কেন? বলুন, একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউণ্ড দশ শিলিং।—কেমন, আমার কথা কি সত্য নহে? এ মন্দ দাঁও নয়; কিন্তু পল সাইনসের ন্যায় দস্যুর পক্ষে

ইহা 'সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ' !" (a mere drop in the bucket to a man like Paul Cynos !)

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সিন্দুক হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল তাহার ঠিক পরিমাণ তিনি কিরূপে জানিলেন ? এই বিপুল অর্থরাশি যে পল সাইনস্ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে— ইহাই বা তিনি কিরূপে বুঝিলেন ?

ইন্‌স্পেক্টর রোসি বলিলেন, "পল সাইনস্ !—এই ব্যাপারের সহিত আপনি পল সাইনস্‌কে জড়াইতেছেন কেন ? সে ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছে—আপনি কি ইহার কোন প্রমাণ পাইয়াছেন ?"

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন—আমাদের সিন্দুক হইতে ঠিক একত্রিশ হাজার চারি শত আটাশ পাউণ্ড দশ শিলিং লুঠ হইয়াছে ? দস্যু ও তাহার সহচর ভিন্ন বাহিরের অন্য কোন লোকের ত এ সংবাদ জানিবার উপায় নাই !"

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া ভাঙ্গা সিন্দুকের ঊর্দ্ধস্থিত দেওয়ালে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, ইন্‌স্পেক্টর রোসি প্রভৃতি সকলেই এক সঙ্গে সেই দেওয়ালের সেই অংশে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তাঁহারা সেই স্থানে দেখিলেন—নীলবর্ণ চা-খড়ি দিয়া মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল,—

"একত্রিশ হাজার চারি শত আটাশ পাউণ্ড, দশ শিলিং
পল সাইনসের অনুকূলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইল।"

সপ্তম প্রসঙ্গ

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্কট

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দেওয়ালের গায়ে চা-খড়ির সেই লেখাটি পাঠ করিয়া একবার সশব্দে নাক ঝাড়িলেন, তাহার পর মাথা নাড়িয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন,"এই লুণ্ঠন-ব্যাপারের সহিত সাইনসের কি সম্বন্ধ তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না! আমরা যে ট্যাক্সিতে বিচারপতি সোয়েনের বাসভবন লাল কুঠীতে আসিয়াছিলাম—পল সাইনস্ সেই ট্যাক্সি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, ইহা আমাদের জানা আছে; কিন্তু সে দস্যুবৃত্তির এই সকল সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল—ইহা আমাদের অজ্ঞাত; বিশেষতঃ, সিন্দুক ভাঙ্গিবার জন্য যে গ্যাসের চোঙ (gas cylinder) ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা একজন লোকের পক্ষে দুর্ব্বহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেওয়ালে চা-খড়ি দিয়া যাহা লেখা আছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—পল সাইনস্ স্বয়ং এখানে লুঠ করিতে আসে নাই; দেখুন লেখা আছে—'একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউণ্ড, দশ শিলিং পল সাইনসের অনুকূলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইল।'—সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে—পল সাইনসের অভিপ্রায় অনুসারে লুঠ হইলেও, তাহার দুইজন অনুচর ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল, সে স্বয়ং এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল না।"

বীটের কন্‌ষ্টেবল তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল, "আমি আমার বীটে উপস্থিত থাকিলে সেই দুইজন দস্যু ডাকাতি করিতে পারিত না। আজ রাত্রে সিডেন-হাম হিলের একটা বাড়ী খানাতল্লাস করিবার জন্য আমাদের থানার সকল কন্‌ষ্টেবলকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে, এবং লোকাভাবে আমাকে একাকী দুই বীটের কাজ চালাইতে হইবে—এ সংবাদ ঐ দুইজন ডাকাত বোধ হয় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সেই থানাতল্লাসী নিতান্তই নিরর্থক হইয়াছিল। পল সাইনস্ এই অঞ্চলে থাকিলেও সে সিডেনহাম হিলের এক মাইলের ভিতর কোন বাড়ীতে ছিল না। আজ রাত্রে এই অঞ্চলের পুলিশ কোন জরুরি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে—এবং প্রত্যেক বীটে পাহারাওয়ালার অভাব হইবে, এ সংবাদ পল সাইনস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "সাইনস্ এ সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? ইন্স্পেক্টর রোসি রাত্রি বারটা বাজিবার আট মিনিট মাত্র পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে এই সংবাদ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেই এই ডাকাতির ষড়যন্ত্র শেষ হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর রোসিকে বলিলেন, "আপনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য ত?"

ইন্স্পেক্টর রোসি বলিলেন, "হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আমাদের থানা পর্য্যন্ত টেলিফোনের যে স্বতন্ত্র তার (direct line from the Yard) আছে, সেই তারের সাহায্যেই ঐ সংবাদ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। এমন কি, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যে কর্ম্মচারী টেলিফোনে ঐ সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিল—তাহাকেও আমি চিনি। তাহার নাম ডিটেক্টিভ সার্জেণ্ট সিবর্ণ।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "হাঁ, আপনার এ কথা সত্যই বটে; গত রাত্রে এগারটার পূর্ব্বে আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাহিরে যাই নাই। তাহার পর আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পরিত্যাগ করিবার সময় জানিতে পারি—ডিটেক্টিভ সার্জেণ্ট সিবর্ণ অবশিষ্ট রাত্রির জন্য আফিসের ভার পাইয়াছিল; আগামী কল্য বেলা আটটা পর্য্যন্ত আফিসের সকল ভার তাহারই উপর ন্যস্ত থাকিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি প্রথমে যাহা স্থির করিয়াছিলে—তাহাই কর। পল সাইনস্ আজ রাত্রে সিডেনহাম হিলের কোন বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিবে—এ সংবাদ সার্জেণ্ট সিবর্ণ কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল তাহাই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সে ইন্স্পেক্টর রোসিকে সিডেন-

হাম হিলের সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাসের জন্ম টেলিফোনে উপদেশ পাঠাইয়াছিল; কাহার প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া সে এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা জানিতে না পারিলে কোন ফল হইবে না।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর রোসির সহিত তাঁহার গাড়ীতে থানায় উপস্থিত হইলেন; ইন্স্পেক্টর রোসি তাঁহাদিগকে লইয়া আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন থানায় সার্জেণ্ট একজন কন্‌ষ্টেবলের সহিত ব্যগ্রভাবে কি কথা কহিতেছিল।

সার্জেণ্ট ইন্স্পেক্টর রোসিকে দেখিয়া আগ্রহ ভরে বলিল, "আজ রাত্রে আমাদের এই বিভাগে যেন ভীষণ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে। মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা-ব্যাঙ্কে আজ রাত্রে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে! সওার্স এবং আর দুইজন কন্‌ষ্টেবল সেখানে তদন্তে গিয়াছে।"

ইন্স্পেক্টর রোসি অবজ্ঞা ভরে হাসিয়া বলিলেন, "চোর পলাইয়াছে দেখিয়া তাহাদের বুদ্ধি বাড়িয়া যাইবে। আমরা সেই ব্যাঙ্ক হইতেই ফিরিয়া আসিতেছি। সিডেনহাম হিলের যে বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিবার কথা ছিল—সেই বাড়ীর খানাতল্লাসী সম্বন্ধে তুমি কি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

সার্জেণ্ট বলিল, "হাঁ, আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে কোন উত্তর পাইলাম না! আমি পাঁচ সাত বার সাড়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কেহই সাড়া দিল না।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কেহই সাড়া দিল না? এ যে বড়ই অদ্ভুত কথা! রাত্রে যাহার উপর আফিসের ভার আছে, সে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য; হাঁ, যে হউক একজন উত্তর দিবেই। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের 'লাইন' কোথায়?"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া লইলেন। তিনি কয়েক মিনিট ধরিয়া হাঁকাহাঁকি করিলেন, কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে কাহারও সাড়া পাইলেন না। তিনি অধীর হইয়া

উঠিলেন; তাঁহার চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! কাহারও সাড়া পাইতেছি না, কেহ উত্তর দিতেছে না! ইহার কারণ কি? টেলিফোনের লাইন খারাপ হইয়াছে বলিয়াও ত মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অন্য লাইনে চেষ্টা করিয়া দেখ। সাধারণ লাইন দিয়া সাড়া লও। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে এই থানা পর্য্যন্ত টেলিফোনের যে পৃথক লাইন আছে—তাহার কোথাও কোন দোষ হইয়া থাকিতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সাধারণ লাইনের সাহায্যে টেলিফোনে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ফল সেই 'যথাপূর্ব্বঃ তথাপরঃ!' কেহই কোন কথা বলিল না। অবশেষে তিনি হতাশভাবে 'রিসিভার' ত্যাগ করিলেন; তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তাঁহার সঙ্গীদের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, বৃথা চেষ্টা! আমি কাহারও সাড়া পাইলাম না; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে জনপ্রাণীও নাই, এইরূপ ভাব! অথচ লাইনের কোন খুঁত নাই। 'অপারেটর' আমাকে বলিল, সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের ঝন্‌-ঝনি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছে, অথচ সকলেই নির্ব্বাক! এ যে কি রহস্য—তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু রকম-সকম ভাল বলিয়া আমার মনে হইতেছে না! ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট সিবর্ণ নিশ্চয়ই আফিসে আছে; কিন্তু সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দূরের কথা সাড়া পর্য্যন্ত দিতেছে না—ইহার কারণ কি ব্লেক! তোমার কি অনুমান?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া সাড়া পাওয়া যায় না, সকলে মৃতবৎ অসাড়, ইহা খুব তাজ্জবের কথা বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর রোসি বলিলেন, "সার্জ্জেণ্ট সিবর্ণ নিশ্চয়ই ওখানে আছে; কিন্তু সে সাড়া না দেওয়ায় মনে হইতেছে—সে হয় ত হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে, উত্থানশক্তি-রহিত। কিন্তু ইহাও ত আমার অনুমান মাত্র। এই অনুমান সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ব্যাপার সহজ নহে। সদর হইতে যদি সংবাদ

পাওয়া না যায়—তাহা হইলে কাজ চলিবে কিরূপে? বড়ই বিভ্রাটের কথা! আজ রাত্রে পল সাইনসের ভাগ্য প্রসন্ন, ঘটনাচক্র সকল দিকেই তাহার অনুকূল!”

‘পল সাইনসের ভাগ্য প্রসন্ন’—রোসির এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন; সত্যই কি ইহা তাহার সৌভাগ্যের ফল? স্থানীয় পুলিশ সাইনসের সন্ধানে সিডেনহাম হিলে খানাতল্লাস করিতে চলিল, সেই সুযোগে সাইনস্ ডল্‌উইচ গ্রামে বিচারপতি সোয়েনের গৃহে উপস্থিত হইল; তাহার দলের অন্যান্য দস্যুরা ঠিক সময় থানার প্রায় পাঁচ শত গজ দূরবর্ত্তী ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিল, অথচ সে সময় থানায় একজনও কন্‌ষ্টেবল রহিল না!—ইহা কি পল সাইনসের কোন ষড়যন্ত্রের ফল? না তাহার সৌভাগ্যবশতঃই এতগুলি সুযোগ একসঙ্গে জুটিয়া গেল—ইহাই মিঃ ব্লেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর রোসি সেই রাত্রে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে যে ভুল সংবাদ পাইয়া সদলে সিডেনহাম হিল পল্লীতে পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন, সেই সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিবার কারণ কি—তাহা জানিবার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও সাড়া পাইলেন না! এজন্য তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু অতঃপর কি করা উচিত তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

রবার্ট ব্লেক অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর রোসিকে বলিলেন, “আপনি অন্য কোন থানায় সন্ধান লইয়া দেখুন। ষ্ট্রেথামের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করুন—স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ডাকিয়া তিনি কোন কথা জানিতে পারিয়াছেন, কি না।”

ইন্‌স্পেক্টর রোসি ষ্ট্রেথাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিবার জন্য ‘ফোনে’র উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন; তিনি মুহূর্ত্ত পরেই ষ্ট্রেথামের থানা হইতে সাড়া পাইলেন বটে, কিন্তু যে উত্তর পাইলেন—তাহা যে তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই, ইহা মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন।

কয়েক মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর রোসি মিঃ ব্লেককে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এ যে বড়ই বিষম ব্যাপার মিঃ ব্লেক! ষ্ট্রেথামের ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া তিনিও কোন সাড়া পান নাই; আধ ঘণ্টা ধরিয়া বৃথা হাঁকাহাঁকি করিয়াছেন! আরও এক অদ্ভুত সংবাদ পাইলাম; আমাদের মত উহাদিগকেও অনর্থক বুনো হাঁসের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "বুনো হাঁসের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে—এ কথার অর্থ কি ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর রোসি বলিলেন, "ষ্ট্রেথামের ইন্‌স্পেক্টর আজ রাত্রি বারটা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছিলেন—পল সাইনস্ আজ রাত্রে 'ষ্ট্রেথাম কমনের' উত্তরাংশে অবস্থিত একটি বাড়ীতে লুকাইয়া ছিল।—তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইনস্পেক্টর তাঁহার থানার সমস্ত কনষ্টেবল লইয়া সেই বাড়ী ঘিরিয়া বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পল সাইনসের সন্ধান পান নাই। তাঁহাকে হতাশভাবে থানায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে! কিন্তু ইহাই শেষ সংবাদ নহে; ইন্‌স্পেক্টর যখন ষ্ট্রেথামের সেই বাড়ীতে পল সাইনসের সন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনজন দস্যু ষ্ট্রেথাম হিলের একটি ব্যাঙ্ক হইতে পনের হাজার পাউণ্ড লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে! সেই তিনজন দস্যু একখানি ট্যাক্সি লইয়া লুঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া যাইবার সময় পল সাইনসের নামের একখানি কার্ড ব্যাঙ্কে ফেলিয়া গিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ইন্‌স্পেক্টর রোসির কথা শুনিয়া আবেগভরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!—এ যে অতি ভয়ানক কথা! কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিশ্চয়ই ঐরূপ সংবাদ ষ্ট্রেথামের থানায় পাঠাইতে পারে না। সে আপনাকে জানাইল—আজ রাত্রে পল সাইনস্ সিডেনহাম হিলের এক বাড়ীতে লুকাইয়া আছে;—সেই বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনি উপদেশ পাইলেন, আবার সেই সময় ষ্ট্রেথাম-

থানার ইন্‌স্পেক্টরও তাহার নিকট হইতে ঐরূপ সংবাদ জানিতে পারিলেন; তাঁহাকেও সদলে ষ্ট্রেথামের সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম আদেশ করা হইল। আপনারা উভয়েই এই আদেশ পালন করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন; ওদিকে আপনারা সকল পাহারাওয়ালাদের জুটাইয়া লইয়া পল সাইনস্‌কে ধরিতে যাইবার পর উভয় স্থানেরই ব্যাঙ্ক লুঠ হইল!—ইহা নিশ্চয়ই পল সাইনসের ষড়যন্ত্রের ফল! আমার বিশ্বাস, পল সাইনস্ কোন কৌশলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের তার হস্তগত করিয়া আপনাদের নিকট সেই মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়াছিল; সেই সংবাদে নির্ভর করিয়া আপনারা স্ব-স্ব থানার সমস্ত পাহারাওয়ালাদের জুটাইয়া লইয়া সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাহার দলস্থ দস্যুরা উক্ত উভয় ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল; তিনি অধীর ভাবে বলিলেন, "কেবল কি দুটি ব্যাঙ্ক? পল সাইনস্ যদি এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার অনুচরবর্গ দ্বারা দুইটি ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করাইতে পারে, তাহা হইলে লণ্ডনের বিভিন্ন অংশের কুড়িটা ব্যাঙ্কও কি সে ঐ ভাবে লুণ্ঠন করাইতে পারে না? যদি দুইটি থানায় ঐ মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করা তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইয়া থাকে—তাহা হইলে সে কি লণ্ডনের বিভিন্ন অংশের কুড়িটা থানায় ঐরূপ মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া তাহার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র সফল করিতে পারে নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া হতাশ ভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ব্লেক তুমি বলিতেছ কি? না, না, তোমার এই অনুমান নিশ্চয়ই সত্য নহে। ইন্‌স্পেক্টর রোসি বলিয়াছেন—সার্জ্জেণ্ট সিবর্ণ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে টেলিফোনে উঁহাকে সংবাদ দিয়াছিল। সার্জ্জেণ্ট সিবর্ণের উপদেশ উনি অবশ্য-পালনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর রোসি বলিলেন, "হাঁ, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সার্জ্জেণ্ট সিবর্ণের নিকট হইতে টেলিফোনে ঐরূপ উপদেশই পাইয়াছিলাম,

এ কথা আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি। আমি নানা উপলক্ষে অসংখ্যবার টেলিফোনে তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি। পল সাইনস্ আমাকে কৌশলে প্রতারিত করিয়াছে—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য; কারণ সার্জেণ্ট সিবর্ণ আমাকে সাঙ্কেতিক ভাষায় উপদেশ প্রেরণ করিয়াছিল, সেই ভাষা পল সাইনসের বা বাহিরের কোন লোকের জানিবার সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও টেলিফোনে স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাড়া পাইতেছেন না, ইহা কি সন্দেহজনক নহে? যাহা হউক, এখানে আর বিলম্ব করিয়া কোন ফল নাই। ইন্‌স্পেক্টর রোসি, আমি আপনার ট্যাক্সি লইয়া এখান হইতে সোজা স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে চাহি; সেখানে না যাইলে এই রহস্যভেদের আশা নাই। কুট্স, তুমিও আমার সঙ্গে চল; আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, অথচ কিছুই জানিতে পারিলাম না!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্স ইন্‌স্পেক্টর রোসির ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলে মিঃ ব্লেক স্বয়ং সেই গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। ট্যাক্সি বন্দুকের গুলীর মত সবেগে স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড অভিমুখে ধাবিত হইল।

তখন রাত্রি অবসান-প্রায়; পল্লীপথ নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন। সম্মুখে কোন বাধা না পাওয়ায় ট্যাক্সি বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক অবাধে ব্রিক্সটনে উপস্থিত হইয়া ব্রিক্সটনের থানার অদূরে হঠাৎ ট্যাক্সি থামাইতে বাধ্য হইলেন, কারণ একদল পুলিশ-কনষ্টেবল তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

মিঃ ব্লেক সম্মুখের পথ রুদ্ধ দেখিয়া ট্যাক্সির ব্রেক করিয়া গাড়ী থামাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে একজন সার্জেণ্ট গাড়ীর পাদানে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে কোথা হইতে কোন্ স্থানে যাইতেছেন—তাহাও জানিতে চাহিল।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্স সেই সার্জ্জেণ্টের নিকট জানিতে পারিলেন—রাত্রি বারটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে ব্রিক্সটনের

থানার ইন্‌স্পেক্টরকে টেলিফোনে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল—ব্রিক্সটনের একার লেনের একটি বাড়ীতে পল সাইনস্ লুকাইয়া আছে—এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; অতএব ব্রিক্সটন থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টরকে তাঁহার এলাকার সমুদয় পুলিশ কন্‌ষ্টেবল সহ একার লেনে গমন করিয়া সেই অট্টালিকা ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে, এবং সেই বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।—ব্রিক্সটন থানার ইন্‌স্পেক্টর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার এলাকার সমস্ত কন্‌ষ্টেবল ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে লইয়া একার লেনের সেই বাড়ী খানাতল্লাস করিতে গিয়াছিলেন; সেই সুযোগে কয়েকজন দস্যু ব্রিকস্‌টনের প্রধান রাজপথে অবস্থিত ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ কুড়ি হাজার পাউণ্ড লুঠ করিয়াছে।—এই সকল দস্যু পল সাইনসের অনুচর তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্রিক্সটন থানার সার্জেণ্টের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "সাইনস্ 'ইভ্‌নিং নিউজে' যে স্পর্দ্ধাপূর্ণ পত্র প্রকাশিত করিয়াছে—সেই পত্রের উদ্দেশ্য এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে! কাল সকালে বেলা নয়টার সময় সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিয়া আজ রাত্রির সকল সংবাদ জানিবার জন্য মহা কোলাহল আরম্ভ করিবে। আমরা কিভাবে প্রতারিত ও অপদস্থ হইয়াছি—ইহা তাহারা জানিতে পারিলে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না; জনসমাজে আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না।—এ সকল কথা তাহাদের নিকট প্রকাশ করা কি সঙ্গত হইবে?"

মিঃ ব্লেক কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি চঞ্চল-চিত্তে অদূরবর্ত্তী আলোকিত ট্রাম-লাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—তাঁহারা তখন পর্য্যন্ত চরম দুঃসংবাদ জানিতে পারেন নাই। (they had not as yet learned the worst.) পল সাইনস্ টেলিফোনে লণ্ডনের সহরতলীর কয়েকটি থানায় মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ করাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পক্ষে এই কার্য্য কঠিন হয় নাই। সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শক্তি ও

সম্ভ্রমে কঠোর দণ্ডাঘাত করিবার জন্য যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল (the colossal blow that Cynos had threatened to strike at the prestige and power of Scotland Yard.) তাহার পরিণাম যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ—তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে, ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ট্যাক্সি দ্রুত বেগে ওয়েষ্টমিনষ্টার সাঁকোর সম্মুখীন হইল। নদীর অন্য তীরে সুবিখ্যাত 'বিগ বেন' নামক ঘড়ির সমুন্নত সৌধ-চূড়া তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে সমুদ্ভাসিত হইল। সেই সৌধ-শিখর হইতে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক বিকীর্ণ হইতেছিল দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তখনও কাজ চলিতেছিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইতে পারিব।"—তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বোমা মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। সেই স্তব্ধ রাত্রে সেই শব্দ যেন শত কামান-নির্ঘোষবৎ প্রতীয়মান হইল। সেই ট্যাক্সির চাকার নীচের পথ সেই মহাশব্দে কাঁপিয়া উঠিয়া যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যুজ্জ্বল লোহিতানলের লেলিহান জিহ্বা আকাশের এক প্রান্ত লেহন করিতে করিতে সবেগে নৃত্য করিতে লাগিল!

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সেই উজ্জ্বল আলোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "ও কি ব্যাপার ব্লেক!—কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড!—চল, শীঘ্র চল, ওদিকে আগুন লাগিল কোথায়?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া দন্ত দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া সবেগে ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রীজ পার হইলেন। ট্যাক্সি ক্রমশঃ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সমীপবর্ত্তী হইল। ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সেইদিকে চাহিয়া বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে ব্লেক! ঐ দেখ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আগুন লাগিয়াছে। উঃ, কি ভীষণ কাণ্ড! স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেই বোমা ফাটিয়াছে, বোমার আগুনে চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! উঃ, কি ভীষণ হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনা!"

মিঃ ব্লেক নদী পার হইয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সেই বিরাট বিশাল হর্ম্ম্যশ্রেণীর দিকে চাহিয়া তাঁহার বক্ষের শোণিত-স্রোত যেন স্তম্ভিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অনুমান সত্য। তাঁহারা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নিকট অগ্রসর হইয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন—তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। শোণিতের ন্যায় সুলোহিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সৌধ-শিরে সশব্দে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, এবং সেই আলোকে আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল, (dyeing the sky a lurid orange.)

মিঃ ব্লেকের মনে যে আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল তাহা তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ট্যাক্সির ইঞ্জিন হঠাৎ ভস্‌-ভস্‌ শব্দ করিয়াই নিস্তব্ধ হইল; পর-মুহূর্ত্তেই ট্যাক্সি অচল হইল, আর এক ইঞ্চিও তাহার নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

মিঃ ব্লেক বিরক্তিসূচক হুঙ্কার করিয়া 'পেট্রল ট্যাঙ্কে' দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "না, 'জুস্‌-ট্যাঙ্ক' শুকাইয়া খট্‌খটে হইয়াছে। নামিয়া চল কুট্‌স! এই অচল গাড়ীতে পুতুলের মত বসিয়া থাকিয়া কোন ফল নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের সঙ্গে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন, তাহার পর সেতুর উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা বাঁধের উপর উঠিবার পূর্ব্বেই ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীর ঘণ্টার ঢন্‌-ঢন্‌ শব্দ ও পুলিশ-হুইস্লের তীব্র ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

তখনও পূর্ব্বাকাশ উষালোকে রঞ্জিত হয় নাই; কিন্তু রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। সেই অসময়েও নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অদূরে বাঁধের উপর বহু লোকের সমাগম দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ক্যাননরোর ফাঁড়ি (section-house) হইতে কনষ্টেবলেরা দলে দলে বাহির হইয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ড দেখিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই বাঁধ অসংখ্য নর নারীতে পূর্ণ হইল, এবং বাঁধের উপর যেন নরমুণ্ডের স্রোত চলিতে লাগিল!

তখন চতুর্দ্দিক হইতে সমুদ্র-কল্লোলের স্থায় কোলাহল উত্থিত হইল। সমাগত নগরবাসীরা সকল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে চারি দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; পুলিশ কোন দিকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিল না। অগ্নিকাণ্ডের ভীষণতা দর্শনে সকলেই উন্মত্তবৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ বলিতেছিল, "স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড আর রক্ষা পায় না; উঃ, কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড!"

আর একজন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "থামকা রক্ষা পাইবে? স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ছাদে আগুন! (the roof's on fire.) ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটা হুড়-মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে; আর উহার চিহ্ন মাত্র থাকিবে না।"

আর একজন বলিল, "চোর ডাকাত খুনী বাট্‌পাড়দেরই মজা! এত দিনে তাহাদের পুলিশের ভয় দূর হইল। পথে ঘাটে যখন তখন লুঠ চলিবে। দেখ দেখ, কি জোরে আগুন জ্বলিতেছে!—যেন কেহ হাজার হাউই এক সঙ্গে আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছে!" হাঁ, আগুন বটে!"

এইরূপ মন্তব্য সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই সকল মন্তব্য শুনিতে শুনিতে ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি বহুকষ্টে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু সংখ্যক উর্দ্দীধারী পুলিশ কর্ম্মচারী সেই স্থানে দলবদ্ধ হইয়া দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে! তাহাদের সর্ব্বাগ্রে একজন ইন্‌স্পেক্টর; তিনি রুদ্ধ দ্বারে সজোরে ধাক্কা দিতেছিলেন।—দেউড়ী ভিতর হইতে বন্ধ!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জনতা ভেদ করিয়া সেই ইন্‌স্পেক্টরের পাশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টর ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "ঐ যে মিঃ কুট্‌স! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার—দেখিতেছেন ত? কিছু কাল পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বোমা ফাটিয়াছে, (there's been an explosion.) তাহার পরেই এই অগ্নিকাণ্ড! ইয়ার্ডের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে ডাকাডাকি করিয়া তাহার কোন সাড়া পাইতেছি না। দেউড়ী বন্ধ, ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "বড় সাহেবকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে ?"

অন্য ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, হাঁ, তাঁহাকে ও সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্ট ট্যানারকে অবিলম্বে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছি। দেউড়ীর চাবি সুপারিণটেন্‌-ডেণ্ট ট্যানারের কাছেই আছে বোধ হয়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভগ্নস্বরে বলিলেন, "ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্ট সিবর্ণের উপর আফিসের ভার আছে; তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! সে বেচারা আগুনে পুড়িয়া মরিল না কি? ব্লেক, তোমার কিরূপ অনুমান? তাহার সাড়া নাই; এ যে বড়ই ভয়ানক কথা!"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি ভারী গলায় বলিলেন, "সর্ব্বনাশের আর বাকি কি ?"

মুহূর্ত্ত পরে একখানি ষ্টীমার চং চং শব্দ করিতে করিতে বাঁধের নীচে আসিয়া থামিল। তাহা দেখিয়া বাঁধের জনতা দুই পাশে সরিয়া গিয়া ফায়ার-ইঞ্জিনের কর্ম্মচারীদের পথ ছাড়িয়া দিল। ফায়ার-ইঞ্জিনের দল ষ্টীমার হইতে নীচে নামিয়া তাহাদের হাতিয়ার সহ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

পিত্তল-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণমণ্ডিত (brass-helmeted) এই সকল কর্ম্মঠ "ফায়ার-ব্রিগেড"-কর্ম্মচারী যখন দলবদ্ধ হইয়া কোন স্থানে আগুন নিবাইতে যায়—তখন সেই সকল বাড়ী ঘরের প্রতি তাহাদের মায়া মমতা থাকে না; দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজ-প্রাসাদ সকলই তাহারা সমান তুচ্ছ মনে করে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেই সুবিশাল প্রাসাদতুল্য হর্ম্ম্য তাহারা সহরতলীর একটা সাধারণ বাগান-বাড়ী (an ordinary suburban villa) অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক মূল্যবান পদার্থ বলিয়া মনে করিল না। তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুতীক্ষ্ণ কুঠার মাথার উপর তুলিয়া দরজার কপাট-চৌকাটে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে দ্বার খণ্ড খণ্ড হইয়া মাটীতে পড়িল। দুই মিনিটের মধ্যে অর্গলরুদ্ধ সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় দ্বারের চিহ্নমাত্র রহিল না! তীক্ষ্ণ ধার কুঠারের আঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে 'চিচিং-ফাঁক।"

অনন্তর ফায়ার-ব্রিগেডের দল অগ্নি-নির্ব্বাপণোপযোগী রাসায়নিক উপাদানসমূহ

সঙ্গে লইয়া (armed with chemical extinguishers) জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সবেগে সেই বিশাল সৌধে প্রবেশ করিল। তাহারা নীচের তলায় ধূম অথবা অগ্নি-জিহ্বা দেখিতে না পাইয়া বুঝিতে পারিল—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের 'মট্‌কায়' আগুন লাগিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অনেক বাজে লোককে ফায়ার-ব্রিগেডের দলে মিশিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, "তফাৎ! বাজে লোক সব তফাৎ যাও; কেবল আগুন নিবাইবার কর্ম্মচারী ছাড়া অন্য কাহারও ভিতরে যাওয়া নিষেধ।—বড় সাহেব যতক্ষণ না আসেন—ততক্ষণ অন্য লোক সব বাহিরে থাক।"

মিঃ ব্লেক সেই ভাঙ্গা দরজার এক পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার মুখ মলিন, চক্ষুতে নিরাশার চিহ্ন পরিস্ফুট। এই আকস্মিক আঘাত এতই ভীষণ, এরূপ সুতীব্র যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে যেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বহুকাল পূর্ব্বে ফিনিয়ানদের দাঙ্গার সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর এ পর্য্যন্ত আর কখন এরূপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হয় নাই। ইহার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে—তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত হইলে লণ্ডনের পুলিশ ফৌজ নিরাশ্রয় হইবে। যেখানে যত থানা আছে পুলিশের সদর আড্ডার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সকল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারগুলি বিধ্বস্ত হওয়ায় বহির্জগতের সহিত তাহার সংবাদ আদান-প্রদান রহিত হইবে। বে-তারের যন্ত্রাদি চূর্ণ হওয়ায় তাহার কার্য্যকারিতা নষ্ট হইবে। ফৌজদারীর আসামীদের অপরাধ-সংক্রান্ত নথিপত্র-গুলি, (all the criminal records) এবং অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতাপত্রগুলি বিলুপ্ত হইলে পুনর্ব্বার তাহা সংগ্রহ করিবারও উপায় থাকিবে না; সুতরাং বহু বৎসরের বহু পরিশ্রম সংগৃহীত দলিলপত্র সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। দেশের প্রত্যেক অপরাধী আনন্দে নৃত্য করিবে। আইনের শক্তি অনির্দ্দিষ্ট কালের

জন্য পঙ্গু হইয়া যাইবে ; এবং পুরাতন অপরাধীর দল আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া মহা-উৎসাহে দলবদ্ধ হইবে। তাহারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা কল্যাণ সমস্তই অচিরে পদদলিত করিয়া সমগ্র দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিবে। দেশের সেই ভয়ানক অবস্থার কথা চিন্তা করিতেও মিঃ ব্লেকের লোমহর্ষণ হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া হতাশভাবে জড়িতস্বরে বলিলেন, "ব্লেক, তুমি কি বলিবে এই ভীষণ সর্ব্বনাশের জন্য নরপিশাচ সাইনস্‌ই দায়ী? সে ভয় প্রদর্শন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিল—তাহার মর্ম্ম ত তোমার স্মরণ আছে। সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ধ্বংশ করিতে চাহিয়াছিল ; এখন দেখিতেছি তাহার—"

ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়িয়া এভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কথাগুলি আর শেষ পর্য্যন্ত বলা হইল না। মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিতে পারিলেন না ; তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই ভীষণ পৈশাচিক কাণ্ডের জন্য পল সাইনস্‌ই দায়ী, তাহার দম্ভ ব্যর্থ হয় নাই ; কিন্তু তিনি তাহার মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। সে অন্য যে সকল অপকর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা তাহার অসাধ্য নহে—ইহা তিনি জানিতেন ; কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড সে কি কৌশলে বিধ্বস্ত করিবার ব্যবস্থা করিল—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না ; এরূপ ভীষণ কাণ্ড তাঁহার কল্পনারও অতীত!

ফায়ার-ব্রিগেডের কাপ্তেন দ্রুতবেগে হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন ; ধূমে তাঁহার মূর্ত্তি কাল হইয়াছিল, আগুনের উত্তাপে তাঁহার চোখ মুখ ঝলসাইয়া গিয়াছিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "অগ্নিনির্ব্বাণের উপকরণগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে ; এখন আরও চাই। উপরের তালায় বোমা ফাটিয়াছিল ; তাহার পর অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড জীবনে আর কখন দেখি নাই! আমরা যথাসাধ্য চেষ্টায় আগুন নিবাইতে পারি বটে, কিন্তু আপনাদের বে-তারের যন্ত্রাদি রক্ষা পাইবে না। নানা রকম কল ও যন্ত্রাদি বিভিন্ন কক্ষে খাটাইয়া রাখা হইয়াছে—সেগুলি সমস্তই নষ্ট হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি, বলিতে পারেন ? আকস্মিক দুর্ঘটনা ?"

কাপ্তেন বলিলেন, "আকস্মিক দুর্ঘটনা ? অসম্ভব ! কেহ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত করিবার দুরভিসন্ধিতেই এই কাজ করিয়াছে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থে নির্ম্মিত বোমা দ্বারা, বা কোন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন কলের সাহায্যে অর্দ্ধেক ছাদ ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আপনারা আমার সঙ্গে আসিতে পারেন, কিন্তু অন্য কাহাকেও এখন ভিতরে আসিতে দিবেন না।" (don'tlet anyone else in yet.)

একখানি সুবৃহৎ মোটর-কার দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র লণ্ডন-পুলিশের চীফ্ কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্স ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্ট ট্যানার সেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন ; তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত তাঁহাদের আলাপ চলিতে লাগিল। সার হেনরী যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন ; তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল কেহ তুবড়ীতে আগুন দিয়াছে ! কিন্তু ফায়ার-ব্রিগেডের চেষ্টায় অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইল ; কেবল ছাদ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রকুণ্ডলী ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ফায়ার-ব্রিগেডের যথাসাধ্য চেষ্টায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডে যে ক্ষতি হইল—শীঘ্র তাহার পরিপূরণের সম্ভাবনা রহিল না। বহু সুদক্ষ ও দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিভাবান কর্ম্মচারীর দীর্ঘকালের চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমে যে শৃঙ্খলা, যে অনিন্দনীয় কার্য্যপদ্ধতি ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন পিশাচের এক ফুৎকারে শূন্যে বিলীন হইল।

সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্ট ট্যানার মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে বলিলেন, দৈব-দুর্ঘটনা, আলবৎ ইহা দৈব-দুর্ঘটনা ; নতুবা এত স্থান থাকিতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চূড়ায় আগুন লাগিবে কেন ? সার্জেণ্ট সিবর্ণ কোথায় ? আজ রাত্রে তাহার উপর আফিসের ভার ছিল যে ! এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা জানে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে শুনিতে হইবে।"

সার হেনরী বলিলেন, "ঠিক ; সিবর্ণ কোথায় ? তাহাকে এখানে দেখিতেছি না কেন ?"

তখন বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল, "সিবর্ণ কোথায় ? সার্জেণ্ট সিবর্ণ কোথায় গিয়াছে ?"

কেহই সার্জেণ্ট সিবর্ণের সন্ধান করিতে পারিল না। অবশেষে ক্যানন-রো থানার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সার হেনরীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "রাত্রে আপনার সঙ্গেই ত সকলের শেষে তাহার দেখা হইয়াছিল মহাশয় ! গত রাত্রে সাড়ে এগারটার সময় আপনি এখানে আসিয়াছিলেন; তখন সার্জেণ্ট সিবর্ণের উপরেই আফিসের ভার ছিল।"

সার হেনরী বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তোমার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না ইন্‌স্পেক্টর ! কাল রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় আমি এখানে আসি নাই ; অথচ সে সময় তুমি আমাকে এখানে দেখিয়াছিলে ! নেশা করিয়াছিলে না কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর সার হেনরীর তাড়া খাইয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু গোঁ ছাড়িলেন না ; তিনি বলিলেন, "কন্‌ষ্টেবল হেনিস্ কোথায় ? হেনিস্ এ দিকে এস।"

একজন কন্‌ষ্টেবল সার হেনরীর সম্মুখে আসিয়া যথানিয়মে তাঁহাকে সসম্ভ্রম-অভিবাদন করিল; তাহার পর বিনীত স্বরে বলিল, "হুজুরকে কাল রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় এখানে আসিতে দেখিয়াছিলাম। হুজুর এখন যে গাড়ীতে আসিয়াছেন—ঐ গাড়ীতেই আসিয়াছিলেন। গাড়ী যখন দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করে তখন আমি গাড়ীর নম্বর দেখিয়াছিলাম ; তাহা ঐ নম্বরেরই গাড়ী। ডিটেক্টিভ সার্জেণ্ট সিবর্ণ দেউড়ী খুলিয়া দিলে হুজুর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।—নিজের চক্ষুকে কি করিয়া অবিশ্বাস করি হুজুর !"

সার হেনরী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এই কন্‌ষ্টেবলের মাথা খারাপ হইয়াছে। কাল রাত্রি নয়টার সময় আমি এখান হইতে বাড়ী গিয়াছিলাম ; সমস্ত রাত্রি বাড়ীতেই ছিলাম। এখান হইতে টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দেওয়ার পূর্ব্বে আমি বাড়ীর বাহিরে আসি নাই ; অথচ তুমি বলিতেছ আমাকে আমার

গাড়ীতে এখানে আসিতে দেখিয়াছিলে। অসম্ভব! তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ কনষ্টেবল!"

কনষ্টেবল হেনিস্ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হুজুর আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া গালি দিতে পারেন, নিজের চক্ষুকে ত অবিশ্বাস করিতে পারি না। আপনি আপনার গাড়ীতে ঠিক আসিয়াছিলেন; হাঁ, আপনাকেই দেখিয়াছিলাম। হুজুর ভিন্ন আর কে ঐসময় আফিসে আসিবে? বিশেষতঃ ঐ গাড়ী—"

সার হেনরী বিরক্তি ভরে বলিলেন, "থামো তুমি! আমার গাড়ী সারারাত্রি গ্যারেজে ছিল। তোমার কোনও কথা শুনিতে চাহি না; তুমি ঠিক ক্ষেপিয়া গিয়াছ। তোমাকে আমি বরখাস্ত করিব কনষ্টেবল!—সিবর্ণ কোথায়? তাহাকে শীঘ্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, কি একটা গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। আমি সর্ব্বাগ্রে সার্জেণ্ট সিবর্ণের কৈফিয়ৎ চাই। কোথায় সে? এই মুহূর্ত্তে তাহাকে আমার সম্মুখে হাজির কর সুপারিণ্টেনডেণ্ট ট্যানার!"

সুপারিণ্টেনডেণ্ট ট্যানার বলিলেন, "সে বোধ হয় এখনও টেলিফোনের কামরায় আছে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন; ধূমের গন্ধ তখনও দ্বিতলের বায়ুস্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই গন্ধের সহিত নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের উগ্রগন্ধ মিশিয়া তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুপারিণ্টেনডেণ্ট ট্যানার টেলিফোনের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিলেন; কিন্তু দ্বার খুলিল না। তিনি অধীর ভাবে বলিলেন, "এ কি! দরজা যে ভিতর হইতে বন্ধ?"—তিনি দ্বারে কাঁধ বাধাইয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতেই কপাটের মাথার ছিট্‌কিনিটা ঘুরিয়া নামিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া গেল।

সেই কক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছিল; সার্জেণ্ট সিবর্ণ 'টেলিফোন-একস্‌চেঞ্জের' সম্মুখে একখানি চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ছিল; কিন্তু তাহার মাথা এক পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্বচ্ছ সুনীল চক্ষুর দৃষ্টিতে জীবনের লক্ষণ ছিল না।

সার্জেণ্ট সিবর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ট্যানার বিচলিত স্বরে বলিলেন, "দেহে প্রাণ নাই! হাঁ, সিবর্ণের মৃত্যু হইয়াছে। এ কি শোচনীয় দুর্ঘটনা!"

চেয়ারের পাশে একটি ক্ষুদ্র শিশি পড়িয়া ছিল। সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ট্যানার শিশিটা তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিলেন; শিশিতে কিছুই ছিল না, কিন্তু তখনও গন্ধ ছিল। তিনি তাহার ঘ্রাণ লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পটাসিয়ম্ সায়ানাইড! (Potassium of cyanide.) আত্মহত্যা বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে! কিন্তু সিবর্ণ কি দুঃখে আত্মহত্যা করিল? এ কি রহস্য?"

মিঃ ব্লেকের মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর, চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ঘনীভূত। সিবর্ণ কিজন্য সাড়া দেয় নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাহার আত্মহত্যার কারণ তখন পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারিলেন না।

সার্জেণ্ট সিবর্ণের সম্মুখে 'রিপোর্ট-বহি' খোলা ছিল। সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ট্যানার তাহা তুলিয়া লইলে, তাহাতে কি লেখা ছিল—তাহা দেখিবার জন্য অন্য সকলেই সেই খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েক দফা মন্তব্য সন্নিবিষ্ট দেখিলেন :—

"সংবাদ-পত্রে সংবাদ পাঠাইতে হইবে—

"ডল্‌উইচ্ গ্রামস্থিত লাল কুঠীতে মিঃ জষ্টিস্ সোয়েনের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু।

"রাত্রি বারটা হইতে দুইটার মধ্যে লণ্ডনের সহরতলীর কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ, এবং সেই সকল ব্যাঙ্ক হইতে দুই লক্ষাধিক পাউণ্ড অপহৃত।

"রাত্রি দুইটার সময় বোমা দ্বারা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত প্রায়।

"এই সকল বিভিন্ন কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভার পল সাইনস্ স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই শোচনীয় পরাজয় ও হীনতার নিদর্শনসূচক এই সকল সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিতে কখন সাহস করিবে না। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই সকল সংবাদ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, পল সাইনস্ প্রত্যেক সংবাদের বিস্তারিত বিবরণ

জন সাধারণের অবগতির জন্য আগামী কল্য বেলা নয়টার সময় সংবাদ-পত্র সমূহ পাঠাইবেন।"

পল সাইনস্ এই মন্তব্যগুলি রিপোর্ট-বহিতে স্বহস্তে লিখিয়া তাহার নীচে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিল।

এই মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া সকলেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিলেন—পল সাইনস্ সার হেনরীর ছদ্মবেশে রাত্রিকালে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিয়া ইহা বিধ্বস্ত করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিল।

সার হেনরী ফেয়ারফক্স মুখ চূন করিয়া বিষাদভরে বলিলেন, "কিন্তু সার্জেন্ট সিবর্ণ কি কারণে পল সাইনস্‌কে এই সকল কুকার্য্যে সাহায্য করিতে-ছিল? অবশেষে সে আত্মহত্যাইবা করিল কেন?"

মিঃ ব্লেক সার্জেন্ট সিবর্ণের মৃত দেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার বাঁ হাতের আস্তিন বাহুমূল পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিলেন। তাহার বাহুর ঠিক নীচেই উল্কী দ্বারা নেক্ড়ের মুণ্ড অঙ্কিত ছিল—তাহা সকলেই দেখিতে পাইলেন।

ডিটেক্‌টিভ-সার্জেন্ট সিবর্ণ সাইনসের সাত পুত্রের অন্যতম। সে তাহার পিতার আদেশ পালন করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করিয়াছিল।

এইরূপে পল সাইনস্ জয়লাভ করিল। সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত করিয়া দেশের জন সাধারণকে আতঙ্কে অভিভূত করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা আংশিক ভাবে পূর্ণ হইল। আইনের শক্তি এই ভাবে সে স্তম্ভিত করিল। সে যে পুলিশের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

রাত্রি তিনটার সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দীপালোকগুলি পুনঃ-প্রজ্বালিত হইল। সার হেনরী ফেয়ারফক্স তাঁহার খাস-কামরায় মন্ত্রণা-সভা আহূত করিলেন। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহাই নির্দ্ধারণের জন্য এই পরামর্শ-সভার অধিবেশন। পুলিশ ফৌজ মোটরে চাপিয়া নগরের ও সহরতলীর বিভিন্ন পথে সবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুনর্ব্বার কোন ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত না হয়—সে

দিকে তাহাদের দৃষ্টি রহিল। সহরতলীর বিভিন্ন অংশ হইতে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-লুঠের সংবাদ আসিতে লাগিল।

সার হেনরী ফেয়ারফক্স গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পল সাইনস্ আজ যে ভাবে জয়লাভ করিয়াছে, অপরাধের ইতিহাসে ইহা অতুলনীয়! তাহার আশ্রিত দস্যুদল আজ লণ্ডনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা আমাদের পরাজয়েরই চূড়ান্ত নিদর্শন। আমাদের স্কট্‌-ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই আফিসে বসিয়াই সে এই সকল অপকর্ম্ম সংসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই স্থানে আসিয়াই সে বিভিন্ন থানায় মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত করিয়াছিল। পল সাইনস্ কোন পল্লীর নির্দ্দিষ্ট অট্টালিকায় লুকাইয়া আছে—এই মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া সে প্রত্যেক থানার কর্ম্মচারীদের ঐ সকল বাড়ী খানাতল্লাস করিতে আদেশ করিয়াছিল। থানার কর্ম্মচারী ও পাহারাওয়ালারা এই ভাবে এক একস্থানে সদলে আবদ্ধ থাকায়—সা নসের অনুচরেরা অরক্ষিত নগরের ব্যাঙ্কগুলি নির্ব্বিঘ্নে লুঠ করিয়াছিল; তাহাদের লুণ্ঠনে কোথাও কেহ বাধা দিতে পারে নাই। —জনসাধারণ যখন এই সকল সংবাদ জানিতে পারিবে—তখন আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে,ইহা চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল সংবাদ—আমাদের এই পরাজয়-কাহিনী গোপন রাখিবার উপায় নাই। না, কোন উপায় নাই। আমি এই সকল সংবাদ চাপিয়া রাখিতে সাহস করি না। একজন লোক কি ভাবে আমাদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিল, আমাদের বিপুল শক্তি বিফল করিল—এ সংবাদ প্রকাশিত হইলে সমগ্র জগৎ কি মনে করিবে? কি করিয়া আমরা জন সমাজে মুখ দেখাইব? দেশের লোক আর কি আমাদের বিশ্বাস করিবে? বিপদে আমাদের শক্তিতে নির্ভর করিতে পারিবে?—কিন্তু উপায় নাই, এ সকল সংবাদ প্রকাশিত করিতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আপনি ব্যাকুল হইবেন না সার হেনরী! এই পরাজয়ের পরও আমরা জয় লাভ করিতে পারিব—এ আশা আপনি ত্যাগ করিবেন না।"

সার হেনরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশ ভাবে বলিলেন, "আবার

জয় লাভ! এই শোচনীয় পরাজয়ের পর জয় লাভের স্বপ্ন দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি—তত উৎসাহ আমার নাই মিঃ ব্লেক!"

সকলেই ব্যাকুল ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "এখন রাত্রি তিনটা। আর পাঁচ ঘণ্টার পূর্ব্বে সংবাদ-পত্রে এই সকল অপ্রীতিকর সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না; অর্থাৎ বেলা আটটা পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা সময় এখনও আপনার হাতে আছে। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অনেক অসম্ভব কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে।"

সার হেনরী বলিলেন, "অর্থাৎ?—কিরূপ অসম্ভব কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে বলিতেছেন মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা।"

অনন্তর তিনি উঠিয়া টুপি লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার আর এখানে বসিয়া থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে চলিবে না; আমি চলিলাম। কিন্তু আপনার নিকট পাঁচ ঘণ্টা সময় চাহিতেছি; এই পাঁচ ঘণ্টার পর—বেলা আটটার সময় পল সাইনস্‌কে বাঁধিয়া আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।"

মিঃ ব্লেক প্রস্থান করিলেন। সকলেই স্তব্ধভাবে সেই কক্ষে বসিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা তুলিয়া সশব্দে নাক ঝাড়িলেন। তাহার পর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "ব্লেকের মাথা খারাপ হইয়াছে! আহা, ভাবিয়া ভাবিয়াই বেচারা ক্ষেপিয়া গেল!"

নিদারুণ পরাজয়ে সকলেই 'লজ্জা নম্র নত শির।' কেবল মিঃ ব্লেক এই দুঃসময়ে একাকী পল সাইনসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

মিঃ ব্লেকের এই অঙ্গীকারের কোন মূল্য আছে কি না দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকা-গণের আগ্রহ ও কৌতূহলও অল্প নহে। জানিনা কতদিন পরে লণ্ডন হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইবে।

সমাপ্ত

বাহির হইল !

'রহস্য লহরী'র ১৩৭ নং উপন্যাস

জলে জঙ্গলে যুদ্ধ

কলির ভীম অদ্ভুতকর্ম্মা রুপার্ট ওয়াল্‌ডোর অত্যদ্ভুত নূতন কাহিনী এই সঙ্গেই প্রকাশিত হইল : 'পেত্নী-দহের হীরা'র কৌতুকাবহ, লোমহর্ষণ, ঘটনাবৈচিত্র্যপূর্ণ উপসংহার-প্রত্যেক পাঠকের অবশ্য পাঠ্য